উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৩,৮৯৫.৭৪ (+৩১৫.২০)

নিফটি : ২৩,১৪০.৫০ (+৭৭.৪০)

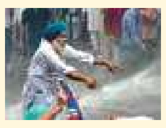

দেশজুড়ে জ্ঞানেশ হটাও আন্দোলন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩১°	২৩°
জলপাইগুড়ি	৩১°	২৪°
কোচবিহার	৩২°	২৪°
আলিপুরদুয়ার	৩১°	২৪°

শুটিংয়ে প্রথম সোনা কমলজিৎ-সুরুচির ১২

শিলিগুড়ি ৮ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 September 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 130

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভয় আর ত্রাস নিয়ে আমাদের শারদীয়া

গৌতম সরকার

বিধায়ককে ঘুষের 'অফার!' কতটা দুঃসাহস থাকলে পারা যায়? সাংবাদিকের মনগড়া খবর নয়। তথ্যটি এক বিধায়কের। তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে নির্বাচিত পরিতোষ দাস। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে খবরটি দিয়েছেন। কোন এক সমাজসেবী নাকি তাঁকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সমাজসেবার জন্য নয়, একটি দুষ্কর্মকে আড়াল করার জন্য। যেন বিধায়ক ওই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে মুখ না খোলেন। মানে আপনি জানেন, কিন্তু বলবেন না স্যর। এই নীরবতার দাম ৬৫ লক্ষ টাকা।

বলুন তো পাঠক, এর পরেও বলতে হবে যা হচ্ছে, সব ভালো হচ্ছে? পুজো আসছে। আনন্দে থাকার কথা আমাদের। কিন্তু কোথায় আমোদ! বরং ভয় বাড়ছে। ভালো না থাকার ভয়! আপনার রুচি, আমার ভাবনাকে বেঁধে ফেলার ভয়! পুজো প্রস্তুতির বৈঠক হচ্ছে জেলায় জেলায়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সেই বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আমন্ত্রণ জানানোয় যেন শরতের আকাশে আশঙ্কার মেঘ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন? পরিষদ তো প্রশাসনের অংশ নয়!

পুজো পরিকল্পনায় লাগাম বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না তো! প্রশাসন বা পুলিশ গাইডলাইন বেঁধে দিতেই পারে। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে ডাকা কেন? অলিখিত কোনও নির্দেশ আছে নাকি পুলিশের ওপর? বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে আমন্ত্রণের নির্দেশ? শিলিগুড়িতে পুলিশের ডাকা এরকম বৈঠকে পরিষদের নেতারা ফতোয়া দিয়েছেন, নাস্তিকরা যেন পুজোমণ্ডপের আশপাশে না ঘেঁষেন। অর্থাৎ যাঁদের ধর্মে মতি নেই, উৎসবে তাঁদের আনন্দ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে।

অথচ পুজো এমন উৎসব, যেখানে ভিনধর্মের লোক শামিল হন। বাঙালির সেই চিরন্তন সংস্কৃতি কি তাহলে থাকবে না? পুজোয় এবার ভয় সেটাও। এমনিতে প্রশাসন ও শাসকদলের ফারাকটা গুলিয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করছেন বিজেপির জেলা সভাপতি।

এরপর ছয়ের পাতায়

নেপালের ছায়া সিকিমে

সিকিমের রিম্বিতে ধসের কবলে বাড়িঘর। শুক্রবার।

রিম্বিতে ধুয়েমুছে সাফ ৩০ বাড়ি

তাকদায় ধস, আজ বন্ধ এনএইচ ১০

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নেপালের বিপর্যয়ের স্মৃতি ফেরাল সিকিমের রিম্বি। ২৬ অগাস্ট নেপালের 'দুঃস্বপ্নের ছবি' দেখে আঁতকে উঠেছিল বিশ্ব। গোটা দুনিয়া দেখেছিল, জলের তোড়ে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে যাওয়া। পাক্কা এক মাস পর অনেকটা সেভাবেই কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পশ্চিম সিকিমের জনপদটির একটি বড় অংশ। প্রবল বর্ষণের দাপটে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল আস্ত একটা পাহাড়। তাতে চাপা পড়ল অন্তত ৩০টি বাড়ি। তবে পাহাড় ভাঙার আওয়াজে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পরিবারগুলি আগেই বাড়ির বাইরে পা রাখায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। তবে যেভাবে মাটিতে মিশছে পাহাড়, তাতে আগামীতে পর্যটনকেন্দ্র রিম্বির কোনও অস্তিত্ব থাকবে কি না, তা নিয়েই উঠেছে বড় প্রশ্ন।

প্রবল বর্ষণের ঝাপটা লেগেছে দার্জিলিং পাহাড়েও। রিম্বির বিপর্যয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার ভোরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তাকদা ক্যান্টনমেন্ট গ্রামীণ হাসপাতালের একাংশ। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ রংলি রংলিয়ট ব্লকের হাসপাতালটিতে ভয়াবহ ভূমিধসে এই বিপর্যয় ঘটে। ভিতরে থাকা রোগী ও পরিজনদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় ভিতরে থাকা ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, এক রোগীর আত্মীয় ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান। পরবর্তীতে উদ্ধারকারী দল তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। এদিনই হাসপাতাল সংস্কারের কাজে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (জিএনএলএফ) দার্জিলিং টাউন কমিটি। তাকদার পাশাপাশি মিরিক, গয়াবাড়ি সহ দার্জিলিংয়ের একাধিক জায়গাতেও এদিন ধস নামে। বিপর্যস্ত হয় জনজীবন।

গত ১৩ অগাস্ট থেকে প্রায়দিনই ধস নামছিল পশ্চিম সিকিমের রিম্বিতে। ইতিমধ্যে একাধিক বাড়ি

খালি করে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। কিন্তু বড় বিপর্যয় ঘটে যায় বৃহস্পতিবার মাঝরাতে। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে এমনিতেই পাহাড়ের মাটি হালকা হয়ে উঠেছিল, বৃহস্পতিবারের প্রবল বর্ষণে (গেইলসিং জেলার ইয়াকসমে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২২৪.৬ মিলিমিটার) মাঝরাতে ধসে যায় পাহাড়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা প্রাণে বাঁচেন তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ায়। শুক্রবার সকালে পরিবারগুলিকে গেইলসিং জেলা প্রশাসনের তরফে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

ফেরত পাঠালেন রাষ্ট্রপতি!

এখনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে, পালটা দাবি শুভেন্দুর

গুন্ডা দমন বিলে সংশয়

নবনীতা মণ্ডল ও স্বরূপ বিশ্বাস

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : গুন্ডা দমন বিল নিয়ে দিনভর টানাপোড়েন। বিলটি রাষ্ট্রপতি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে দিনভর প্রচার চলে। তাতে বিরোধীরা উৎফুল্ল হয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে বেঁধেন রাজ্য সরকারকে। শেষপর্যন্ত শুক্রবার রাতে নবান্নে এসে পুরো খবরটিকে নস্যাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, বিলটি এখনও রাষ্ট্রপতির কাছে যায়নি। নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর আগে বিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠানো হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকই ওই বিলের কিছু অংশ সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছে। বর্ধমান থেকে নবান্নে ফিরে জরুরি সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'এটা ফেক নিউজ। গল্পের গোরু গাছে তুলে দিয়ে আর লাভ নেই। গুন্ডা দমন আইন এই বাংলায় কার্যকর হবেই। আইন মেনেই আমরা সবকিছু করছি। আসলে গুন্ডারা সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে। তাই তারা এসব ন্যারেটিভ তৈরি করছে।'

তাঁর দাবি, বিলটিতে কিছু জটিলতা রয়েছে, সেটা যত তাড়াতাড়ি মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি বিলটি সই না করে ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে যেটা প্রচার করা হচ্ছে, তার কোনও সত্যতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী এমন দাবি করলেও শুক্রবার প্রচার হচ্ছিল যে, বাংলায় বিজেপি সরকারের চার মাসের কর্মকাণ্ডে এটা বড় ধাক্কা। কেননা, রাষ্ট্রপতি বিলটি ফিরিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পরামর্শে। যে মন্ত্রকের দায়িত্বে অমিত শা। শুভেন্দু অধিকারী যাঁর অতিঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

প্রচার ছিল যে, কেন্দ্রের অপর একটি আইনের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় বিলটিতে সায় না ফিরিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রচার হয় যে, গুন্ডার সংজ্ঞা নিয়েই কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্যের বিলে দ্বিমত থাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাষ্ট্রপতিকে অনুমোদন না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এই প্রচারের ধাক্কায় বিরোধী শিবিরের ব্যঙ্গ, ঠাট্টা-তামাশা, কটাক্ষ ধেয়ে যায় রাজ্য সরকারের দিকে।

> এটা ফেক নিউজ। গল্পের গোরু গাছে তুলে দিয়ে আর লাভ নেই। গুন্ডা দমন আইন এই বাংলায় কার্যকর হবেই। আইন মেনেই আমরা সবকিছু করছি।
>
> -শুভেন্দু অধিকারী

এক্স হ্যান্ডেলে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রুপ করেন, 'পোস্টারে ডাবল ইঞ্জিন। কাজে রিভার্স গিয়ার! হোমওয়ার্ক ফেরত, সংশোধনের নির্দেশ।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, 'বলেছিলেন না এমন ব্যবস্থা নেব যাতে তিন পুরুষ মনে রাখবে। কত বড় বড় আওয়াজ। বাংলায় প্রবাদ আছে ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কথায়, 'চারদিকে কত রঙ্গতামাশা চলছে গুন্ডা দমন আইনের নামে। ফেরতই যদি আসবে তো, বিল বানিয়ে পাঠানো হল কোন যুক্তিতে? বিধানসভায় এবার সেটা নিয়েই আলোচনা প্রয়োজন।'

এরপর ছয়ের পাতায়

দায়িত্বে বিস্ট-অনন্ত, অপসারণ শর্বরীকে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : এক ব্যক্তি এক পদ নীতিতে মন্ত্রীদের সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরানো অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু বিজেপির রাজ্য পদাধিকারীদের রদবদলে বড় চমক নিঃসন্দেহে শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের অপসারণ। তিনি নিছকই বিধায়ক। তাঁর মতো আরও অনেক বিধায়ক রাজ্য কমিটির পদাধিকারী। কিন্তু যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরীকে দলের রাজ্য সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দিল বিজেপি।

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তিতে নাম জড়িয়েছিল তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও বদলে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে নেতিবাচক প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। ক্ষুব্ধ হয় তরুণ প্রজন্ম। সেই ঘটনার ড্যামেজ কন্ট্রোলে শর্বরীকে বিজেপি সংগঠনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে জল্পনা উসকে উঠেছে। কেন-না, দলের গঠনতন্ত্রে সাংসদ, বিধায়ক বা জনপ্রতিনিধিদের সাংগঠনিক পদে থাকার অসুবিধা নেই।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে এবার রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকের পরদিন রাজ্য কমিটিতে ব্যাপক রদবদল করা হল। এতে অন্তত ৮ জন মন্ত্রীর আর সাংগঠনিক পদ থাকল না। তাঁদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত তিনজনও আছেন। তাঁরা হলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন।

দলের সহ সভাপতির পদ থেকে সরানো হয়েছে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে। সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়

এরপর ছয়ের পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

ভিনরাজ্যে হরিহররা

বঙ্গে পথের অন্য পাঁচালি

রাজর্ষি বিশ্বাস

ঘন নীল আকাশের স্বপ্নপটে আঁকা নির্জন কাশবনের অলৌকিক দেশে ছুটে যায় অপু ও দুর্গা। কোথায় যে তারা চলে এসেছে, জানে না। লোহার উঁচু পোস্টে কান লাগিয়ে শোনে- বহু দূর থেকে যেন ভেসে আসছে কোনও মহাজাগতিক সুর। বুঝে উঠতে পারে না কিছুই। প্রবল হাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ ভেদ করে আচম্বিতে শোনে ভেসে আসছে অনেক চাকার তীব্র গর্জন।

আবার তারা ছুটতে শুরু করে। বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকে- কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ওই অদ্ভুত প্রকৃতির যন্ত্রযানের চলে যাওয়ার দৃশ্য। যেন তা চলে যাচ্ছে দূরের কোনও অচিন দেশে! কাশবনের মধ্যে দিয়ে অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখতে ছুটে যাওয়ার সেই অমোঘ দৃশ্যপটে উৎকীর্ণ হয়ে যায় শরতের আগমনীর চিরন্তন সংগীত। সময় বয়ে চলে। পালটে যায় চারপাশের অনেক কিছু। অপুরা তখনও ছিল, এখনও আছে। বিভূতিভূষণ তাই আজও লিখে চলেছেন অনন্তকালের 'পথের পাঁচালী।'

মহালয়ার স্নিগ্ধ প্রত্যুষে আদ্যিকালের ঢাউস রেডিওতে এখনও বেজে ওঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই দীপ্ত কণ্ঠ- 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর...; আনন্দের আবাহন সংগীতে যেন সমস্ত ক্লেদ, যন্ত্রণা, বিষাদ এক লহমায় মুছে যায়। সে অনেককাল আগের কথা। রেডিওতে তখনও সম্প্রচারিত হয়নি 'মহিষাসুরমর্দিনী' লহরী। এমনই এক মহালয়ায় যে অপুর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, সে আজও জেগে থাকে আমাদের স্মৃতিতে, সত্তায়। তার সারল্যমাখা চোখ দিয়ে আদি-অকৃত্রিম প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করি আমরা।

কাশবনের সেই গহীন ও অলীক দেশে পৌঁছে আমরাও যেন অপু হয়ে যাই। খুঁজে চলি বহু কাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নিল রেলগাড়িটি। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে যে আমাদের নিয়ে যাবে মহাপ্রস্থানের পথে।

উত্তরের নদীঘেরা দ্বীপের মতো মফসসল শহরে পুজো এলে সারা বছরের সমস্ত গ্লানি, ব্যর্থতা, ক্লান্তি এক লহমায় দূর হয়ে যায়। কোথাও যেন ইছামতী আর মানসাই-সুটুঙ্গা পাড়ের কাশবন একাকার হয়ে যেতে দেখি। মনে হয় বদলায়নি কিছুই। বাতাসে ভেসে আসা ঢাকের মধুর আওয়াজ, স্নিগ্ধ শিউলির মাতোয়ারা গন্ধ, ঘন নীল আকাশের হাতছানিতে ধুম লাগে হৃৎকমলে।

শরতের শহরে মুখ ঢেকে যায় বড় বড় হোর্ডিংয়ের বিজ্ঞাপনে। শপিং মলের গ্লো-সাইনবোর্ডগুলির মোহনীয় হাতছানি, বিউটি পার্লারের স্বপ্ন বিপণন, নতুন করে গজিয়ে ওঠা ফাস্ট ফুড সহ হরেক কিসিমের দোকান, রংবেরঙের তীব্র এলইডি লাইটের অহংকারী সজ্জা- শহরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলে। পুজোর দিনগুলিতে তো কথাই নেই। মণ্ডপে মণ্ডপে জনঢল, নতুন পোশাকে টিন এজারদের উচ্ছ্বাস, রেস্তোরাঁয় উপচে পড়া ভিড়, মরচে ধরা পুরোনো প্রেমকে আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা, চিনি ছাড়া চায়ের আড্ডায় বয়স্কদের স্মৃতিরোমন্থন- ক'টা দিন কেটে যায় স্বপ্নের মতো!

এরপর ছয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D e-QUOTATIONS NOTICE
Publication of e-NIQ No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 24e/Q of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5074870_1, Name of work : Annual Maintenance Contract of entire Electrical Installation works and operation of DG sets by engaging manpower for the site of Circuit House, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 09-Oct-2026 at 12:00 P.M. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb, EE/JED/JALPAIGURI.
ICA-T18251(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
The Executive Engineer-II, N.H. Division No.-IX, P.W.(Roads) Directorate, Matigara invites online e-NIQ No. 10 of 2026-27 of EE-II, N.H. Division No.-IX. Details of eNIQ and other documents may be downloaded from the web portal: https://tenders.wb.gov.in and for any other quires please contact through email: nhdivision9.pwd@gmail.com. Bid Submission start date: 25-09-2026, Bid Submission end date: 03-10-2026. [Tender Id: 2026_NH_5074722_1] Corrigendum if any and other information's regarding bid evaluation will be published/sent in/through e-tender portal only. Sd/- EE-II/NHDivision No.-IX, P.W.(Roads) Directorate, Matigara, Siliguri.
ICA-T18253(3)/2026

DHUPGURI MUNICIPALITY
TIME EXTENSION
WBMAD/DHUPGURI/01/2026-27
2026_MAD_5022883_19
WBMAD/DHUPGURI/02/2026-27
2026_MAD_5023047_1
Last Date of Bid Sumission-30.09.2026 at 11:00 AM
Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

Notice Inviting eBid
The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No :- 04/KDI/2026-27, Memo No : 2866/Estt, Dated : 25/09/2026
Bid Proposal submission Start Date : 25/09/2026 at 05.00 PM
Bid Proposal for Submission Closing date : 03/10/2026 at 5.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation date : 05/10/2026.
Sd/-
Block Development Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No. 18 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. 1. Name of Work: Urgent Construction of Boulder Sausage Protection work at Ch. 2.90 km of Churaman Natun bazar to Madhabpur Ghat Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074807_1, Estimated Amount: 220577.00. Bid Submission start date (online) 24.09.2026 from 02.00 PM, Closing date of Bid Submission on 01.10.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T18262(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of – Providing round the clock security services by deploying security guards (without Arms) for guarding at office compound of Malda Division, P.W.D., Malda, Northern Circle, P.W.D., Malda, Inspection Bungalow and other offices under Malda Division, P.W.D., Malda in the District of Malda for a period of 12 (Twelve) Months. Tender ID: 2026_WBPWD_5075351_1. e-NIQ No. 16 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 30/09/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 27/10/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda.
ICA-T18288(3)/2026

E-Tender Notice
Construction of New Girls' Toilet Block under Sadar-IV, Khagrabari, Tufanganj-I, Mathabhanga-III, Mathabhanga-IV, Boxirhat, Dinhata West, Bamanhat, Sitai, Sitalkuchi East, Tufanganj-II, Rampur, Mekhliganj, Haldibari Circle Circle, Cooch Behar. The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender vide NIT No.- (i) PBSSM/COB/GT/02/26-27 (ii) PBSSM/COB/GT/06/26-27 (iii) PBSSM/COB/GT/10/26-27 (iv) PBSSM/COB/GT/28/26-27 (v) PBSSM/COB/GT/31/26-27 (vi) PBSSM/COB/GT/13/26-27 (vii) PBSSM/COB/GT/17/26-27 (viii) PBSSM/COB/GT/21/26-27 (ix) PBSSM/COB/GT/25/26-27 (x) PBSSM/COB/GT/34/26-27 (xi) PBSSM/COB/GT/12/26-27 (xii) PBSSM/COB/GT/14/26-27 (xiii) PBSSM/COB/GT/18/26-27 (xiv) PBSSM/COB/GT/36/26-27 (xv) PBSSM/COB/GT/37/26-27.
The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in.
Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

Abridged E-Tebder Notice
Tender for eNIT No. 05 (2026-27)(MGNREGA) Memo No. 3756/BDO & eNIT No. 06 (2026-27) Memo No.3757/BDO, datted- 25.09.2026 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 09.10.2026 upto 11:00 AM. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
BDO Balurghat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 09 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work : 1. Emergent rain damage repairing of potholes of Mokdampur-Bhatol Road, from 7.00 kmp to 9.00 kmp (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074676_1, Estimated Amount: Rs. 8,92,529.00. Bid Submission start date (online) on 26.09.2026 from 10.00 AM. Closing date of Bid Submission on 03.10.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T18261(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No. - 06 of 2026-27 of Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division. Name of Work : 1. Emergent Rain Damage Repairing of Potholes and Patch Repairing of Soldighi More to Nayabari BOP Road from Ch. 0.00 Km to 2.00 Km under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074745_1, Estimated Amount: Rs. 3,51,949.00. Bid Submission start date (online) 25.09.2026 from 10.00 AM, Closing date of Bid Submission on 03.10.2026 up to 10.00 AM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T18254(3)/2026

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ২৯-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জং.-এ এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জং.-এর এখতিয়ারাধীন কলোনির পাশ দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৪,৫০,৮৯,৬৮৪.২০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৯,০১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাম্বিয়েন্ট ইলিমিনেশন সিস্টেমের আপগ্রেডেশন ও উন্নতি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/৬০_২০২৬/কে/১০১২; তারিখ: ১৮-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৬০_২০২৬। কাজের নাম : নিউ জলপাইগুড়ি ও কিশনগঞ্জের কমিউনিটি হলে অ্যাম্বিয়েন্ট ইলিউমিনেশন সিস্টেমের আপগ্রেডেশন এবং উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৬,৯৪,৯৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৯৩,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১২-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-Tender Notice
Construction of New Girls' Toilet Block under Baneswar, Dinhata. Intensive, Sitai, Mathabhanga-I, Sitalkuchi Circle, Cooch Behar. The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender vide NIT No.- (i) PBSSM/COB/GT/05/26-27 (ii) PBSSM/COB/GT/15/26-27 (iii) PBSSM/COB/GT/24/26-27 (iv) PBSSM/COB/GT/26/26-27 (v) PBSSM/COB/GT/33/26-27.
The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in.
Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E, NBCC-II, P.W.Dte, Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of -Gurung Basti- Gulma Station Road Strengthening works from 0.00 Kmp to 0.50 Kmp & 0.80 Kmp to 2.93 Km under North Bengal Construction Division in The District of Darjeeling (Four Lane Divided Carriage Way)". Estimated Amount: Rs.18,95,07,922.00 Tender ID : 2026_WBPWD_5075220_1. Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-04/2026-27. Bid submission start date (online): 01/10/2026 from 12.00 P.M. Bid submission closing date (online): 27/10/2026 up to 01.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 29/10/2026 at 01.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T18284(3)/2026

গ্রিজ চ্যানেল স্লিপার রিনিউয়াল
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৭০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ২৭-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম : নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ (এসএস)-টিবিসিএসআর (এইচ-বিম)-১০০২ টি। টেন্ডার মূল্য: ৩,২৭,৭৬,৫২১.০৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৬,৫৫,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR-N-2026-K-33, তারিখ: 22-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: এসএসই/ওয়ার্কস/গুপ্ত মালদা অধিক্ষেত্রের অধীনে একলাখি-বালুরঘাট-এর মধ্যে কেএম ২৬/৪-৫ তে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নং. ইবি-১৮ এবং কেএম ৫০/৩-৪ -তে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নং. ইবি-৩৪ -এর পরিবর্তে আরইউবি/ এলএইচএস ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৩০,৪০,৫৯৮.৮৪ টাকা, বায়নার ধন: ৬০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৭, তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: কাজের নামঃ (১) "গোড্ডা-তে ৫০ সজ্জার রানিং রুম নির্মাণ" সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ, (২) "গোড্ডা-তে নিউ ক্রুলবি বিল্ডিং নির্মাণের জন্য প্রস্তাব" সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২২,৪৭,০১৬.১৮ টাকা। বায়নামূল্যঃ ২,৪৫,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ০১.১০.২০২৬ থেকে ১৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-199/2026-27
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৯, তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: কাজের নামঃ "মালদা টাউন ডিভিশনে [illegible]" সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৫,৬১,৯২৯.১৭ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,৯১,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ০২.১০.২০২৬ থেকে ১৬.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-201/2026-27
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate, invites online e-NIQ for the work of 1) "Supply of 1 (one) No Good condition Maxi Cab with commercial permit with driver on per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the office of the Chief Engineer-II, North Zone, P.W. (Roads) Directorate, Singatala, Malda." Tender ID : 2026_WBPWD_5074912_1. 2) "Supply of 1 (one) No Good condition Motor Cab (popularly known as Luxury taxi) with commercial permit with driver on per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the office of the Superintending Engineer, Northern Highway Circle, P.W. (Roads) Directorate, Malda for the use of the T.A. to S.E." Tender ID : 2026_WBPWD_5074912_2. e-NIQ No.- WBPW(R)D/AEMHSD/ e-NIQ- 05/2026-2027. (i) Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 03.10.2026 at 02:00 P.M. (ii) Time of Opening of the Bid Doc. 05.10.2026 at 02:30 P.M. (online). Details of e-N.I.Q and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD, GOVT OF W.B.
ICA-T18273(1)/2026

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: AP/EL/20/26-27 । নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১. টেন্ডার নং: AP/EL/20/26-27: কাজের নাম: [illegible] http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট্রি (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 10 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work : 1. Slope protection work around the abutments of Dhupraci Bridge (Gholaghati Bridge) at 6th km of Vendabari Mahapukur Road under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5075235_1, Estimated Amount : Rs.86,04,845.00. 2. Construction of Single Cell 3.0m x 3.0m RCC Box Culvert at 1.35 km of Samaspur Baghan Road replacing narrow, old and damaged slab culvert under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5075235_2. Estimated Amount : Rs. 97,03,676.00. Bid Submission start date (online) on 29.09.2026 from 10:00 A.M. Closing date of Bid Submission on 14.10.2026 up to 2:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T18281(3)/2026

মালদা টাউনে ট্র্যাকশন মোটরের মেরামত/রিকন্ডিশনিং
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-০৭-২৬-২৭ তারিখঃ ২২-০৯-২০২৬।
কাজের নাম সহিত ইহার স্থানঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "ডিএলএস/মালদা টাউনে (০৩) থ্রী ফেজ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভে ট্র্যাকশন মোটরের (৬ এফআরএ-৬০৬৮) মেরামত/রিকন্ডিশনিং" এর ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদারগণ থেকে টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এলওএ প্রাপ্তির চৌব্বিশ (২৪) মাসের ভেতরে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।
কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৩৫,০২,২৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭০,০০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অক্টোবর ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য অক্টোবর' ২০২৬ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর'/২০২৬	ডিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ০৫/১০/২০২৬, ১৪/১০/২০২৬ এবং ২৯/১০/২০২৬ এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ০৭/১০/২০২৬, ১৬/১০/২০২৬ এবং ৩০/১০/২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল্স ম্যানেজার/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি -র আওতাধীন ইউনিট-ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য অক্টোবর, ২০২৬ মাসের ই-নিলাম কর্মসূচিটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:-
ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ি -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

কাটিহার ডিভিশন -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড দাখিল করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান
কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে; নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৫৬-১-এসসি-পিআরএনএ। নিলাম শুরু (সমস্ত লট) : ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়; রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন : ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-পিআরএনএ-টিওআই-২০৮-২৫-৩ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	পূর্ণিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৩-১০-২০২৬ তারিখে ১০:৫০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সময় বৃদ্ধি : ১০ বার। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের www.ireps.gov.in ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Moumita Karjee জন্ম শংসাপত্র রেজিঃ নং 115, তাং 01.10.2008, যেখানে আমার মেয়ের নামের বানান Mowmita Karjee এবং আমার নামের বানান Megandra Karjee এবং আমার উল্লেখিত কন্যার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি, উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট এবং মাধ্যমিক পাশ শংসাপত্র যেখানে আমার নামের বানান Megendra Karjee নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15.9.26, C.J (JR. Divn.) Addl. Court,সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Moumita Karjee এবং Mowmita Karjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, অনুরূপভাবে Meghendra Karjee এবং Megandra Karjee এবং Megendra Karjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে Moumita Karjee এবং আমার নাম তার জন্ম শংসাপত্রে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদিতে Meghendra Karjee প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। শৌল্টুকলী বড়পাক, পোঃ কালজানি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123706)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NVBDCP/31
Tender is hereby invited for JSB-I, II stain for trainings under DH&FW Samiti,CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti,CoB.
ICA-T18226(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, Malda Sub-Division, SS, P.W. Dte. invites Online e-Tender WBPWD/AE/MSD/SS/NI(e)T-03/2026-2027 for "Annual Maintenance (civil) at Shaishali Sishu Kanya Aabas, Malda during the year 2026-27." Tender ID : 2026_WBPWD_5074975_1. Bid Submission Closing date 09/10/2026 at 2:00 p.m. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Assistant Engineer, Malda Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T18266(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
E.E./ T.B.C.D, P.W.D. invites online e-tender for the works of:- 1. Repairing of Potholes by Patching at Different Stretches from ch.0.00 km to ch. 3.0 km of Bagdogra-Fulkadabri Road, under Teesta Bridge Construction Division PWD, Coochbehar, in the year of 2026-27. Tender Id-2026_WBPWD_5023535_1. Estimated. Amount: Rs. 973466.00 2. Repair and Renovation of Doors, Windows and Ventilators in the Courtrooms and chambers, along with the new installation of a urinal and wash basin in the washroom attached to the Chamber of the Ld. Additional District and sessions Judge, Mekhliganj Sub-divisional Court, Under Teesta Bridge Construction Division, P.W.D, Mekhliganj, CoochBehar. during the year 2026 - 2027. Tender Id-2026_WBPWD_5023535_2. Estimated. Amount: Rs. 50,3337.00 e-NIT No.- 12 of 2026-27 of EE/TBCD/PWD Bid Submission start date (online) 25.09.2026 from 11.00 hrs. Bid Submission closing date (online) 01.10.2026 upto 12.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only, Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- E.E, P.W.D, TBCD. Mekhliganj,Coochbehar.
ICA-T18286(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NO 13 of 2026-27 by Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub- Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of: 1. Providing road safety measures i.e. bituminous speed breakers, road marking, road studs, hazard board on Fatapukur to Gadra road chainage 4.00km to 970km under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri. Estimated Cost: Rs. 460721.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5075039_1. 2. Talmahat to Juharihat road from ch. 6.50km to 9.50km, repairing of potholes and damaged road surface (in stretches) under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri. Estimated Cost: Rs. 483050.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5075039_2. 3. Sahudangi to Belacoba road Hume pipe culvert minor repairing at chainage 9.17km, 12.78km and 13.50km under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri. Estimated Cost: Rs. 487286.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5075039_3. Bid submission start date (on Line): 27-09-2026 at 14.00 HOURS. 2Bidsubmission closing date (on Line): 02-10- 2026.Upto 14.00 HOURS 3Bid opening date for Technical Evaluation (on Line):05-10-2026 after12.00HOURS Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub Division,Jalpaiguri.
ICA-T18276(3)/2026

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই। বয়স 30-40 কোনো স্বহৃদয় ব্যক্তি দিতে চাইলে অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 6289865515. (C/123932)

বিক্রয়

Siliguri, Quality Furnitures for immediate sale, M : 8697146942. (C/123926)

অ্যাফিডেভিট

তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে 9/9/26 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Taramani Barman ও আমার ছেলে Anup Barman এর জন্ম শংসাপত্রে আমি Taramoni Barman এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (S/A)

●

আমার পুত্র Zinnur Hossain-এর জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং 363, তাং 14.12.2009 আমার নাম Zinnatun Parvin নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 31.08.26 J.M. 3 RD Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে Jenna Khatun Bibi এবং Zinnatun Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার নাম Jenna Khatun Bibi প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ দুধের কুঠি, দেওয়ানবশ, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/123704)

●

আমি পিনাকী ধর, পিতা- মৃত অনিল কান্তি ধর, গ্রাম-পশ্চিমরামপুর, পোঃ-জোড়াই, থানা - বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহারের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আধার ও প্যান কার্ডে পিনাকী ধর, ভোটার কার্ডে ধর পিনাকী, মাধ্যমিক, এইচএস অ্যাডমিট কার্ড ও পাসপোর্টে পিনাকী কান্তি ধর নামাঙ্কিত আছে। আমি তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালতে ২৩/৯/২৬ তারিখের নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি পিনাকী ধর, ধর পিনাকী ও পিনাকী কান্তি ধর একই ব্যক্তি। (C/123944)

●

আমি Rejaul Islam আমার পাসপোর্টে (No. N4559946) নাম Rajaul Islam থাকায় গত ইংরাজি 24/9/26 তারিখে ধূপগুড়ি LD. E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rejaul Islam ও Rajaul Islam এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি (A/B)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
eNIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/30
Tender is hereby invited for Desktop computers for training under DH&FW Samiti,CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti,CoB.
ICA-T18225(3)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়ি আশেপাশে এলাকা, উত্তর দিনাজপুর ও ইসলামপুরে কাজের জন্য সিকিউরিটি সুপারভাইজার (বেতন 15000/-) এবংসিকিউরিটি গার্ড (বেতন 12000/-) জরুরি ভিত্তিতে স্পট জয়েনিং, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। M : 9733348338, 8170837161. (C123572)

●

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে Sales/ Cashier / Cash Memo লেখার জন্য মহিলা / পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M. No. 7699990313

●

RANIDANGA DPS, Post : PGT in : Biology, Chemistry, Physics, Bengali, Computer Science & Application, Mathematics, Qualification : Masters with B.ED, Drop your CV in hr.rdps@gmail.com or Call : 9434852732. Selected Candidate will be called for the Interview. (C/123572)

●

Law firm required Marketing Officer for Alipurduar, Siliguri, Malda, Chopra, Islampur, Beharampore, Drop cv-uucpl.hr@gmail.com, Ph : 9230976044. (C/123574)

অ্যাফিডেভিট

I, Bijoy Santal Tudu, S/o Yatan Santal, resident of Hanta Para, TG Sadhan Line, Madarihat, Alipurduar- 735220, have changed my name to Bijay Santal by affidavit before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipurduar. Henceforth I shall be known as Bijay Santal for all purposes. (C/123349)

●

আমি, (Old name) Sandaya Roy W/o Nanigopal Roy ঠিকানা, Kamat Para, Ward No. 02, P.O. Bairatiguri, P.S. Dhupguri, Dist. Jalpaiguri Pin- 735210 (W.B) E.M. জলপাইগুড়ি কোর্ট W.B/ Jalpaiguri এর Affidavit দ্বারা (New Name) Sandhya Roy নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 22431 Dated 14/9/26 (Old Name) Sandaya Roy ও (New Name) Sandhya Roy একই ব্যক্তি। (C/123927)

●

আমি Kamal Mandal, S/o Rampada Mandal. আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- B/2023/832081, Dt- 31/07/2023 আমার ছেলের নাম Jagannath Mandal থাকায় গত 14/08/2026 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Jagannath Mandal থেকে Jagatdwip Mandal করা হলো। (C/123911)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

দেবের দাদাগিরির মঞ্চে আজ ছয় খুদে নক্ষত্র। রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.৪৫ সাগর দ্বীপে যকের ধন, বেলা ১১.৩০ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ২.০০ মন মানে না, বিকেল ৫.০০ আমি যে কে তোমার, রাত ৯.১৫ বলো না তুমি আমার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ প্রেমী, দুপুর ২.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৫.০০ সেজবউ, রাত ৯.৩০ আওয়ারা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অন্যায় অত্যাচার, দুপুর ১২.০০ ভাগ্যদেবতা, ২.৩০ শিমুল পারুল, বিকেল ৫.০০ স্বপ্ন, সন্ধে ৭.৩০ অনুতাপ, রাত ১০.৩০ আপন আমার আপন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসার সংগ্রাম
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১০ সূরয়া এস থ্রি, দুপুর ১.৫৮ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান, বিকেল ৪.৩৫ হিম্মতওর, সন্ধে ৭.৩০ সিম্বা, রাত ১০.৩৯ ফাইভ ডি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত, দুপুর ২.২৩ রেইড-টু, বিকেল ৫.১৪ রাধে, সন্ধে ৭.৩০ ক্রেজি, রাত ৯.৩২ স্নেক কেভ
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৩১ দমদার খিলাড়ি, দুপুর ১.০৩ চুপ চুপ কে, বিকেল ৪.৫১ রাউডি রাঠোর, সন্ধে ৭.৫০ কারা, রাত ১০.৪৩ কুবেরা

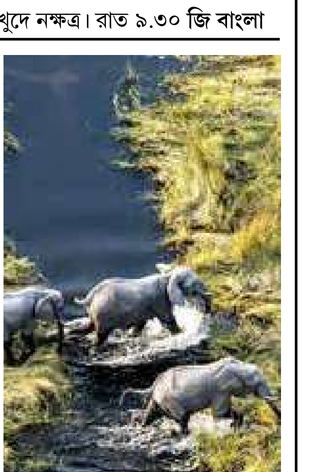
দ্য ভিউ ফ্রম অন হাই
সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

নদের নিমাই
সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

কারা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)
সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড, স্টার গোল্ড এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। অন্যায় কাজে অসতর্কতায় সমর্থন করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বৃষ : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। নিজের শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। মিথুন : ব্যবসায় অর্থাগম হবে। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্কট : নিজের রাগ সংবরণ করতে না পারলে কাজের ক্ষতি। সামান্য অলসতায় বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। সিংহ : দিনটি ভালোই যাবে। পুরোনো সম্পর্ক ফিরে আসবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কন্যা : কাজে সাফল্য আসায় খুশি। পাওনা আদায়ে জোর করবেন না। দাম্পত্যে শান্তি। তুলা : বন্ধুর সহযোগিতায় কাজ সম্পূর্ণ হবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে শান্ত মাথায় থাকুন। বৃশ্চিক : অযথা তাড়াহুড়ো আজ কাজের ক্ষতিই করবে। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কমবে। প্রেমে শুভ। ধনু : ব্যবসার কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। বাবার সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতানৈক্য। মকর : কোনও মূল্যবান দ্রব্য চুরি যেতে পারে। আজ কোনও বিতর্কে জড়াবেন না। কুম্ভ : বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলুন। আজ নতুন ব্যবসার পরিকল্পনায় সফল হবেন। মীন : সমস্যার সমাধানে স্বস্তি। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দলাভ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল পক্ষে আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৪ আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৮ আহিন, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ সুদি, ১৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩০, অঃ ৫।২৮। শনিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ১০।৫। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১২।১৩। গণ্ডযোগ দিবা ৩।১। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।১৩ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।৪ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১২।১৩ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।১৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ১০।৫ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।০ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।৫৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৯ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৩০ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ১২।১৩ গতে ৩।৫৯ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে রাত্রি ৭।৪ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। রাত্রি ১০।৫ মধ্যে ভাদ্রীপূর্ণিমা বিহিত স্নানদানাদি ও শ্রীশ্রীদেবীর ধূননযাত্রা সমাপন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধ বাগান খুলতে ৭ দিন : অর্জুন

রণজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বন্ধ চা বাগান খোলা নিয়ে 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ভূমিকায় শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময় দিয়েছেন। না খুললে বাগান অধিগ্রহণ করে প্রোমোটার বা উদ্যোগপতির হাতে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অভিজ্ঞতা ছাড়াও বকেয়া মজুরি ও পিএফ মেটালেই মিলবে ছাড়পত্র বলে তিনি জানিয়েছেন। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সে প্রায় ৩৫টি বাগান বন্ধ। শুক্রবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে শ্রমমন্ত্রীর বৈঠকে শামিল ছিলেন প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, মন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ রাজু বিস্ট, জয়ন্ত রায়, মনোজ টিগ্গা, পাহাড় ও সমতলের বিধায়ক, শ্রম দপ্তরের আধিকারিক, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। মন্ত্রী জানান, ৩৪ থেকে ৩৫টির মধ্যে ২১টি বাগান পুরোপুরি বন্ধ। কয়েকটি এনসিএলটি (ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবিউনাল)-তে আবেদন করেছে। স্থানীয়ভাবে কয়েকটিতে পাতা বিক্রি হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, 'এই বাগানগুলি খোলার জন্য মালিকপক্ষকে সাতদিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া মজুরি, পিএফ জমা দেবে, সেই মালিকপক্ষকে বাগান চালাতে দেব, নয়তো বাগানগুলি অধিগ্রহণ করব।'

মন্ত্রী কয়েকটি বাগানে মস্তানদের দিয়ে বেআইনিভাবে পাতা তুলে ৫০০ টাকার জিনিস ১০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ করেন। এদিনের বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও দপ্তরকে নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা উঠে আসে। বাগানের সমস্যা মেটাতে টাস্ক ফোর্সে শ্রম, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি থাকবেন। তৃণমূলের শাসনকালে চা শিল্প ধ্বংসের অভিযোগ তুলে অর্জুনের বক্তব্য, 'ভুল নীতিতে বহু বাগানে পিএফ বকেয়া ছিল। ইতিমধ্যে ১০০ কোটি টাকা পিএফ আদায় হয়েছে।' পুজো বোনাসের সময়সীমা ৫ অক্টোবর। মন্ত্রীর সাফ কথা, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বোনাস দিতে হবে।' এদিন পর্যন্ত ১৯টি বাগান ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়েছে। বৈঠকে সেই তথ্য উঠে আসে। উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সিসিপিএ'র আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'মন্ত্রী যে গতিতে কাজগুলি করার কথা বলছেন, বন্ধ বাগান মালিকপক্ষের শ্রমিক স্বার্থে সেই কাজগুলি করে নেওয়া উচিত।' বোনাসে শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার কথা জানিয়েছে সিসিপিএ।

■ বন্ধ চা বাগান খুলতে মালিকদের সাতদিনের সময় দিলেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং

■ সময়ে বাগান না খুললে অধিগ্রহণ করে উদ্যোক্তার হাতে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

■ বন্ধ বাগানে টাস্ক ফোর্স গঠিত হবে, পুজো বোনাস দেওয়ার সময়সীমা ৫ অক্টোবর

দার্জিলিংয়ে সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'আমরা মালিক এবং শ্রমিক দু'পক্ষের দুঃখই বুঝি। তৃণমূলের শাসনকালে যেভাবে চলেছে, এখন আর সেভাবে চলবে না।' তাঁর দাবি, 'এখনও কিছু বাগানে আমাদের কিছু লোকও সমস্যা করার চেষ্টা করছে। এসব বরদাস্ত করা হবে না।' সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেছেন, 'মালিকদের প্রচুর সময় দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহে বাগান খুলতে হবে, নয়তো সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ করবে।' জয়েন্ট ফোরামের নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'টি বোর্ডকে শামিল করে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রক, ঋণদাতা ব্যাংক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক, এনসিএলটি এবং রাজ্যের শ্রম, অর্থ ও ভূমি দপ্তরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।' ২০০৬ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও শিল্পমন্ত্রী নিরূপম সেন একের পর এক বন্ধ বাগান খুলিয়েছিলেন বলেও জানান তিনি। মন্ত্রীকে সবকিছু বিশদে জানিয়েছেন বলেও বলেন। সুরজ সুব্বা বলেন, 'আমরা মন্ত্রীকে পাহাড়ের বাগানগুলি নিয়ে পৃথক বৈঠক করার জন্য বলেছি।'

আলিপুরদুয়ারে মধু, রামঝোরা, লঙ্কাপাড়া; জলপাইগুড়িতে রেডব্যাংক, সুরেন্দ্রনগর, আমবাড়ি, চামুর্চি, রায়পুর; দার্জিলিংয়ে মুন্ডাকোঠি, রংমুক সিডার্স, ধোতরে, কলেজভ্যালি, পেশক, সিংতাম, চুংথুং বন্ধ। অঘোষিত বা বারবার খোলা ও বন্ধ বাগানও রয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এমন বাগান ১৫টি। আমবাড়ি ছাড়া বাকিগুলির বন্ধের জন্য মালিকপক্ষের দিকে আঙুল উঠেছে।

ডুয়ার্সে উৎপাদনশীলতা কমার পিছনে ভুটানের ডলোমাইট, প্রতিবেশী দেশে পাহাড় কাটা, শিল্পায়ন, দূষণ ও ধোঁয়ার প্রভাবের অভিযোগ ওঠে। টিগ্গা বিশেষজ্ঞ দিয়ে বিষয়টি সমীক্ষার প্রস্তাব দেন। রেডব্যাংকের জুলিতা মুন্ডা, চামুর্চির ভীম ওরাওঁ, আমবাড়ির হিরণ বিশ্বকর্মা সরকারের উদ্যোগে আশাবাদী। শ্রমিক মহলের মতে, রাজ্য ও কেন্দ্র আগেও বন্ধ বাগান অধিগ্রহণের কথা বলেছে, অধিগ্রহণে জমির মালিকানা, লিজের শর্ত ও মেয়াদ দেখতে হয়। বন্ধ বাগান খোলার জন্য ২০২৫ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের এসওপিতে শর্ট টার্ম সেটলমেন্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া শুরু হলেও সফল হয়নি। দার্জিলিংয়ের ধতেরিয়া, কলেজভ্যালি ও পেশকে আইনি জটিলতায় সমস্যা হয়েছে। ঢেকলাপাড়ার লিকুইডেশন ও নিলামের ইতিহাস আছে। বান্দাপানি, রেডব্যাংক, ধরণীপুর, সুরেন্দ্রনগর ও মধুর লিজ বাতিল করে সরকার বাগানের জমি ফিরিয়ে নেয়।

ফের মোষ পাচার রুখল পুলিশ

বারবিশা, ২৫ সেপ্টেম্বর : অসম-বাংলা সীমানায় জাতীয় সড়কে একাধিক নতুন নাকা চেকিং পয়েন্ট খোলার পর গোরু, মোষ, শুয়োর, পোলট্রি সহ নানা চোরাচালান ও পাচারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পাচ্ছে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার সকালে রায়ডাক সেতু লাগোয়া পশ্চিম চকচকার নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ফের যাত্রীবাহী ছোট গাড়িতে মোষ পাচার রুখল বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। অসমে পাচারের আগে উদ্ধার হয়েছে চারটি মোষ। পাচারের কাজে ব্যবহৃত যাত্রীবাহী গাড়িটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালক রাখিবুল শেখকে। এদিন ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানালেন, রায়ডাক সেতুর কাছে পশ্চিম চকচকায় জাতীয় সড়কে নজরমিনার গড়ে দিনরাত নজরদারি চলছে। এদিন সকাল পাঁচটার দিকে একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির জানলার কাচ কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকতে দেখে সন্দেহ হয়। চালককে দাঁড়ানোর ইশারা করলে তিনি লোহার ব্যারিকেড পাশ কাটিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। অনতিদূরে কর্তব্যরত আরেক পুলিশকর্মী আরও দুটি ব্যারিকেড ঠেলে রাস্তা আটকে দেন। গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই মোষগুলোকে দেখা যায়।

বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি অসমের কামানডাঙ্গাকুঠি গ্রামের বাসিন্দা।

রক্তদান শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : জাতীয় আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষ্যে কালিয়াগঞ্জের কুনোর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন শিবিরে ১৯ জন রক্তদান করেন। শুক্রবার ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী সহ অনেকে।

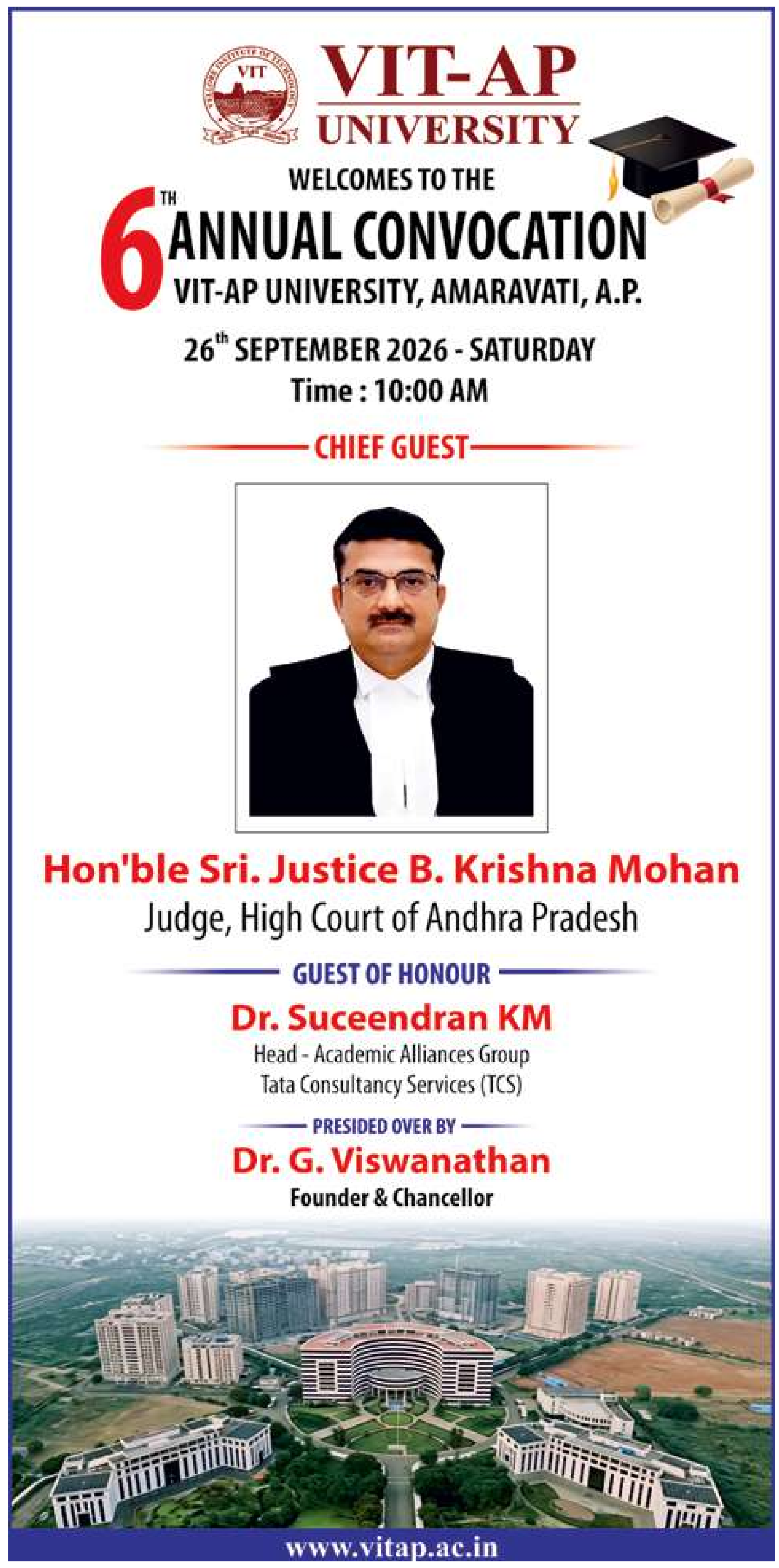

তিস্তার সেই শাবকের নাম মনুময়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : এখন সে বেশ হাসিখুশি। কখনও মায়ের পাশে পাশে হাঁটছে, কখনও নিজের মতো করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মা? তার চোখ যেন সবসময়ই আটকে রয়েছে ছোট্ট শাবকটির দিকে। কয়েকদিন আগেও যে একরত্তি প্রাণটি উত্তাল তিস্তার স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, আজ সেই শাবকই মায়ের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বনকর্মীরা তাকে ভালোবেসে নাম দিয়েছেন 'মনুময়'।

মায়ের সঙ্গে তিস্তায় ছোট্ট মনুময়। -ফাইল চিত্র

২১ সেপ্টেম্বরের সেই ভয়ংকর দৃশ্য এখনও যেন চোখের সামনে। উত্তাল তিস্তার জলে ভেসে গিয়েছিল শাবকটি। স্থানীয় পাঁচ মৎস্যজীবীর উপস্থিতবুদ্ধি আর মানবিকতায় শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচে সে। তারপর বন দপ্তরের সাহায্যে তাকে যখন জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন অপেক্ষা করছিল আরও এক আবেগঘন মুহূর্ত। কোনও দ্বিধা না করে মা হাতি নিজের শাবককে আপন করে নেয়। মা ও সন্তানের সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভালোবাসায় ভেসে যায় নেটপাড়া।

সেই ছোট্ট শাবকের নাম কেন 'মনুময়'? নেপথ্যে রয়েছে পুরাণের এক গল্প। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পাঁচ সন্তান- মনু, ময়, ত্বষ্টা, শিল্পী এবং দেবজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে প্রথম দুই সন্তান মনু ও ময়ের নাম একত্র করেই বনকর্মীরা শাবকটির নাম রেখেছেন 'মনুময়'। ঘটনাটিও ঘটেছিল বিশ্বকর্মাপুজোর দু'দিন পরে। শাস্ত্র মতে, হাতি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার অন্যতম বাহন। তাই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা এই শাবককে বনকর্মীরা শুধু একটি বন্যপ্রাণী হিসেবে দেখছেন না, বিশ্বকর্মার সন্তান বা তাঁর আশীর্বাদ হিসেবেও দেখছেন।

বন দপ্তরের কর্মীরা জানাচ্ছেন, মনুময় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। মায়ের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুরের বিভিন্ন এলাকায় আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

এদিকে, যে পাঁচ মৎস্যজীবী তিস্তার জল থেকে শাবকটিকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁদেরও সম্মান জানানো হবে। বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ২ অক্টোবর আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আসার কথা রয়েছে। সেখানেই উদ্ধারকারীদের ডাকা হয়েছে। শনিবার শিলিগুড়িতে পাঁচজনকে সংবর্ধনা দেবেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

উদ্ধারকারীদের অন্যতম মিঠু দাসের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী ডাকবেন শুনে খুবই ভালো লাগছে। মনুময় নামটিও খুব ভালো। আমরা সে নামেই ডাকব। তবে আমরা শুধু শাবকটিকে বাঁচানোর তাগিদে ছুটেছিলাম।'

বেলাকোবা রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ জানালেন, বনকর্মীরা এখন তাকে 'মনুময়' নামে ডাকছেন। অতীতেও বনকর্মীরা অনেক হাতির নাম রেখেছেন, পরে তা লোকমুখে জনপ্রিয় হয়েছে। এই শাবকটির ক্ষেত্রেও তেমনটা হতে পারে। আপাতত নজর রাখা হচ্ছে গতিবিধি, স্বাস্থ্যের ওপর।

তিস্তার স্রোত পেরিয়ে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে খুদে। আর এখন মায়ের চোখের আড়াল না হয়েই জঙ্গলে নতুন করে জীবন চিনছে ছোট্ট 'মনুময়'।

পাহাড় পথে।। আলিপুরদুয়ারের রায়মাটাং এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বেকারিতে ম্যানেজার খুন

মুর্শিদাবাদের সালার থেকে পাকড়াও কর্মী

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কারখানার ভেতরে একচিলতে অপরিচ্ছন্ন ঘর। আসবাব বলতে সামান্য টেবিল-চেয়ার আর জীর্ণ একটি খাট। আর সেই বিছানার উপরেই চাপ চাপ রক্তের মধ্যে নিথর পড়ে প্রৌঢ় ম্যানেজারের দেহ। মৃতদেহ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভারী কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে এমন হাড়হিম করা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তি এলাকা। স্থানীয় একটি বেকারির ঘর থেকে উদ্ধার হল ম্যানেজার শেখ হাফিজুর রহমানের (৫৮) রক্তাক্ত দেহ। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অবশ্য দ্রুত মোড় ঘোরে কোতোয়ালি থানার পুলিশের তৎপরতায়। খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের সালার থেকে পাকড়াও করা হয় মূল অভিযুক্ত নুর আলম শেখকে। যিনি ওই বেকারিরই কর্মী। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পুলিশি পদক্ষেপে স্পষ্ট, পালানোর ছক কষেও জালে আটকে গিয়েছেন অভিযুক্ত। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম শ্রীনিবাসন বলেন, 'খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্তকে মুর্শিদাবাদ পুলিশের সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে হেপাজতে আনতে জলপাইগুড়ি থেকে একটি বিশেষ দল রওনা হয়েছে। আক্রোশের পেছনে আসল কারণ কী এবং এর পেছনে আরও কারও হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুতলের দোতলায় থাকত বেকারি মালিকের পরিবার এবং তিনতলায় শ্রমিকদের থাকার বন্দোবস্ত। এ দিন সকালে কাজে এসে খুচরো বিক্রির কাউন্টার খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় কর্মীদের। ক্যাশ বাক্সের তালা ভাঙা, উধাও নগদ টাকা। কর্মীরা প্রাথমিকভাবে ধরে নেন দোকানে চুরি হয়েছে। কিন্তু ম্যানেজারকে বিষয়টি জানাতে তাঁর ঘরে যেতেই আঁতকে ওঠেন কর্মীরা। খাটের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে হাফিজুরের নিথর দেহ। আতঙ্কিত কর্মীদের চিৎকারে মালিক মানোয়ার আলি মণ্ডল ছুটে আসেন। খবর পৌঁছায় কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ এসে শুরু করে তল্লাশি।

- জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তির কারখানায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, মাথায় ভারী অস্ত্রের আঘাত
- ঘুলঘুলির নেট ছিঁড়ে ঢুকে অপারেশন, ক্যাশ বাক্স ভেঙে টাকা লুট করে চম্পট দুষ্কৃতীর
- ট্রেন ধরতে গিয়েও ফেরেননি বাড়ি, ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার সহকর্মী

বেকারির সব প্রধান দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও খুনি কীভাবে ঢুকল, তা খুঁজতে গিয়ে পেছনের দেওয়ালে ঘুলঘুলির লোহার তারের জাল ছেঁড়া নজরে আসে তদন্তকারীদের। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পরই পরিষ্কার হয়ে যায় খুনে অভিযুক্ত কর্মী নুর আলমের ভূমিকা। বৃহস্পতিবার সে ছুটির বাহানা দিয়ে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দার্জিলিং মেল ধরতে স্টেশনের দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে জানা যায়, সে টিকিট কাটলেও ট্রেনে ওঠেনি। রাতে কাজকর্ম শেষ হওয়ার অপেক্ষায় সে ওঁত পেতে থাকে। সুযোগ বুঝে ঘুলঘুলির জাল ছিঁড়ে কারখানার ভেতরে সে নিঃশব্দে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। পরে রাত সওয়া দশটা নাগাদ ফাঁকা ঘরে অতর্কিতে হানা দিয়ে ম্যানেজারকে খুন করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ক্যাশ বাক্সের টাকা হাতিয়ে সেই ঘুলঘুলি দিয়েই পালিয়ে যায়।

মানোয়ার আলি বলেন, 'ম্যানেজারের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল বলে আমার অন্তত জানা ছিল না। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীর চরম সাজা নিশ্চিত করুক।'

কর্মী গোপাল দাসের কথায়, 'ক্যাশ বাক্স খোলা আর টাকা গায়েব দেখে চুরির খবর দিতেই আমরা ম্যানেজারের ঘরে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বিছানায় রক্তে ভাসছেন উনি। এটা স্রেফ চুরি নয়, ঠান্ডা মাথায় খুন।'

সংঘ-বিজেপি বিরোধ প্রকাশ্যে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'সেবা সংকল্প অভিযান' কর্মসূচি সফল করতে প্রত্যেকটি স্কুলে একজন করে নোডাল শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার তরফে এমন দুটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে স্কুল পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) অফিস থেকে। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৪ সেপ্টেম্বর, পরেরটি ২৩ তারিখ। প্রথমটিতে ২৩ জন শিক্ষকের নাম থাকলেও পরেরটিতে রয়েছেন ২০ জন। একই দায়িত্বে কেন দুটি তালিকা? খোঁজ করতে গিয়ে প্রকাশ্যে এল বিজেপির শিক্ষক সংগঠন এবং অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)-এর মধ্যে কোন্দল।

সূত্রের খবর, প্রথম তালিকায় বিজেপির টিচার্স সেলের শিক্ষকরাই প্রাধান্য পেয়েছেন বেশি। সেখানে টিচার্স সেলের শিলিগুড়ি আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জন মল্লিকের নাম এক নম্বরে রয়েছে। দ্বিতীয় তালিকায় তাঁর নামই নেই। সেখানে এবিআরএসএম-এর শিক্ষকদের প্রাধান্য রয়েছে। ফলে একই দায়িত্বে দুটি সংগঠনের শিক্ষকদের মধ্যে ঝামেলার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, অনুষ্ঠানগুলিতে কোনও গোষ্ঠীর শিক্ষকরা ঠিকমতো হাজির হচ্ছেন না। তাতে কর্মসূচির সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দায় ঝেড়ে ফেলেছেন শিক্ষা জেলার স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে। তাঁর যুক্তি, দুটি তালিকাই সঠিক। তাহলে প্রথমটি কর্মসূচি শুরুর দিকে প্রকাশিত হলেও পরের তালিকাটি কর্মসূচি শেষের দিকে প্রকাশিত হল কেন? স্কুল পরিদর্শকের উত্তর, 'সে কৈফিয়ত আপনাকে দিতে যাব কেন?' তাঁর আরও বক্তব্য, 'পরে আরও শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ায় দ্বিতীয় তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে কিছু বলব না।'

স্কুল পরিদর্শক কিছু না বললেও তাঁর দপ্তর থেকেই কোন্দলের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। আধিকারিকদের অনেকে জানিয়েছেন, প্রথম দিকে বিজেপির টিচার্স সেলের তরফে যে শিক্ষকদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদেরই নোডাল হিসেবে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল। তা জানার পরে এবিআরএসএম-এর তরফে অভিযোগ তোলা হয়। তাদের সঙ্গে কথা না বলে কেন প্রধানমন্ত্রীর নামের সঙ্গে যুক্ত কর্মসূচিতে বিজেপির সংগঠনের শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। চাপে পড়ে স্কুল পরিদর্শক দ্বিতীয় একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেখানে এবিআরএসএম ঘনিষ্ঠ শিক্ষকরাই স্থান পেয়েছেন বেশি করে।

বিরোধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এবিআরএসএম-এর শিলিগুড়ির সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা। তবে বিজেপির টিচার্স সেলের প্রথম তালিকা নিয়ে তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির টিচার্স সেলের আহ্বায়ক চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য, 'দুটি তালিকাই সঠিক। কেন দেরিতে বের হল দ্বিতীয় তালিকা, তা আমার জানা নেই।'

তরুণীর পচাগলা দেহ উদ্ধার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়। তারপর পালিয়ে বিয়ে। ২ বছরের মাথায় স্ত্রীর পচাগলা ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। শুক্রবার সকালে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত রথখোলা মোড় এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নেপালে কাজ করতে গিয়ে সেদেশের ধুলাবাড়ির বাসিন্দা হেমা মণ্ডলের (২১) সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয় দক্ষিণ দিনাজপুরের বিপ্লব চৌধুরীর (৩৮)। সেই পরিচয় গড়ায় প্রেমের সম্পর্কে। এরপর দু'বছর আগে দুজনেই পালিয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে নকশালবাড়ির রথখোলা মোড়ের ভাড়াবাড়ি থাকতেন দম্পতি। স্বামী কাজের সূত্রে এক সপ্তাহ ধরে বাইরে থাকার পর, এদিন কাজ শেষে বাড়ি ফিরতেই স্ত্রীর পচাগলা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করার পর ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার স্বামীকে আটক করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। খবর পেয়ে নেপাল থেকে এদেশে এসেছেন হেমার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি মেয়ের মৃত্যুতে জামাইয়ের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মৃতার বাবা কুমার মণ্ডল।

বিয়ের পরে এদেশে চলে এলেও নেপালে মোবাইলের ব্যবসা সূত্রে যাতায়াত ছিল বিপ্লবের। কখনও ৪ দিন, কখনও ৭ দিন স্ত্রীকে ভাড়া ঘরে রেখে কাজে যেত সে। গত ২১ তারিখ শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল দুজনের। মৃতার মোবাইল উদ্ধার করে দুজনের মধ্যে ঝগড়া ও মতানৈক্যের আভাস পেয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

এদিকে ভাড়াবাড়িতে মৃতদেহ উদ্ধার হলেও বিষয়টি টের পাননি বাড়ির মালিক প্রবীর দত্ত। দোতলা বাড়িতে নীচের তলায় ভাড়া থাকতেন ওই দম্পতি। প্রবীর তাঁর পরিবার নিয়ে ওপরতলায় থাকেন।

বৃহস্পতিবার সকালে পরিবার নিয়ে রায়গঞ্জে একটি অনুষ্ঠানবাড়িতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন প্রবীর। তাই এব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিপ্লবকে শেষ ১৯ তারিখ বাড়িতে দেখাছিলাম। তারপর ব্যবসার কাজে সে নেপালে চলে যায়। হেমাও বেশিরভাগ সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকত। কারও সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলত না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াও আমরা কোনওদিন শুনিনি। শুক্রবার সকালেই বিপ্লবের ফোন পেয়ে আমরা রায়গঞ্জ থেকে ছুটে আসি।'

> স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াও আমরা কোনওদিন শুনিনি। শুক্রবার সকালেই বিপ্লবের ফোন পেয়ে আমরা রায়গঞ্জ থেকে ছুটে আসি।
>
> **প্রবীর দত্ত** বাড়ির মালিক

দুর্ঘটনার কবলে বাস

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : অযোধ্যার রাম মন্দির দর্শন সেরে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তীর্থযাত্রীবোঝাই অসমগামী একটি দূরপাল্লার বাস। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলি মোড় সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৩১ জন তীর্থযাত্রী জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ৫ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

যাত্রী এবং চালক-খালাসি সহ মোট ৪৮ জন ছিলেন ওই বাসে। যাত্রীদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। যাত্রীদের একাংশ জানাচ্ছে, এদিন জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় হঠাৎই বিকট শব্দ হয়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সোজা চার লেন রাস্তার মাঝের নীচু জায়গায় নেমে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জখমদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৫ জনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কলে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে আটক করেছে পুলিশ।

বাসে থাকা জনৈক পুণ্যার্থী ছত্রধর চৌধুরী বলেন, 'গাড়ি মোটেই অতিরিক্ত গতিতে ছিল না। হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। তারপরই বাসটি নীচে নেমে যায়।' মাথায় এবং চোখের নীচে চোট লেগেছে মুকুল দাসের।

২ হাজার লিটার চোলাই নষ্ট

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : বেআইনি চোলাইয়ের কারবারের বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালাল ফাঁসিদেওয়া থানার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার কমলা চা বাগান সংলগ্ন বারোপুটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই হাজার লিটারের বেশি চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ঘটনাস্থলেই তা নষ্ট করে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বারোপুটিয়া এলাকায় গোপনে বেশ কয়েকটি দেশি ও চোলাই মদের ঠেক চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকায় অতর্কিত হানা দেয় পুলিশ। পুলিশের গাড়ি ঢোকার খবর পেয়েই কারবারিরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। বিভিন্ন গোপন ঠেক থেকে বিপুল পরিমাণ চোলাই ও মদ তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বেআইনি চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি কারবার রুখতে আগামীদিনেও অভিযান চলবে।

জামিনে মুক্ত ৩ হামলাকারী

চোপড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : চোপড়ায় বিধায়ক হামিদুল রহমানের স্ত্রীর গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে ধৃত তিনজন ইসলামপুর মহকুমা আদালত থেকে জামিন পেলেন শুক্রবার। এদিন এলাকায় ফিরতেই তাঁদের ঘিরে উচ্ছ্বাসে মাতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। মালা পরিয়ে, বাজনা বাজিয়ে সদর চোপড়া এলাকায় মিছিল করে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। বুধবার হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তারির পর শুক্রবার জামিন পেতেই তাঁদের এই বরণ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

বৈঠকে নেই সাংসদ, বিধায়করা

প্রশাসকের সভাপতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন জিটিএ-তে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রায় এক বছর ধরে স্তব্ধ থাকা পাহাড়ের উন্নয়নমূলক কাজ ফের শুরু করছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। শুক্রবার জিটিএ'র সদর দপ্তর লালকুঠিতে প্রশাসক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তির সভাপতিত্বে বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই সহ জিটিএ'র ২৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রশাসক জানিয়েছেন, চলতি আর্থিক বছরের জন্য রাজ্য বাজেটে মোট ৩৬০ কোটি টাকার মধ্যে ২৪৯.৮৮ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। এই টাকায় উন্নয়নের কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি সব সদস্যের কাছে নিজের এলাকার উন্নয়নের প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে। তবে, জিটিএ'র নির্বাচিত বোর্ড না ভেঙে প্রশাসক বসানো নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তির বক্তব্য, 'চিফ এগজিকিউটিভ, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছিলেন। তার পরেই রাজ্য সরকার আইন মেনে আমাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়েছে। বাকিটা রাজ্য সরকার বলতে পারবে।'

গত বছরের অক্টোবরে অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন বোর্ডে শেষবার বোর্ড সভা হয়েছিল। মাঝে রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্য সরকার জিটিএ-তে প্রশাসক বসিয়েছে। এক বছর পরে শুক্রবার প্রশাসকের নেতৃত্বে লালকুঠিতে সভা ডাকা হয়েছিল। এই সভায় সাংসদ, পাহাড়ের তিন বিধায়ক থাকার কথা থাকলেও দার্জিলিংয়ের বিধায়ক ছাড়া বাকি কেউ ছিলেন না। তবে বৈঠকে জিটিএ'র ২৯ জন নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে প্রশাসক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের সমস্ত রাস্তা মেরামতির কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ১০ অক্টোবরের মধ্যে এই কাজগুলি শেষ করা হবে। আরও বেশ কিছু রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট তৈরি করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার সহ মোট ৪৬৫টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জোর দেওয়া হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়। এর জন্য ইতিমধ্যে ২৪৯.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ এসেছে।'

এদিনের বৈঠকে সভাসদ অজয় এডওয়ার্ড জিটিএ-তে স্বচ্ছভাবে উন্নয়নের কাজ করার পাশাপাশি বিগত বোর্ডের আমলের কাজকর্মের তদন্ত দাবি করেছেন। অপর সদস্য রাজেশ চৌহানের বক্তব্য, 'বৈঠকে কিছু উন্নয়নের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্রুত আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন, নিয়োগ পরীক্ষার দাবি জানিয়েছি।'

> চিফ এগজিকিউটিভ, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছিলেন। তার পরেই রাজ্য সরকার আইন মেনে আমাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়েছে।
>
> **স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি** প্রশাসক

এদিন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বলেন, 'চিফ এগজিকিউটিভ পদত্যাগ করার পরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত সদস্য জিটিএ-তে রয়েছেন। প্রথমে তাঁদের বোর্ড গঠনের আবেদন করা প্রয়োজন ছিল। সেই সদস্যরা বোর্ড গড়তে ব্যর্থ হলে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দেওয়ার কথা জানাবে। তার পরেই প্রশাসক বসানোর বিষয়টি আসবে। কিন্তু জিটিএ-তে বোর্ড না ভেঙেই প্রশাসক বসানো হয়েছে। আবার সেই প্রশাসকের সভাপতিত্বেই সভাসদদের নিয়ে বৈঠক হচ্ছে।'

আদরে-সোহাগে।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন ইন্দ্রাণী রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মংপং বনবাংলোয় ফের রাত্রিবাসের সুযোগ

রণজিৎ ঘোষ

মংপং, ২৫ সেপ্টেম্বর : বহু ঘটনার সাক্ষী মংপং বনবাংলো। একটা সময় এই বনবাংলোতে বসেই জ্যোতি বসু থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পাহাড় কোন পথে চলবে তা স্থির করতেন সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে। এক কথায় পাহাড়কে শান্ত রাখার রুটম্যাপ তৈরি হত এই মংপং বনবাংলোয়। শিলিগুড়ির খুব কাছে পাহাড়-নদী এবং বনাঞ্চলে ঘেরা মংপংয়ের অসাধারণ সৌন্দর্যে ঘেরা এই বনবাংলোকে এবার পর্যটনে যুক্ত করতে চাইছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের ভাড়া দেওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে পর্যটন দপ্তর। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'শিলিগুড়ির খুব কাছে তিস্তা নদীর তীরের বনবাংলোটি পর্যটকদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়তা পাবে। এই বাংলোয় পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা গেলে রাজ্যের আয় বাড়বে। আমি বনমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।' বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই সব বনবাংলো সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মধ্যে মংপংয়ের বনবাংলোও রয়েছে। সংস্কারের কাজ হয়ে গেলে পর্যটকদের বুকিং দেওয়া হবে।'

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই মংপং বনবাংলো। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি বা ডুয়ার্সে এলে তিনি মংপং বনবাংলোতেই রাত্রীবাস করতেন। জ্যোতি বসু মংপংয়ে এলে তাঁর ভীষণ প্রিয় বোরোলি মাছের ঝোল আর সাদা ভাত, দু'বেলার খাবারে বাঁধা ছিল এই বাংলোয়। তৎকালীন দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) চেয়ারম্যান সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে এই বাংলোতে বসেই জ্যোতি বসু পাহাড়কে শান্ত রাখার বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন। পাহাড়ের উন্নয়নে একাধিক প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখানেই বসে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও একাধিকবার মংপংয়ের বাংলোতে রাত্রীবাস করেছেন। তিনিও ঘিসিংকে এই বাংলোতে ডেকে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। বিশেষ করে পাহাড়ে রাজনৈতিক উত্তাপের গন্ধ পেলেই জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মংপংয়ে বসে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ২০১১ থেকে দেড় দশকের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে একবারের জন্যও বনবাংলোটিতে পা রাখেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন পরিকল্পনা রাজ্যের

তবে বন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষকর্তারা এখানে এলেও এখন আর সেই কদর নেই বনবাংলোটির। অথচ চারিদিকে বনাঞ্চলে ঘেরা, পাহাড়ি এই বাংলোর পিছন দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে গিয়েছে। এই বাংলোর এক কর্মীর কথায়, 'মাঝেমধ্যে সরকারি আধিকারিকরা আসেন। তাঁদের রান্না করে খাওয়াতে হয়। একবার যিনি আসেন, মুগ্ধ হয়ে যান। পর্যটকরা এলে ভীষণ আনন্দ পাবেন।' মংপংয়ের বনবাংলোতে তিনটি বড় ঘর রয়েছে। রান্না, দেখভালের জন্য এখানে চারজন কর্মী রয়েছেন। এখানকার দুটি ঘর আপাতত পর্যটকদের জন্য দেওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এখানে আরও ঘর তৈরির চিন্তাভাবনাও চলছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate published 1st corrigendum for extension of date for NIeQ No.-03 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5022018_1. Bid Submission closing date (Online) : 29.09.2026 up to up to 14:00 hrs. Opening of Technical Proposal : 01.10.2026 from 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.Q and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, Public Works (Roads) Directorate. ICA-T18267(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. 11 OF 2026-27 of A.E./ P.W.D./ SCSD I. [Tender ID: - 2026_WBPWD_5075176_1] Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division I, Bagdogra from enlisted Outside Bonafide contractors as per Govt. G.O.for the above said N.I.T. Bid submission start Date:24.09.2026 from 18.55 Hrs. Bid submission end Date: 03.10.2026 upto 14.00 Hrs. (Online). Details of N.I.T.& other Tender Documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Islam. Assistant Engineer, P.W.D. Siliguri Construction Sub-Division I, Bagdogra. ICA-T18289(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
E-Tender No : 03/EE(N)/WBTDCL OF 2026-27 (Technical). Name of the Work : Proposed temporary construction of hume pipe culvert at the Approach road diversion of Aranya Tourism Property in Alipurduar District during the financial year 2026-27. Tender ID: 2026_WBTDC_1041740_1. Existing Date and Time Schedule : Bid submission End Date : 23-09-2026 at 15:00 hrs. Date of opening of Technical Bid : 25-09-2026 at 15:00 hrs. Revised Date and Time Schedule : Bid submission End Date : 05.10.2026 up to 16:00 hrs. Date of opening of Technical Bid : 07.10.2026 at 16:00 hrs. Sd/- Executive Engineer, WBTDCL. ICA-T18247(3)/2026

Notice
E-Tender is being invited from the bonafied Suppliers vide NIeT. No:-01/VB-G RAM G/ Phd/2026-27, Dated:- 25/09/ 2026, Memo No:- 346/1(15)/ VB-G RAM G/Phd/2026-27, Date :- 25/09/2026, Last date for Submission of Bids-02/10/2026 upto 5.00 PM. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.
Sd/- Programme Officer
&
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

STYLE BAAZAR
মহা Utsab মহা Style
উৎসবের অফার
₹799/- এর
কিউপিড 4 - সেট পারফিউম পেয়ে যান
মাত্র ₹199/-
₹2,499/- কেনাকাটার ওপর
₹1,899/- এর
সেলো ওপালওয়্যার 14 পিসের ডিনার সেট পেয়ে যান
মাত্র ₹399/-
₹4,999/- কেনাকাটার ওপর
₹6,999/- এর
ট্রাওয়ার্ল্ড হার্ড ট্রলি পেয়ে যান
মাত্র ₹999/-
₹7,999/- কেনাকাটার ওপর
মাত্র ₹0.01/-
₹11,999/- কেনাকাটার ওপর
Brands Available
FOR MEN
FOR LADIES
FOR KIDS
FOR HOME
FRAGRANCE
CELEBRATING 300 STORES
মেনসওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
*শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।
Follow us on Instagram
5% EXTRA CASHBACK*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,500; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 05 Sep - 21 Oct 2026. T&C Apply.
আমরা এখন সালুগারা-তে (7th অ্যাভিনিউ, 3rd মাইল সেবক রোড, ভেগা সার্কেল মলের বিপরীতে)
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধুপগুড়ী। পাকুয়াহাট। ফালাকাটা। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ। রতুয়া। শিলিগুড়ি (সেবক রোড • শিবমন্দির) দক্ষিণবঙ্গ: অবনী রিভারসাইড মল (2nd ফ্লোর)। আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উত্তরপাড়া। উলুবেড়িয়া। এগরা। কলকাতা : অ্যাক্রিস মল (গ্রাউন্ড ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাঁশদ্রোণী (মাষ্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের নিকটে) •বাগুইআটি (VIP রোড) • বাঘাযতীন (পদ্মশ্রী সিনেমা হলের পাশে) • বেহালা (জেম্স লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে • 138/1, বিধান সরণি) করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর (ইউফোরিয়া - II, প্রভাত সরণি রোড • শ্রীনিকেতন রোড)। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার • পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেদিনীপুর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী। হাবড়া। হাওড়া ময়দান

জমি চিহ্নিত করতে নির্দেশ মন্ত্রীর

প্রতিটি জেলায় হবে পরিবহণ ভবন

রণজিৎ ঘোষ ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিটি জেলায় একটি করে পরিবহণ ভবন তৈরি করবে রাজ্য সরকার। সে জন্য প্রয়োজনীয় জমির খোঁজ করতে বলা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পরে এ কথা জানান পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। দপ্তরের নিজস্ব ভবন তৈরির পাশাপাশি জেলার অফিসগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নেও জোর দিয়েছেন তিনি।

জেলায় জেলায় পরিবহণ দপ্তরের পরিকাঠামো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন রয়েছে। আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) এবং অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিকের (এআরটিও) অফিসে পর্যাপ্ত কর্মী নেই। ফলে অফিস পরিচালনা থেকে অভিযান, সব ক্ষেত্রেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরে পর্যাপ্ত গাড়িরও অভাব রয়েছে।

বৈঠকে বেআইনি টোটো বাজেয়াপ্ত করার বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়কে টোটোর যাতায়াত বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ জানান, কর্মী ও গাড়ির ঘাটতির কারণে অভিযান চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। পরিকাঠামো ও সরঞ্জাম এলে সেই সমস্যা কমবে বলে তাঁরা আশা করছেন। এই ঘাটতি মেটাতেই এবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে এবার কর্মী নিয়োগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য।

শুক্রবারের বৈঠকে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং দপ্তরের একাধিক সচিব উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেলাগুলিতে রাজস্ব আদায়ের বর্তমান পরিস্থিতি ও অফিসগুলির পরিকাঠামো নিয়ে খোঁজ নেন মন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ, 'রাজস্ব বাড়ানো এবং বেআইনি যাতায়াত রুখতে অভিযান আরও বাড়াতে হবে।' এজন্য প্রতিটি অফিসে আরও গাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আরও কর্মী নিয়োগও করা হবে।' বৈঠকে প্রতিটি জেলায় পরিবহণ ভবন তৈরির কথা জানান তিনি। দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে কোচবিহার ছাড়া কোনও জেলায় পরিবহণ দপ্তরের নিজস্ব ভবন নেই। ভবন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি খুঁজতে প্রতিটি জেলাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরে আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে কম্পিউটার-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার জন্য আর্থিক বরাদ্দও দেওয়া হবে।'

■ প্রতিটি জেলায় পরিবহণ ভবন তৈরির জন্য জমি খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য

■ পরিবহণ দপ্তরে কর্মী, গাড়ি ও পরিকাঠামোর ঘাটতি মেটাতে নিয়োগ এবং বরাদ্দ বাড়ছে

■ জাতীয় সড়কে টোটোর যাতায়াত বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে

সাধারণ মানুষ অফিসে এসে যাতে সুষ্ঠভাবে ও দ্রুত পরিষেবা পান, সেটাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য বলে দাবি করেছেন অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষকে ভালো পরিষেবা দিতে হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব বাড়ানোর ওপরেও নজর দিতে হবে।' রাজস্ব বাড়াতে আরও বেশি মাত্রায় রাস্তায় নেমে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে টোটোর সমস্যা নিয়েও বৈঠকে খোঁজ নেন পরিবহণমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, জাতীয় সড়কে কোনওভাবেই টোটো চলতে দেওয়া যাবে না। পুলিশের সঙ্গে কথা বলে তা নিশ্চিত করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে যান পরিবহণমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী। ফুলবাড়ি দিয়ে পাথরের ট্রাক বাংলাদেশে যায়। ভুটান ও ভারতের ট্রাক যাতায়াতকে কেন্দ্র করে আগেও একাধিকবার ঝামেলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়েও মন্ত্রী খোঁজ নেন। পরে তাঁরা ঘোষপুকুরে যান। সেখানে পরিবহণ দপ্তরের তরফে একটি ট্রাক টার্মিনাস তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কমলা চা বাগানের পাশে সেই জমি দেখেন অর্জুন। সেখানে নির্মিত একটি বেসরকারি ভবনও তাঁরা ঘুরেছেন বলে দাবি। কমলা চা বাগানের উপর নির্মিত সেই ভবনের অনুমোদন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'ঘোষপুকুরে ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণের কথা রয়েছে। মন্ত্রী জমি দেখতে গিয়েছিলেন। অন্য বিষয় জানা নেই।'

প্রবল বর্ষণ ও ধসের জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত রিম্বি (উপরে)। জল বাড়লেও দুধিয়ায় যান চলাচল স্বাভাবিক। শুক্রবার।

সাফ ৩০ বাড়ি

প্রথম পাতার পর

ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ছেরিং লাকপা বলেন, 'হঠাৎই কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ কানে আসে। বৃষ্টির মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়েই দৌড়াতে শুরু করি আরও অনেকের সঙ্গে। আজ বুঝতে পারছি কত বড় বিপদের মুখে পড়েছিলাম।'

ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে এদিন দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী ছেরিং টি ভুটিয়া, রিলিফ কমিশনার রিনজিং কায়াং ভুটিয়া সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রিলিফ কমিশনার বলেন, 'এলাকাটি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।'

তবে এই কাজ করতে গিয়ে এদিন যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হয় উদ্ধারকারী দলকে। কেননা, ধসের জেরে কাদামাটি, বোল্ডারে রিম্বি-খেচেওপালরি রোড সহ একাধিক স্থানীয় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ে এদিন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। নতুন করে ধসপ্রবণ এলাকাগুলির অ্যাসেসমেন্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এদিনও বরদাংয়ে ধস নামায় কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় যাত্রী সুরক্ষার স্বার্থে শনিবার কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেবক থেকে তিস্তাবাজার হয়ে রংপো পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ তিস্তাবাজারে নদীর জল বিপদসীমার ওপরে বইতে শুরু করে। প্রশাসনের তরফে মাইকিং করা হয়। সেবককে হাইঅ্যালার্ট জারি।

তাকদা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালের একাংশ ভেঙে পড়ার পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার গয়াবাড়ি, মিরিক সহ একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। মিরিকের থোরবু চা বাগান সংলগ্ন রাস্তা থেকে ধসের মাটি সরিয়ে দেওয়ার পর যান চলাচল শুরু হলেও, গয়াবাড়ি দিয়ে টয়ট্রেনের চাকা গড়ানো বন্ধই রয়েছে। ধসের জন্য শুক্রবারের পর শনিবারও এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় এদিন ধস নামে। ধস নামে বিজনবাড়িতেও। তবে তার তেমন প্রভাব পড়েনি যান চলাচলে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে ১৩৬.২ মিলিমিটার, যা উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক। প্রবল বর্ষণের জেরে শুক্রবার তিস্তা-বালাসন-মহানন্দায় এতটাই জলস্ফীতি ঘটে যে, কিছু এলাকায় নদীপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নদীতে নজরদারি শুরু করে প্রশাসনও। তিস্তাবাজার সহ কয়েকটি এলাকায় প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়।

সেচ দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কালিঝোরা থেকে ৩,৫২৪ এবং তিস্তা ব্যারেজ থেকে ২,৮৭৩.৬৩ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। তিস্তার সংরক্ষিত এলাকাগুলিতিতে হলুদ এবং অসংরক্ষিত জায়গাগুলিতে লাল সতর্কতা রয়েছে। তবে শনিবার থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে বলে আশার কথা শুনিয়েছেন আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবপ্রিয় রায়।

অন্নপূর্ণা জটে মন্ত্রীর তোপে বিডিও অফিস

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করে এখনও অনেকেই টাকা পাননি। অনলাইনে আবেদন করে এখনও যেমন টাকা পাওয়া যায়নি, তেমনই অফলাইনে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁরা বেশি সমস্যায় পড়েছেন। কেননা, আবেদন করলেও তাঁদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিডিও অফিসগুলো থেকেই আবেদনের তথ্য পোর্টালে আপলোড করার কথা ছিল। বিভিন্ন সময় ওই প্রকল্পে আবেদনকারী মহিলারা অভিযোগ করছেন, বিডিও অফিসগুলোর বড় গাফিলতি রয়েছে। এ নিয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও, এমনকি পথ অবরোধও হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এবার সেই গাফিলতির কথা স্বীকার করলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মালতী রাভা রায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে এদিন মন্ত্রী বলেন, 'বিডিও অফিসগুলোর জন্য যে সমস্যা হয়েছে, সেটা তাদেরই ঠিক করতে হবে।'

মন্ত্রীর কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে মানুষ আবেদন জমা করেছিলেন। সেগুলো বিডিও অফিসে পাঠানোর পর সেখান থেকে পোর্টালে আপলোড করতে বলা হয়। সেজন্য বাড়তি সময়ও দেওয়া হয়েছিল। তবে অনেক বিডিও অফিসেই সেই কাজ ঠিকমতো হয়নি। এখন উপভোক্তারা সমস্যায় পড়ছেন। বিডিওদেরই এই সমস্যা মেটাতে হবে।' মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই এ নিয়ে বিডিওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের যেন সমস্যা না হয়, সেই বিষয়টিও দেখতে বলা হয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন নেওয়া শুরু হয়, শেষ হয় ৩১ জুলাই। কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তিন মাস আবেদন গ্রহণ করা হবে। তবে বেশি আবেদন জমা পড়ায় দুই মাসেই আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। প্রথমে আবেদন প্রক্রিয়া ছিল অফলাইনে। পরে অনলাইনে আবেদনের জন্য পোর্টাল শুরু করা হয়। অনেকেই শুধু অফলাইনে আবেদন করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়গুলোয় ফর্ম জমা নেওয়া হয়। আবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়ে সেগুলো পূরণ করে জমা নেন। অভিযোগ, এই আবেদনকারীদের বড় অংশ টাকা পাচ্ছে না। এমনকি তাঁদের স্ট্যাটাসও দেখা যাচ্ছে না নির্দিষ্ট পোর্টালে।

অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফর্ম বিডিও অফিসে আসার পর সেগুলোর তথ্য সঠিকভাবে আপলোড হয়নি। অথচ বিডিও অফিসগুলোয় এই আপলোড করার জন্য প্রচুর কর্মীকে কাজে লাগানো হয়েছে।

এই সমস্যা নজরে এসেছে নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরেরও। এদিন মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিডিও অফিস পোর্টালে তথ্য আপলোড করে সেটা জেলায় পাঠিয়েছে। সেই তথ্য আমাদের দপ্তরে এসেছে। এই সমস্যা যেমন বিডিও অফিসগুলোকে মেটাতে বলা হয়েছে, তেমনই আবার অনলাইন পোর্টাল খোলা যায় কি না সেটাও দেখা হচ্ছে।'

■ অফলাইনে আবেদনকারীদের অনেকের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না পোর্টালে

■ এজন্য বিডিও অফিসগুলোকেই দায়ী করছেন মন্ত্রী

■ কেউ কেউ তথ্য লুকিয়েছেন বা ভুল তথ্য দিয়েছেন বলেও অভিযোগ

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে যেমন বিডিও অফিসের গাফিলতির কথা মানছেন মন্ত্রী, তেমনই আবার অনলাইন আবেদন যাঁরা করেছেন, তাঁদের অনেকে তথ্য লুকিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'অনলাইনে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের অনেকেই ভুল তথ্য দিয়েছেন। যাঁরা পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁরাও আবেদন করেছেন। তাঁদের বলব, আপনারা নিজেরা এই প্রকল্প থেকে নিজেদের নাম তুলে নিন।'

রাজ্যে সরকার গঠনের পর অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বিজেপি-র নেতা-মন্ত্রীদের যে সুর ছিল, বর্তমানে সেটা অনেকটাই বদলেছে। সমস্যা যে রয়েছে, সেটা মেনে নিয়ে তাঁরা বলছেন, সময় নিয়ে সেগুলো সমাধান করা হচ্ছে। যাঁরা যোগ্য, তাঁরা যেন টাকা পান, সেটা যেমন দেখা হচ্ছে, তেমনই অযোগ্যদের নাম বাতিলের কাজও চলছে। অনলাইনে যাঁদের আবেদন গ্রহণ হয়নি, তাঁদের আবার আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পথের অন্য পাঁচালি

প্রথম পাতার পর

ছোট থেকেই দেখেছি, নদীপ্রধান শহরটিতে প্রতি বছর প্যান্ডেলের চাকচিক্য ছাপিয়ে যেত দশমীতে। সেদিন সুটুঙ্গাবক্ষে মহাসমারোহে প্রতিমা নিরঞ্জনের ট্র্যাডিশন একমাত্র তুলনীয় হতে পারে ইছামতীর সঙ্গে। শান্ত নদীটির পটে আঁকা হত প্রতিমা নিয়ে বর্ণময় নৌকার সারিবদ্ধভাবে ঘোরা, দু'পাড়ে হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড়, রংবেরঙের বেলুন, অস্থায়ী খাবারের দোকান, নানা বিজ্ঞাপনী ব্যানার, ভেঁপু বাঁশির কম্পিত আওয়াজ, মানব স্ট্যাচুর প্রদর্শন, মাইকে চটুল হিন্দি গানের মিশ্রণ- দশমীর বর্ণিল অপরাহ্ণ যেন মুহূর্তে হয়ে উঠত এক জীবন্ত ক্যালিডোস্কোপ।

প্রতিটি দৃশ্যের অন্তরালে থাকে আরও অনেক দৃশ্যপট। যা সচরাচর চোখে পড়ে না। শহরের অনতিদূরে অগভীর পুকুর বা জলাশয়গুলিতে বর্ষার জল শুকিয়ে যায়নি তখনও। কোনওটি সম্পূর্ণ শ্বেতশুভ্র, কোনওটি রক্তিম বর্ণের শাপলা ফুলে ভরে থাকে। অপুদের বাবারা এখনও বাড়ি ফেরেননি। তাঁরা কেউ থাকেন রাজস্থানে, কেউ বা কেরলে। তাঁদের একটাই পরিচয়- পরিযায়ী শ্রমিক। কবে যে আসবেন, জানে না অপু-দুর্গারা। পুজোয় নতুন জামা তাই কেনা হয় না।

এদিকে, হরিহরদের জন্য অপেক্ষায় দিন গুনে যান সর্বজয়ারা। পুজোর উচ্ছ্বাস ও আনন্দ তাঁদের স্পর্শও করে না। মলিন পোশাকের অপুরা সকাল হলে ছুটে যায় দূরের জলাভূমিগুলিতে। তুলে নিয়ে আসে শাপলা ফুলের লতা। গোছা ধরে নিয়ে যায় শহরের বাজারে। কোনও দিন বিক্রি হলে জোটে বড়জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। তা জমিয়ে রাখে ঘরের গোপন স্থানটিতে। পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে তা দিয়ে অন্তত হাফ প্লেট মোমো বা চাউমিন আর নিদেনপক্ষে একদিন নব্বই টাকার চিকেন বিরিয়ানি খেতে তো পারবে! একাদশীর দিন নদীপাড়ে নেমে আসে চিরস্তব্ধতা ও অসীম শূন্যতা। লেগে থাকে বিষাদের সুর। শুনসান সুটুঙ্গাবক্ষে অবহেলায় পড়ে থাকে প্রতিমার বাঁশ, কাঠ ও খড়ের কঙ্কালসার দেহাবশেষ। কাশবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা হাফপ্যান্ট পরা খালি গায়ের সেই অপুরা ওই পরিত্যক্ত কাঠামো দখলের লড়াইয়ে নামে। সামান্য বাঁশ-কাঠের কাঠামো সংগ্রহের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তাদের চলে যেতে হয় নদীর গভীরতম স্থানে। তারা জানে- প্রতিমার ওই বাঁশ-কাঠের কঙ্কাল কাঠামো বিক্রি করলে শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে। আর তা দিয়েই তারা কিনবে পুজোর নতুন জামা- দশমীর পর।

আফস্পা বাড়ল মণিপুরে

ইম্ফল, ২৫ সেপ্টেম্বর : আরও ৬ মাসের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বা আফস্পা-র মেয়াদ বাড়ল মণিপুরে। শুক্রবার সন্ধ্যায় নর্থ ব্লক থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশের তিনটি জেলার জন্য নতুন করে বাড়ানো হচ্ছে আফস্পা। ১ অক্টোবর আগের বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ শেষের আগেই নতুন করে এই ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এই বিশেষ আইন।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি থানার পৃথক দুটি প্রতারণার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আতাউর রহমান ও জাকির হুসেন। তাঁরা দুজনেই দিনহাটার বাসিন্দা। দুটি মামলা মিলিয়ে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। ধৃত দুজনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অন্যদিকে আরেকটি পৃথক ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় ৭৬ হাজার ২৬২ টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা ওম সাহা। তাঁর অভিযোগ, গত ১৪ তারিখ রাতে তাঁর কাছে দুটো মেসেজ আসে। সেখানে বলা হয়, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দু'বারে ৩৬ হাজার টাকা করে মোট ৭২ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁর নজরে পড়ে, ডেবিট কার্ড থেকেও ১,৫৫০ টাকা লেনদেন হয়েছে। গোটা বিষয়টা তিনি পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। ওমের বক্তব্য, 'আমি কারও কাছে ডেবিট কার্ড দিইনি। তারপরও কেন এমন হল, সেটাই আমার প্রশ্ন।' কমিশনারকে দেওয়া চিঠিতে তাঁর আবেদন, 'দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে টাকা ফেরানো হোক।'

আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বড় প্রভাব পড়তে পারে পুজো পর্যটনে- বর্তমানে এমন আশঙ্কায় পর্যটন মহল। এমন সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে দুর্যোগ মোকাবিলায় নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। অহেতুক আতঙ্কের পরিবর্তে সতর্ক থাকার ওপর জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জেলা প্রশাসন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আশু কর্তব্য নির্ধারণে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে পর্যটকরা যাতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে সতর্ক থাকেন, সেই বার্তা দিয়েছেন জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর।

গত তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে একেই পাহাড়ের রাস্তা ক্ষতবিক্ষত এবং একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে; জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে যদি নতুন দফায় বৃষ্টি হয়, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। যার বড় প্রভাব পড়তে পারে পুজো পর্যটনে। বাতিল হতে পারে বুকিং, যা ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে পাহাড়ি অর্থনীতিকে। মূলত এমন আশঙ্কা থেকেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এদিন বৈঠক করে জেলা প্রশাসন। যেহেতু হিমালয় সংলগ্ন এই অঞ্চল থেকে সাধারণত বর্ষা বিদায় নেয় অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, সে কারণে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সতর্ক থাকার পরামর্শ জেলা শাসক দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সিআইআই ট্যুরিজম চেয়ার প্যানেল সম্রাট সান্যাল বলেন, 'জেলা শাসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা পর্যটকদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বলব। আবহাওয়া এবং প্রতিটি রাস্তার পরিস্থিতি জানাব পর্যটকদের।'

দায়িত্বে বিস্ট-অনন্ত

প্রথম পাতার পর

ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাইকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যুব মোর্চার সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-কে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের রাজ্য সফরের আগে রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি জেলা ও মোর্চার সভাপতি পদেও শুক্রবার বেশকিছু রদবদল হয়েছে।

বদল হয়েছে ৭ জেলার সভাপতি। এই সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের পিছনে আসন্ন পুর নির্বাচন আছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে যাদবপুরে হুমকি দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শর্বরীর জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্টের ড্যামেজ কন্ট্রোলও অন্যতম উদ্দেশ্য বলে বিজেপিতে চর্চা শুরু হয়েছে। দলের ঘরোয়া সূত্রের খবর, শর্বরীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট ছিলেন না সুনীল বনসল ও শমীক ভট্টাচার্য। বিধানসভা ভোটে জেলাগত সাফল্যের মাপকাঠি ও দুর্নীতি সহ দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে অন্তত ১২টি জেলায় সভাপতি বদল চূড়ান্ত করেছিলেন সুনীল বনসলের নেতৃত্বে রাজ্য নেতৃত্ব।শুক্রবারের প্রকাশিত তালিকায় বনগাঁ, বারাসত, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কাটোয়ার ৭ জেলা সভাপতি বদল হয়েছে। যদিও বিজেপির তৃণমূলিকরণ 'সবটা আটকানো সম্ভব নয়' বলে শুক্রবার কার্যত আক্ষেপ করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি। পানিহাটিতে এক সভায় বলেন, 'কিছু লোক বিজেপির পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সবটা আটকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু লোক বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ নিজেকে স্বঘোষিত কাউন্সিলার ভাবছেন।' শুক্রবারের রদবদলে আরেক চমক মহিলা মোর্চার সভানেত্রী। ফাল্গুনী পাত্রের বদলে আনা হয়েছে অভিনেত্রী অঞ্জনা বসুকে। ফাল্গুনীকে রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি করা হয়েছে। অঞ্জনা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। বিগত লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করেছিল দল। অতীতে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পদে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেত্রীরা ছিলেন। সেই তালিকায় যুক্ত হলেন অঞ্জনা।

যুব মোর্চার সভাপতি পদে ইন্দ্রনীল খাঁ-র স্থলাভিষিক্ত হলেন অমিত সামন্ত। ইন্দ্রনীলের কমিটিতে তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমতার বিজেপি বিধায়ক। ওবিসি ও এসসি মোর্চার সভাপতি পদেও নতুন মুখ আনা হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বে শমীকের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে অবশ্য রদবদল হয়নি। রাজ্যের ৫ সাধারণ সম্পাদক পদে রয়ে গিয়েছেন সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, লকেট চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, শশী অগ্নিহোত্রী, জলপাইগুড়ির বিজন গোস্বামী (বাপি)। সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক পদে তৃতীয়বার পুনর্বহাল করা হল অমিতাভ চক্রবর্তীকে। ১২ জন সহ সভাপতির বেশিরভাগই আদি বিজেপির মুখ। সহ সভাপতির তালিকায় আছেন সঞ্জয় সিং, প্রবাল রাহা, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী, রাজু বিস্ট, অমিতাভ রায়, তনুজা চক্রবর্তী, ফাল্গুনী পাত্র, রমাপদ দাস, বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, মনোজ পান্ডে এবং জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী। ১২ জন রাজ্য সম্পাদকের তালিকায় রেজিনগরের প্রার্থী শাখারভ সরকার, কিষান মোর্চার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মহাদেব সরকার, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ উল্লেখযোগ্য।

বিলে সংশয়

প্রথম পাতার পর

মমতাপন্থী শিবিরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তো প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম এই বিলের কোনও ভিত্তি নেই। ভাগ্যিস রাষ্ট্রপতি বিলে সই করেননি। না হলে ওই আইনের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকেই হয়তো জেলে যেতে হত।' চারপাশ থেকে প্রচুর সমালোচনার মুখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে পৌঁছনোর আগেই বলেন, 'যে যা বলছে, বলতে দিন। গুন্ডারা ভয় পেয়েছে, তাই এইসব বলছে। বাকিটা আমরা বুঝে নেব। গুন্ডারা যাতে ভয়ে থাকে, জেলে যায়- রাজ্য সরকার তার ব্যবস্থা করবে।' 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬' নামে ওই বিলটি গত জুনে বিধানসভায় পেশ করেছিল রাজ্য সরকার। উদ্দেশ্য ছিল, অসামাজিক কাজকর্ম কড়া হাতে দমন।

বিলে বলা হয়েছিল, জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনার বা ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার যদি মনে করেন কেউ 'গুন্ডা' এবং তিনি এলাকায় শান্তিভঙ্গ করতে পারেন, তবে তাঁকে সর্বাধিক এক বছরের জন্য ওই নির্দিষ্ট জেলা বা এলাকা থেকে বের করে দেওয়া বা নিষিদ্ধ করা যাবে। গোল বেধেছে বিলের ২(ডি)(৩)(বি) ধারা নিয়ে। সেখানে মাদক কারবারে যুক্তদেরও 'গুন্ডা' সংজ্ঞার আওতায় এনে আগাম আটকের কথা বলা হয়েছে।

এতেই নাকি আপত্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। কারণ, মাদক কারবারিদের আগাম আটকের জন্য ১৯৮৮ সালের 'পিআইটিএনডিপিএস' নামে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন আগে থেকে বহাল রয়েছে। কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়েছে, রাজ্যে একই অপরাধের জন্য আলাদা করে সমান্তরাল কোনও আইনি কাঠামো তৈরি করা যায় না। যা আইনি ভাষায় সংবিধানের ২৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তাই বিল থেকে মাদকের অংশটি বাদ দিয়ে ফের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে বলা হয়েছে।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী এর আগে একাধিকবার দাবি করেছিলেন 'গুন্ডা দমন বিল' রাজ্যপালের অনুমোদন পেয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। এমনকি, ২৪ জুলাই ধর্মতলায় প্রতিবাদ মিছিলে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন। অথচ গত ৬ অগাস্ট বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই বিলের বিরুদ্ধে তিনটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার স্বীকার করে, বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এবং আইনে পরিণত হয়নি!

এই স্বীকারোক্তির পর আদালত জানায়, যেহেতু বিলটি এখনও আইন হয়নি, তাই একে চ্যালেঞ্জ করার কোনও মানে হয় না। আইন তৈরি হলে তবেই মামলাকারীরা আদালতে আসতে পারবেন।

ভাঙচুরে ধৃত

কিশনগঞ্জ, ২৫ সেপ্টেম্বর : এটিএমে ঢুকে ভাঙচুর ও টাকা লুটপাটের চেষ্টায় বৃহস্পতিবার এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম রোহিত দাস। সে তাঁতিবস্তির বাসিন্দা। ওই দুষ্কৃতী এটিএমে ভাঙচুর চালাতেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের স্থানীয় শাখার ম্যানেজারের কাছে একটি অ্যালার্ট মেসেজ যায়। তিনি এরপর পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশ গিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত এটিএমের সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও এটিএম মেশিন ভাঙতে পারেনি। ধৃতকে কাটিহার রেল আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ভয় আর ত্রাস নিয়ে আমাদের শারদীয়া

প্রথম পাতার পর

কোচবিহার জেলার সিতাইয়ে বিডিও তাঁর দপ্তরে বসে ব্লক সভাপতি সহ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করছেন।

প্রশাসনের আধিকারিকরা শাসকদলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না- তা নয়। স্মারকলিপি নিতে পারেন, সমস্যা হলে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে স্পষ্ট, প্রশাসনকে কার্যত নির্দেশ দিচ্ছে শাসক শিবির। কোনও আধিকারিক নির্দেশ শুনতে রাজি না হলে গোসা হচ্ছে শাসক নেতাদের। শেষবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন উত্তরকন্যায় এসেছিলেন, তখন এনিয়ে নালিশও করেছিলেন তাঁরা। এতে গণতন্ত্রের শিয়রে উদ্বেগের মেঘ ভাসছে।

শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ শক্ত হলে প্রশাসন আর বিরোধীপক্ষকে মর্যাদা দেয় না। তা না হলে কি আর ১৯ বছরের পুরোনো মামলায় নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে! তাও নির্বাচনের মুখে। মিলনের বিরুদ্ধে এমন মামলা রয়েছে, তা গত ১৯ বছরে পুলিশের মনে পড়েনি। পড়ল মিলন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করার পর এবং তাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন ঘোষণার পর! তারপরেও মানতে হবে শাসকের ইঙ্গিত নেই!

গণতন্ত্রের চার স্তম্ভের অন্যতম শাসন বিভাগ শাসকের অঙ্গুলিহেলনে চললে সুশাসন বলে কিছু থাকে কি! ভয় সে কারণে। আরও ভয় আছে। নিশ্চিন্তে বসবাসেও ভয়। জলপাইগুড়ি শহরে এক বেকারির ম্যানেজার খুন হয়ে গেলেন। একই শহরে ক'দিন আগে মমতাপন্থী শিবিরের কাউন্সিলারদের বাড়িতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য হল। আতঙ্ক নিয়ে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার পরিবেশ নিশ্চয়ই সুশাসনের লক্ষণ নয়।

ভয় আপনার ভোটাধিকার নিয়েও। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন শুধু নয়, খোদ দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির আপত্তি প্রকাশ্যে এসেছে। যাঁদের মতে, এসআইআর-এর ৬ নম্বর ফর্মে পূর্বপুরুষের সঙ্গে ম্যাপিংয়ের যে নির্দেশ ছিল নির্বাচন কমিশনের, তা অবৈধ। সেই 'বেআইনি কাজটি' চাপিয়ে দিয়ে কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া ভয়ের বৈকি!

বাতিল ভোটাধিকার পুনর্বিবেচনার জন্য গঠিত ট্রাইবিউনালের হাল দেখে খুব আশঙ্কা জাগে। নির্বাচন কমিশন হলফনামা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, আবেদনগুলির নিষ্পত্তি করতে কম করে ১২ বছর লাগবে। সহজে হলফনামাটা দেওয়া গিয়েছে। কিন্তু তার ধাক্কা মানুষের কাছে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অনেক কঠিন। ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি পরের কথা, তালিকায় নাম ওঠার জন্য ১২ বছরের অপেক্ষাকে প্রহসন ছাড়া আর কী বলবেন!

ততদিনে হয়তো আর্জি জানানো মানুষের সবাই পৃথিবীর আলোয় থাকবেন কি না সন্দেহ। কাশবনে শরতের হাওয়া বইছে এখন, কিন্তু ক'দিন ধরে আকাশের রং ঘন কালো। অবিরাম বৃষ্টির ধারা পুজোর কেনাকাটা, মণ্ডপের প্রস্তুতি, মূর্তি তৈরিকে পণ্ড করছে। সবচেয়ে বড় সর্বনাশ হচ্ছে গঙ্গা, তিস্তা, তোর্ষা পাড়ের মানুষের। মালদার ভূতনি থেকে জলপাইগুড়ির চাঁপাডাঙ্গা, কোচবিহার শহরের বাঁধ লাগোয়া বসতিতে বানভাসি বা ভাঙনের বিপদ দুয়ারে। ভয় নিয়ে নিত্য বেঁচে থাকা।

সিকিমে প্রায় রোজ ধসের ছবি ভাইরাল। রিম্বি নামের জনপদটির ছবি দেখলে শিউড়ে উঠতে হয়। জনপদটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সিকিমের সঙ্গে ভয় নিয়ে বাঁচছে উত্তরবঙ্গের তিস্তা অববাহিকা। ধসের বিপদে পুজোর আগে প্রাণ হাতে করে আছে সমতল। ভারী বৃষ্টিতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অতিরিক্ত জল ছাড়ছে। তাতে পুজোর আগে দক্ষিণবঙ্গে প্লাবনের ভয়। শঙ্কার মেঘ আরও জমাট বাঁধে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামলাতে প্রশাসনের নিস্পৃহতা দেখে।

নন্দীগ্রাম, রেজিনগরে ভোট আসছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন, তিনি ভোট করতে জানেন, করাতে জানেন- তখন গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় হয় বৈকি। জনমতকে স্বাগত না জানিয়ে ভোট 'করানো'র কৌশল বড় হয়ে উঠলে সংসদীয় ব্যবস্থাও ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

রাস্তায় কংগ্রেস-বাম ■ সিট গঠন করে তদন্ত চেয়ে মামলা

জ্ঞানেশ হঠাও আন্দোলন দেশে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : এসআইআর বিতর্কে চাপ বাড়ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার দেশজুড়ে পথে নামল কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। অপরদিকে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছে মামলা। এসআইআরের পর ১৩ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় সিট তদন্তের দাবিও তোলা হয়েছে তাতে। আইনজীবী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী অভিযোগ করেছেন, এসআইআর-সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের সম্মতি ছাড়াই নেওয়া হয়েছে। ওই মামলায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৩২ ধারায় জ্ঞানেশ কুমার, ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মনীশ গর্গ, আইটি বিভাগের প্রধান সীমা খান্না-সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং এসআইআরে ১৩ কোটি ভোটার বাদ দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে সিট তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এদিন দিল্লি, পাটনা থেকে জম্মু, কলকাতা, পঞ্জাব, অসম, অরুণাচলপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে বিক্ষোভ ও মিছিল হয়। দিল্লিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের দিকে মিছিল করে যাওয়ার পথে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন দলের নেতা-কর্মীরা। বেশ কয়েক জনকে আটক করে পুলিশ। অন্যদিকে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা জ্ঞানেশ কুমারের মুখের আদলে তৈরি মুখোশ পরে এবং হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় রাইসিনা রোড থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরের দিকে মিছিল করেন। যন্তরমন্তরে আইসা ও নাগরিক সংগঠনগুলি জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তার এবং পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এই ঘটনায় সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ছাত্রনেত্রী নেহা, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব-সহ অনেককে আটক করা হয়। এদিকে ককরোচ জনতা পার্টির নেতা অভিজিৎ দীপকে বলেছেন, 'সিইসি যদি শনিবারের মধ্যে পদত্যাগ না করেন তাহলে ২ অক্টোবর দিল্লি সহ দেশজুড়ে আন্দোলনে নামব আমরা। গান্ধি জয়ন্তীতে দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা রাস্তায় নামব।'

সম্মুখসমরে... *পুলিশের জলকামানের সামনে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতিবাদ। শুক্রবার চণ্ডীগড়ে।*

এদিন জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ এবং গ্রেপ্তারির দাবিতে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে প্রদেশ কংগ্রেস। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলের কাছে পুলিশ সেই মিছিল আটকে দেয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন করে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়ে ঘুরপথে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার কাজটা করা হয়েছে।' অপরদিকে 'বৈধ' ভোটারদের নাম তালিকায় ফেরানোর দাবিতে বৌবাজারে ধর্নায় বসে সিপিএমের মহিলা সংগঠন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে মিছিল এগিয়ে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের কাছে পৌঁছতেই পুলিশি ব্যারিকেডের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। পরে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই ধর্নায় বসেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কনীনিকা ঘোষ প্রমুখ। মীনাক্ষী বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশে ত্রুটিপূর্ণ এসআইআর করা হয়েছে। অদ্ভুত সব কারণ দেখিয়ে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়ে ছে। তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় ফেরাতে হবে।' পাটনায় কংগ্রেসের মিছিল আটকাতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। গুয়াহাটিতে বিক্ষোভ দেখানোর সময় কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ-সহ একাধিক কর্মীকে আটক করা হয়। চণ্ডীগড়েও জলকামান ব্যবহার করে মিছিলকারীদের আটকানো হয়।

এর মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারের মিরাটের কর্মসূচি এবং ২৮ সেপ্টেম্বর বারাণসীর অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দাবি, এসআইআর বিতর্কের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন জেন জেডের নাম তোলা বন্ধেও

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : এদেশের বুকে আঠারোর নেমে আসার পথে কি বাধা মোদি সরকার এবং নির্বাচন কমিশন? এসআইআর বিতর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বাকি দুই কমিশনার (ইসি) সংঘাতের মধ্যেই এবার ১৮ বছরে পা দেওয়া জেন জেড প্রজন্মের ভোটার তালিকায় নাম তোলার স্পেশাল সামারি রিভিশন (এসএসআর) প্রক্রিয়া থমকে যাওয়া নিয়ে শোরগোল পড়েছে। ২০২৪ সালের পর আর ওই এসএসআর হয়নি। কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তরুণ প্রজন্মের ভোটকে ভয় পাচ্ছেন বলেই তাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া হয়েছে।

একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, প্রতি বছর মে মাসের শেষ দিকে এসএসআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮ বছর বয়সী তরুণদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২৬-২৭ এর জন্য এখনও পর্যন্ত সেই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের তরফে করা হয়নি। কমিশনের অভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার কারণেই এই জটিলতা বলে দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশী প্রতি বছরের মতো এবারও এসএসআর চালুর পক্ষে সওয়াল করলেও সিইসি জ্ঞানেশ কুমার আপাতত সেটি বন্ধ রাখা যায় কি না তা নিয়ে আইনি পরামর্শ চেয়েছেন বলে খবর।

এদিকে এই বিতর্কের মুখে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা দাবি করেছেন, ২০২৫ সালে বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সি ২.৭৩ কোটি জেন জেড ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে। ভোটার তালিকাভুক্তির কাজ থমকে যাওয়ার দাবি খারিজ করেছেন তাঁরা। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, কারও বয়স ১ জানুয়ারি, ১ এপ্রিল, ১ জুলাই অথবা ১ অক্টোবর ১৮ বছর পূর্ণ করলে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারেন। অর্থাৎ বছরের মাঝামাঝি ১৮-য় পা দেওয়া কাউকে পরের জানুয়ারি পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হয় না।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের তোপ, সরকার জেন জেডকে ভয় পাচ্ছে। ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ এবং গোয়ায় বিধানসভা ভোট। অথচ সেখানেও ১৮ বছর বয়সীরা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারছেন না বলে হাত শিবিরের অভিযোগ। রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির তুলনা টেনে বলেন, 'এক প্রধানমন্ত্রী আইন করে ভোটাধিকারের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করে তরুণদের শক্তিশালী করেছিলেন, আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সেই অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন।' বিহারের প্রসঙ্গও তুলে কংগ্রেস বলেছে, ওই রাজ্যে ২০২৫ সালে এসআইআর সম্পন্ন হলেও এখনও এসএসআর শুরু হয়নি।

সব আটকানো সম্ভব নয় শমীক

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিজেপির তৃণমূলীকরণের আশঙ্কা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি পিছু হঠতে চললেন শমীক? খোলসা করে না বললেও এদিন পানিহাটিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য সেই জল্পনাকেই আবার উসকে দিচ্ছে। বিজেপির তৃণমূলিকরণ কি হবে? এই প্রশ্নের জবাবে শমীকের মন্তব্য, 'সবটা আটকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' যদিও শমীকের দাবি, যাই হোক না কেন, শ্যামাপ্রসাদের পার্টিকে কোনওমতেই তৃণমূলিকরণ করা যাবে না।

কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়দের সময় থেকেই দলবদলু তৃণমূলিদের বিজেপিতে শামিল করা নিয়ে দলের একাংশ ক্ষুব্ধ। বিজেপির এই তৃণমূলিকরণের কারণেই বিজেপি বারবার রাজ্যের মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। ২০১৪ থেকে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া থাকলেও তার ফসল তুলতে পারেনি বিজেপি। বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সেই ধারার

বিজেপির তৃণমূলিকরণ

অনুসারী। কিন্তু ২০২৬-এ দল বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গড়ার পর রাজ্যজুড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও বিজেপির তৃণমূলিকরণ ঠেকানো যাচ্ছে না। তবে এরই মধ্যে একা কুম্ভ রক্ষা করার মতো তৃণমূলিকরণের বিরুদ্ধে অচলায়তনের বাঁধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক। কিন্তু এদিন পানিহাটিতে এক অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, 'সবটা আটকানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪ মে-র পর কিছু লোক বিজেপির পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। কিছু লোক বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবটা আটকানো আমাদের সম্ভব নয়।'

৪ মে দুপুর ২টোর পর যাঁরা বিজেপি হয়েছেন, তাঁরা কেউ বিজেপির সদস্য নন। তৃণমূল শিবির ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা ও দলীয় নেতৃত্বের একাংশকে উদ্দেশ করে একাধিক এই বার্তা দিয়েছেন শমীক। কিন্তু স্থানীয়ভাবে শমীকের সেই বার্তায় কোনও কাজ হচ্ছে না। হয়তো এই কথা বুঝছেন শমীক নিজেও। আর এদিনের সেই মন্তব্য সেই জল্পনাকেই উসকে দিল।

আইসিসি-র নতুন সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বণিক সভা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বা আইসিসি-র নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অম্বুজা নেওটিয়া হেলথকেয়ার ভেঞ্চার লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থিব নেওটিয়া। কলকাতায় আয়োজিত সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর নাম ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি গৌতম আদানি। গত বছরই নিজেদের গৌরবময় শতবর্ষ পূর্ণ করেছে এই বণিক সভা।

নতুন দায়িত্ব নিয়ে পার্থিব নেওটিয়া জানান, দেশের এই দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির আবহে বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের সেতুবন্ধন আরও মজবুত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে টেকসই বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং সার্বিক উন্নয়নের ওপরেও জোর দিতে চান তিনি। আমেরিকা ও ব্রিটেন থেকে উচ্চশিক্ষা নেওয়া পার্থিব নেওটিয়া বর্তমানে তাঁর সংস্থার হাসপাতাল ও হসপিটালিটি ব্যবসায় সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পাশাপাশি, এই বণিক সভার নয়া সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেঞ্চুরি প্লাই-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর কেশব ভাজাঙ্কা এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিক্রম সোলার-এর সিএমডি জ্ঞানেশ চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন।

হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে নীরব তারেক

নিউ ইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : গোটা ভাষণে একবারও শেখ হাসিনার নাম করেননি। তবে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বাংলায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামি লিগ সরকারকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন, দেড় দশকের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪-এ তাঁর দেশ 'ফ্যাসিবাদ'মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে তাঁর এই প্রথম ভাষণে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের প্রসঙ্গও। কূটনৈতিক মহলের মতে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই নীরবতার মাধ্যমে নয়াদিল্লিকেই 'পরিণত বার্তা' দিয়েছেন তারেক।

বৃহস্পতিবার সাধারণ সভার ৮১তম অধিবেশনে বাবা জিয়াউর রহমান এবং মা খালেদা জিয়ার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'গুম, খুন, অপহরণ, দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের মতো ফ্যাসিস্ট শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ ফের গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে।' ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি-র জয়ের পর দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে 'রিকভারি, রেস্টোরেশন এবং রিকনস্ট্রাকশন' (পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন) এই 'থ্রি-আর' নীতি নিয়ে তাঁর সরকার কাজ করছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়ন ও ফ্যামিলি কার্ডের মতো জনমুখী প্রকল্পের কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

বক্তৃতায় জলবায়ু পরিবর্তন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির পাশাপাশি ১২ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তারেক জানান, রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও সমাধান দুই-ই রয়েছে মায়ানমারে। আন্তর্জাতিক মহলে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে তা এক ভয়াবহ মানবিক সংকটের আকার নিতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় উঠে এসেছে হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে তারেকের 'কৌশলী' নীরবতা। ফাঁসির সাজা পাওয়া হাসিনাকে ফেরানোর বিষয়ে বাংলাদেশ একাধিকবার ভারতের কাছে দরবার করলেও শীর্ষ আন্তর্জাতিক মঞ্চে

রাষ্ট্রসংঘে 'ফ্যাসিবাদ' মুক্ত বাংলাদেশের ঘোষণা

> **গুম, খুন, অপহরণ, দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের মতো ফ্যাসিস্ট শাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ ফের গণতন্ত্রের পথে হাঁটছে।**
> **তারেক রহমান**

বিষয়টি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। এক প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিকের পর্যবেক্ষণ, 'বাংলাদেশের বিদেশনীতি যে ধীরে ধীরে পরিপক্ব হয়ে উঠছে, এই সংযম তারই প্রমাণ। রাষ্ট্রসংঘে বিষয়টি তুললে দেশের কিছু মানুষের সস্তা হাততালি পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু তাতে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব পড়ত।' নভেম্বরে তারেক রহমানের সম্ভাব্য দিল্লি সফরের আগে তাঁর এই কূটনৈতিক সংযম দু-দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে সহায়ক হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

হাসিরানির হলফনামা নিয়ে রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। নির্বাচন কমিশনের কাছে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে যে মাধ্যমিকের শংসাপত্র তিনি জমা করেছেন, তাতে ১৯৬৫ সালে তিনি মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। কিন্তু প্রার্থী জানিয়েছেন, তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশি। সেই হিসেবে তাঁর জন্ম ১৯৬৬ সাল নাগাদ। এই নিয়ে প্রশ্ন তোলে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের আইনজীবী ঋজু ঘোষালের বক্তব্য, 'কোনও প্রার্থী হলফনামা জমা দিলে তা স্ক্রুটিনি করে রিটার্নিং অফিসার। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থভাবে পদক্ষেপ করেননি।' কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডুর দাবি, স্ক্রুটিনির সময় কেউ আপত্তি তুললে বৈধ। তাছাড়া সেই প্রক্রিয়ার পর এখন প্রশ্ন তোলা যায় না। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ও আপত্তি করা হয়নি।

মামলা ছাড়লেন বিচারপতি

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডলের মামলা ছেড়ে দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন টুলু। সেই মামলা থেকেই শুক্রবার সরে দাঁড়িয়েছেন বিচারপতি। ফলে তা ফেরত গিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের কাছে। মামলার জন্য বেঞ্চ নির্ধারণ করবেন তিনি। এর আগে নিম্ন আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেছিলেন তিনি। সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছিলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য।

মিলনের রক্ষাকবচ খারিজ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচনের আগে আরও বিপাকে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া নতুন মামলায় রক্ষাকবচ খারিজ করল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ। গ্রেপ্তারির পরেও কীভাবে সিঙ্গল বেঞ্চ মিলনকে রক্ষাকবচ দিল, তা নিয়ে শুক্রবার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি। তাই সিঙ্গল বেঞ্চের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত নির্দেশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'একক বেঞ্চ কীভাবে এই নির্দেশ দিল তা দেখে আমি বিস্মিত।' তাঁর প্রশ্ন, 'কেন আগাম জামিনের আবেদন করা হয়নি বা গ্রেপ্তারির পরে জামিনের আবেদন করেননি?'

মিলনের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'উপনির্বাচনের জন্য এখনও সময় রয়েছে। তাই জামিনের আবেদন করা উচিত। কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনে লড়তেই পারেন। কিন্তু আইনকে এড়িয়ে নয়। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইন সমান। আইনে যা বলা হয়েছে, আমরা তা মেনে চলতে বাধ্য। সেখানে ভিআইপি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। 'আপনি ভগবান নন।' চারটি মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে জামিনের আবেদন করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। এদিন সেই আবেদনের শুনানি শেষ হয়েছে। কিন্তু আরও দুটি মামলাতেও জামিনের আবেদন করেছেন মিলন। সোমবার ওই মামলা দুটিতে শুনানি শেষে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেবেন বিচারপতি। ফলে সোমবার পর্যন্ত মিলনের অন্তর্বর্তী জামিনের ভাগ্য ঝুলেই রইল। অপরদিকে, মিলনের হয়ে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর মেয়ে অরুণিমা প্রধান। সে বলে, 'এই প্রথমবার নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র লড়াইয়ে নেমেছে। বাকি যাঁরা আছেন, তাঁরা নন্দীগ্রামের নাম ভাঙিয়ে নেতা হয়েছেন। ওঁরা একসময় নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ছিলেন, আমার বাবা, দাদুরা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। তাই আমার আবেদন, আপনারা আমার বাবার পাশে থাকুন।'

মাত্র ১৫ দিন সময় মিলল সুদীপদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া ২০ জন লোকসভা সাংসদের বিরুদ্ধে দলত্যাগবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া আবেদনের জবাব দেওয়ার সময়সীমা নিয়ে শুক্রবার কড়া অবস্থান নিল স্পিকার ওম বিড়লার দপ্তর। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা। কিন্তু তাতে সায় না দিয়ে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৮ অক্টোবরের মধ্যে জবাব দিতে হবে তাঁদের।

লোকসভা সচিবালয়ের যুগ্মসচিব সন্তোষ কুমারের স্বাক্ষরিত চিঠিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা আবেদনের জবাব দিতে আরও চার সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন সুদীপ। সেই আবেদন বিবেচনা করেই ৮ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

এক মাসের বদলে মাত্র দু-সপ্তাহ সময় পাওয়ার ব্যাপারে এনসিপিআই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'লোকসভার সচিবালয়ের তরফে আমাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতজন সাংসদের নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে সময় তো একটু লাগবেই। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি।'

বুধবারই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ স্পিকারের তরফে দ্রুত পদক্ষেপের 'প্রত্যাশার' কথা জানিয়েছিল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন

বাসিন্দা জালাল শেখ - কে 13.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35K 64588 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাকে যে আর্থিক উন্নতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ জেতার পর এই আনন্দের মুহূর্তে ডিয়ার লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সত্যিই সার্থক।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিনিয়োগ টানতে সম্মেলন

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ টানতে এবার 'ইনভেস্টর সামিট' বা বিনিয়োগকারী সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব পর্যটন দিবসে কলকাতার তাজ বেঙ্গলে এই সম্মেলনের আসর বসবে। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান, এই সম্মেলন থেকে মূলত উত্তরবঙ্গের রিসর্ট, টি-ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার ও ইকো-ট্যুরিজম সহ পর্যটনের একাধিক খাতে বিনিয়োগের ঘোষণা হতে পারে বলে সরকার আশাবাদী। মন্ত্রীর কথায়, 'রাজ্যের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তর করা এবং এর হাত ধরে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। নতুন বিনিয়োগ এলে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটন পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটবে।'

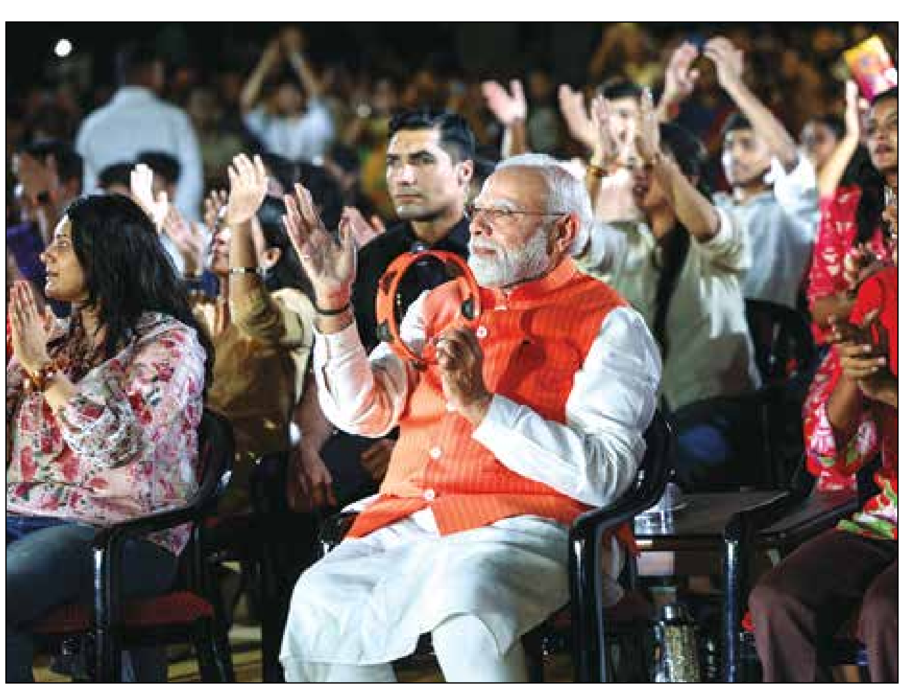

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১১০তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

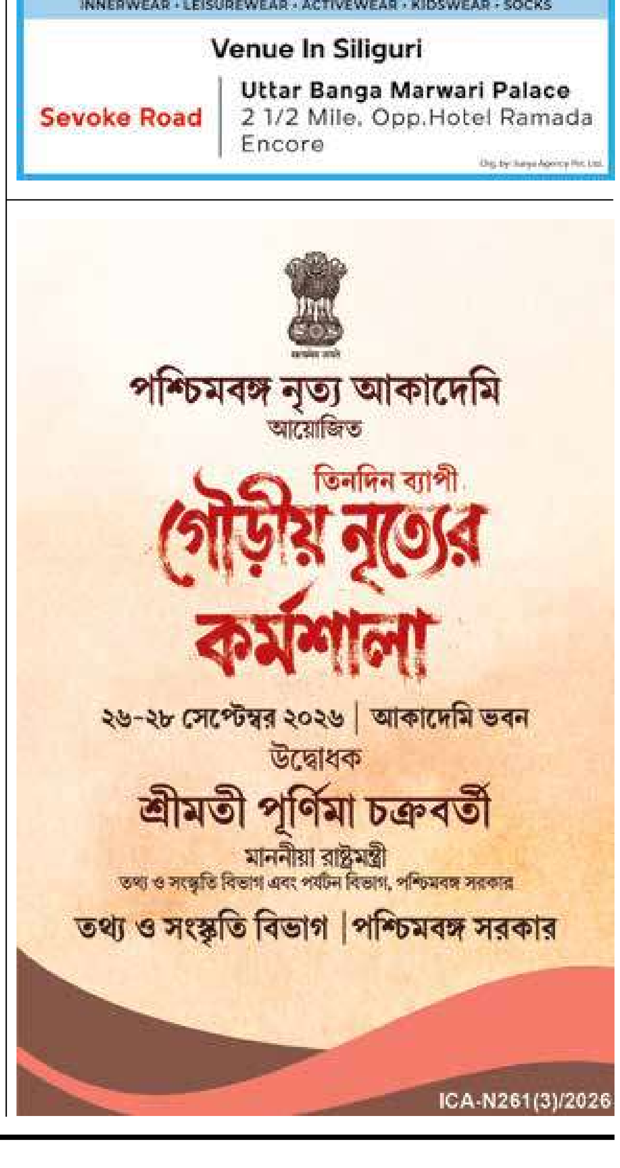

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩০ সংখ্যা, শনিবার, ৮ আশ্বিন ১৪৩৩

দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

মানুষের দায়িত্ব সচেতনতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দ্বন্দ্ব ভীষণ। চিরন্তনও। একটি ক্ষেত্রে জীবনে নেমে আসতে পারে সুখ-সমৃদ্ধি। অপরটি জীবনকে ঠেলে দিতে পারে নরকের কিনারায়। কে কোনটা বেছে নেবেন, সেটা তাঁর নিজস্ব বিচার-বিবেচনার বিষয়। কিন্তু সাধারণ বোধবুদ্ধি দাবি করে, দায়িত্ব সচেতনতা গড়ে না উঠলে কেউ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দায়িত্ব সচেতন মানুষ যথার্থ নাগরিক হতে পারেন। দায়িত্ববোধ স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে লেখা থাকে না। সেজন্য স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই উপায়। নিরক্ষর মানুষেরও পরিবার, সমাজ, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে পারে। আবার উচ্চশিক্ষার একাধিক ডিগ্রি কাঁধে থাকলেও অনেকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রকট হয় হামেশাই। ব্যতিক্রম সর্বত্র থাকে। এক্ষেত্রেও আছে।

অতীতে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হত- 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি।' শিক্ষা, চেতনা ও মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করার লক্ষ্যে মত ও পথের লড়াই হাজারটা হতে পারে। কিন্তু চেতনা কার কতখানি সমৃদ্ধ হল, সেটা পরখ করা দরকার। অনেকে বলে থাকেন, এটা সার্বিকভাবে অবক্ষয়ের যুগ। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক- সর্বত্রই নাকি এক ছবি।

এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব সচেতনতা, যুক্তিবোধ দিয়ে দিশা দেখাতে পারে একমাত্র মানুষ। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো হিসেবে দেখা ও বলার বলিষ্ঠ মানসিকতা দিয়ে। সেটা করতে হলে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিশাপ থেকে দূরে সরতে হবে। গ্রেটার নয়ডায় বাসে আগুন লেগে অন্তত ৯ জনের মৃত্যুর খবরে কাঠগড়ায় উঠেছে বাসটির চালক এবং কনডাক্টরের দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসিকতা।

পোড়া গন্ধ বারবার নাকে লাগায় বাসযাত্রীরা বারবার ওই দুজনকে সতর্ক করেছিলেন। কয়েকজন বাস থামাতেও বলেছিলেন। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা দূরস্থান, বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে বাসচালক ও কনডাক্টর বলেছিলেন, 'মরলে মরবে, বাস থামাব না।' শেষমেশ ৯টি তাজা প্রাণ আগুনে ঝলসে, ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা গেল। দেশের প্রায় সর্বত্র বাস, মিনিবাস, অটো, টোটোচালকদের বড় অংশের মানসিকতা এমনই। সর্বত্র একইরকম দায়িত্বজ্ঞীনহীনতার ছবি।

স্কুল পড়ুয়াদের পরিবহণে ব্যবহৃত পুলকারগুলিতেও এমন অব্যবস্থার ছবি আকছার চোখে পড়ে। নির্ধারিত আসনের তুলনায় বেশি পড়ুয়াকে গুঁতোগুঁতি করে বসিয়ে ভয়ানক স্পিডে চলে পুলকারগুলি। অনেকগুলি আবার ভাঙাচোরা। সেসবের পরোয়া না করে শুধুমাত্র মুনাফার কথা ভাবা হয়। শিশুদের প্রাণের মূল্য থাকে না। একই কথা বাস, টোটোর ক্ষেত্রেও।

বাসে-বাসে রেষারেষি আগেও ছিল। কিন্তু যেটা বাড়ছে সেটা হল, যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। নানা যান্ত্রিক গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন রাস্তায় নামে বহু বাস। অতিরিক্ত যাত্রী তো বটেই, মালপত্র তোলা হয়। তাতে যাত্রী নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য- দুটোকেই বুড়ো আঙুল দেখানো হয়। টোটোচালকদের একটা বড় অংশ যেভাবে যাতায়াত করেন তাতে যাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

ইদানীং প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ছে টোটো। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই চালকদের। অলিগলি, বড় রাস্তা, হাইওয়ে- কোনও কিছুকে তাঁরা পরোয়া করেন না। শুধু বাস, টোটো নয়, অনেক মোটরবাইক, স্কুটারচালকও ট্রাফিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলাফেরা করেন। বেপরোয়া গতির বলির খবর প্রায় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তারপরও হুঁশ ফেরে না।

যাত্রীরাও অনেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছোনোর তাগিদে পরিবহণের নানা অনিয়ম দেখেও না দেখার ভান করেন। আসলে সবকিছুই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা পাহাড়ের মতো জাঁকিয়ে বসে থাকলে দায়িত্ব সচেতনতা খুঁজে বের করা কঠিন। এসবের মধ্যে অনেকে এখনও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন বটে। তাঁদের জন্য ভালো-খারাপের পার্থক্য এখনও চোখে পড়ে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস, অটো, টোটো, ট্যাক্সিচালকদের সততা এবং দায়িত্ববোধ প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই সংখ্যাটা নেহাতই কম। তবে এই হাতেগোনা ঘটনা বুঝিয়ে দেয়, দায়িত্ববোধ এখনও হারিয়ে যায়নি। সততা, নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধের শিক্ষা এখনও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

- শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

বিরোধীদের গৃহযুদ্ধেই যত স্বস্তি মোদির

জ্ঞানেশকুমার এবং তাঁর কমিশনের ভয়ংকর কাজ যতই প্রকাশ্যে আসুক, বিরোধীরা ব্যস্ত নিজেদের লড়াইয়ে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিরোধীদের এরকম ঐক্যের ছবির এখন দেখা পাওয়া মুশকিল।

এ এক আশ্চর্য রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে আজকের ভারতীয় রাজনীতি। এই নাটমন্দিরে যাত্রা আসরে শত্রুর শত্রু সবসময় বন্ধু হয় না। বরং কখনো-কখনো শত্রুর শত্রুই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় শত্রু। বন্ধুর বন্ধু হয়ে যায় শত্রু। কেরলের রাজনীতি তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে সেখানকার কংগ্রেস সরকারের তদন্তের নির্দেশ জন্ম দিয়েছে নতুন বিতর্কের। জাতীয় রাজনীতিতে যে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা বিজেপির বিরোধিতায় সহযোগিতার কথা বলে, কেরলে তারাই পরস্পরের প্রধান প্রতিপক্ষ অনেকদিন। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই উঠে আসছে নতুন একটি প্রশ্ন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমা কোথায়? আর বিরোধী ঐক্যের বাস্তব ভিত্তিই বা কতটা?

কেরলের কাগজে পড়লাম, বিজয়নের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুর খবরে সবচেয়ে বেশি উল্লসিত বিজেপি নেতারা। তাঁরা ভাবছেন, নয়াদিল্লির রাজনীতিতে এর জের পড়বে। এবং কংগ্রেস-বামপন্থীদের জোট ভেস্তে যেতে বাধ্য। গোটা দেশের প্রেক্ষাপটে বিজেপির বৃহত্তম দুশ্চিন্তার নাম যদি কংগ্রেস হয়, দ্বিতীয় নাম অবশ্যই কমিউনিস্টরা। তাঁদের যত গোলমাল, পদ্মের ততই মঙ্গল। যত দোস্তি, তত অস্বস্তি।

কেরলে কংগ্রেস দেখাচ্ছে, তারাও বিজেপির মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ। সরকারে এলে প্রথমে আগের সরকারের খুঁত ধরতে ব্যস্ত। তাঁদের নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্তে ব্যস্ত। বাংলায় যে কাজটা করছে বিজেপি। তাতে যে নিজেদের এগিয়ে চলার কাজ করার আগ্রহ চাপা পড়ছে, তা নিয়ে হুঁশ নেই। শুধু আগের সরকারের খুঁত ধরার ব্যাপারটাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে অনেক বেশি। জনতার কাছে বিরোধীদের 'ডিস্টিট' খাওয়ার সুযোগ করে দাও আগে!

কেরলে বিজয়নের মেয়ে বীণা বিজয়নের সংস্থার আর্থিক লেনদেন ঘিরে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। কংগ্রেসের বক্তব্য, আইনি পরামর্শ মেনেই এই সিদ্ধান্ত। বামপন্থীরা প্রশ্ন তুলেছে তদন্তের উদ্দেশ্য নিয়ে। অভিযোগের সত্যতা এখনও আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে তদন্তের সিদ্ধান্তকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলা যেমন যথাযথ নয়, তেমনই তদন্তের প্রক্রিয়া ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকারও অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এই ঘটনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য অন্যত্র। কংগ্রেস ও বামপন্থীরা জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরোধিতার কথা বললেও কেরলে তাঁদের প্রতিযোগিতা তীব্র। রাজ্যে ক্ষমতার লড়াই আর জাতীয় স্তরে সহযোগিতার মধ্যে এই টানাপোড়েন নতুন নয়। তবে প্রতিবার এমন সংঘাত প্রকাশ্যে এলে বিরোধী ঐক্যের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। জ্ঞানেশকুমারের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ উঠলেও তা ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি বিরোধীদের।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরে তাকাতে হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সেই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের এক করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। জয়প্রকাশের রাজনৈতিক ভূমিকার বিশেষত্ব ছিল, তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতায় নামেননি। তাই আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, লোকদল, কমিউনিস্ট, সমাজবাদীদের এক করতে সমস্যা হয়নি তাঁর।

আজকের বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে এই ইতিহাসের তুলনা তাই তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে কংগ্রেস, বামপন্থী দল, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের পৃথক রাজনৈতিক ভিত্তি রয়েছে। নয়াদিল্লিতে কোনও বিষয়ে তাঁদের অবস্থান কাছাকাছি হলেও রাজ্যে তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে শুধু ঐক্যের ঘোষণা দিলেই সহযোগিতা তৈরি হয় না। বাংলায় যখন বিজেপির হাতে বিরোধীরা আক্রান্ত, তখনও সিপিএম বিপদে পড়লে ব্যঙ্গ করছে তৃণমূল, তৃণমূল বিপদে পড়লে ব্যঙ্গ করছে সিপিএম। ব্যঙ্গ করছে অথবা পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেই না। জাত চলে যাওয়ার মতো ব্যাপার যেন।

তামিলনাড়ুতে দেখুন, ডিএমকের সঙ্গে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ভালো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে ভোটের পর, কংগ্রেস নির্বাচনের পর বিজয়কে সমর্থন করায়।

এখানেই বড় প্রশ্ন। নানা ইস্যুতে বিজেপি সরকার যখন কেন্দ্রে তীব্র সমস্যায়, তখন বিরোধীরা একজোট হয়ে কি মোকাবিলা করতে পারবে? ইন্দিরা গান্ধির পতন আনার প্রধান কারিগর জয়প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী হতে চাননি বলে সবাই তাঁর কথা শুনতেন। এই মুহূর্তে বিরোধীদের একজোট করার মতো কোনও জয়প্রকাশ নেই। তাই মোদির বিশাল সুবিধে।

যত ক্ষোভ থাকুক মোদির বিরুদ্ধে, বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন। বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কাজে লাগিয়ে একটা সময় ফায়দা তুলেছে কংগ্রেস। এখন তুলছে বিজেপি। দুটো কাজ তারা নিখুঁতভাবে করেছে। এক, হিন্দু-মুসলিম তাস কাজে লাগিয়ে উত্তেজিত করেছে হিন্দুদের। দুই, বিরোধীদের মধ্যে ঝামেলা লাগিয়ে রাখায় সফল। মোদি কোম্পানির বিরুদ্ধে জনমত কাজ করলেও তাঁদের সরানো এখনও কঠিন। এরা আবার নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা শিখে গিয়েছে ভালোভাবে।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিরোধী দলগুলি কি নিজেদের রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বজায় রেখেও জাতীয় স্তরে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে? নাকি প্রতিটি রাজ্যের সংঘাত শেষপর্যন্ত জাতীয় সহযোগিতাকেও দুর্বল করে দেয়? হাসির খোরাক হয় ভোটারদের কাছে?

রাজ্যে রাজ্যে বিরোধী ঐক্যের ছবি খুঁজলে দূরবিনের দরকার এমনিতে। বাংলা-কেরল-তামিলনাড়ুর কথা বলেছি আগেই। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস গত লোকসভা নির্বাচনে একসঙ্গে লড়েছিল। ভালো সমঝোতা ছিল রাহুল-অখিলেশের। ২০২৭ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন বণ্টন নিয়ে নতুন মতপার্থক্য আবার প্রকাশ্যে।

পঞ্জাব-দিল্লিতে আপ এবং কংগ্রেসের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা জাতীয় স্তরের সহযোগিতাকে জটিল করে তুলেছে। দুই পার্টির কাছে রাজ্য স্তরের স্বার্থ এখানে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা এবং শারদ পাওয়ারের এনসিপি'র মধ্যে জোটের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে নির্বাচনি বিপর্যয়ের পর নেতৃত্ব এবং আসন বণ্টন নিয়ে নতুন জটিলতা।

বিহারে রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সহযোগিতার ইতিহাস পুরোনো। কিন্তু সেখানেও খটাখটি লাগেই রাজ্য স্তরে। নতুন মুখ প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকাও স্পষ্ট নয়। তিনি বিজেপিকে হারিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষেও নন।

ঝাড়খণ্ডে আবার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস ও আরজেডি'র যৌথভাবে সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিজেপি মাঝেমাঝেই উপভোগ করে তিন পার্টির নিজেদের দ্বন্দ্ব।

কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও রাজস্থানেও কংগ্রেস কিন্তু বিজেপি বিরোধীদের একজোট করতে পারেনি। মূল প্রশ্ন একটাই। বিরোধী কিছু দল সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করলেও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা ভুলতে পারছে না। ২০২৩ সালে গঠিত বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির মাত্র একটি বৈঠক হয়েছিল। স্থায়ী সমন্বয় বলে কিছু নেই। ফলে জাতীয় সহযোগিতা ও রাজ্য স্তরের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বিরোধীরা।

বিরোধী রাজনীতির আরেকটি সমস্যা নেতৃত্বের প্রশ্ন। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো এমন কোনও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব কি আজ রয়েছেন, যাঁর নেতৃত্বে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সহযোগিতার একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরি করতে পারে? বর্তমান বিরোধী শিবিরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য, আঞ্চলিক স্বার্থ এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এক নয়। মাঝে মাঝেই শোনা যায়, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার ভাবনা। শুরু হয় চর্চা। তাতে বিজেপি নেতাদের হাসিই উজ্জ্বল হয়। যত এমন ফ্রন্ট হবে, তত বিজেপির সুবিধে। রাহুল গান্ধি নিজের পাপ্পু ভাবমূর্তি মুছে ফেললেও সব আঞ্চলিক দলকে নিয়ে চলার মতো মানসিকতা দেখাতে পারেননি আজও।

অবশ্যই একজন জয়প্রকাশের সন্ধানই সব সমস্যার সমাধান নয়। ১৯৭৭ সালের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, কোনও নেতার ব্যক্তিগত প্রভাব বিরোধীদের এক করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন অভিন্ন কর্মসূচি, পারস্পরিক আস্থা, মতপার্থক্য মেটানোর কার্যকর ব্যবস্থা।

কেরলের সাম্প্রতিক ঘটনা এই বৃহত্তর আলোচনারই এক অংশ। দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত অবশ্যই রাজনৈতিক সহযোগিতার কারণে বন্ধ রাখা যায় না। আবার তদন্তের নামে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার অভিযোগ উঠলে তারও নিরপেক্ষ পরীক্ষা প্রয়োজন। আইনের শাসন আর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মধ্যে পার্থক্য ঠিক করতে হবে প্রমাণ বা যথাযথ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে।

পঞ্চাশ বছর আগে ভারতের বিরোধী রাজনীতির সামনে ছিল জরুরি অবস্থার অবসান আর গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। আজকের রাজনৈতিক ছবি মনে করাচ্ছে অনেকটা সেই পরিস্থিতি। তবে বিরোধী দলগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে সেই পুরোনো প্রশ্ন এখনও প্রাসঙ্গিক।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ইতিহাসে রয়েছেন। তাঁর সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ইতিহাসের অংশ। বর্তমানের বিরোধীদের সামনে প্রশ্ন, তাঁরা কি অতীতের সেই অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের সহযোগিতার কোনও উপযুক্ত পথ তৈরি করতে পারবেন? নাকি যথারীতি নয়াদিল্লিতে ঐক্যের ছবি তোলার পর রাজ্যে ফিরে আবার শুরু হবে পরস্পরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ?

সেই উত্তরেই লুকিয়ে ভারতের বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮২০

শিক্ষাবিদ তথা সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

ভোটে কারচুপি হচ্ছে। কিন্তু আপনি (বিরোধীরা) যদি কারচুপির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে সেগুলিকে বৈধতা দেওয়া হয়ে যায়। নির্বাচন অবাধ এবং স্বচ্ছ- এমন একটি ভুল ধারণাও তৈরি হয়। যখন ভোট চুরি হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের বিধায়ক-সাংসদদের ভাঙিয়ে নেওয়া হচ্ছে, দল ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, তখন কোন ধরনের অস্তিত্ব টেকানোর চেষ্টা করছেন আপনারা? যে ব্যবস্থা আপনাদের দুর্বল করে, দল ভেঙে দেয়, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ভাঙিয়ে নেয়, সেই ব্যবস্থার এইভাবে কতদিন টিকে থাকা সম্ভব?

- অভিজিৎ দীপকে

ভাইরাল/১

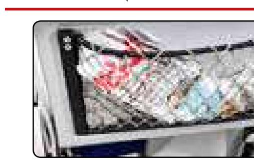

বন্দে ভারতের মেঝেতে পড়ে রয়েছে নরম পানীয়ের ক্যান, খালি জলের বোতল, কেক ও বিস্কুটের প্যাকেট। ভারতীয় নাগরিকদের সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কা। সম্প্রতি বন্দে ভারতে সফর করতে গিয়ে তিনি ভিডিওটি করেন। অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এই ট্রেনে যাত্রীদের কীর্তিকলাপ দেখে নিন্দায় নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

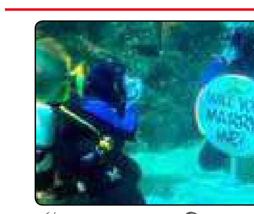

শার্ক ট্যাংকে নেমে প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব এক তরুণের। ইংল্যান্ডের বাকিংহামশায়ারের ঘটনা। স্পেশাল ডাইভিং সুট পরে তাঁরা স্কেগনেস অ্যাকোয়ারিয়ামে নামেন। তাঁদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শার্ক। সেখানেই হাঁটু মুড়ে ওই তরুণ তাঁর ভালোবাসার মানুষকে প্রপোজ করেন। পুরো ঘটনাটি নজরদারিতে হওয়ায় কোনও বিপত্তি হয়নি।

জনমন
জনমত

নৈতিক হ্যাকিংয়ের জয়

সাইবার হ্যাকিং কথাটা আজকাল প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ অর্থে। কিন্তু এর যে একটা ভালো দিকও আছে, তা সম্প্রতি গোটা দেশের কাছে তুলে ধরল ধূপগুড়ির ১৯ বছর বয়সি মেধাবী ছাত্র নিসর্গ অধিকারী। তার সহজাত দক্ষতা, আবেগ ও সততা না থাকলে সিবিএসই'র ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতির কথা হয়তো অজানাই থাকত।

নিসর্গ দেখিয়েছে, বোর্ডের নতুন খাতা দেখার পদ্ধতিতে ভয়ংকর গলদ রয়েছে। এই সিস্টেমে যে কোনও হ্যাকার চাইলেই ছাত্রছাত্রীর নম্বর পালটে দিতে পারত, ব্যক্তিগত তথ্য ডার্ক ওয়েবে বিক্রি করতে পারত। নিসর্গ নিজেও এবছর দ্বাদশের পরীক্ষার্থী ছিল। পরীক্ষার আগেই সে প্রায় পনেরোটি গুরুতর ত্রুটির কথা ফেব্রুয়ারিতে বোর্ডকে জানিয়েছিল, কিন্তু আধিকারিকরা কর্ণপাত করেননি। হ্যাক হওয়ার কথা বোর্ড অস্বীকার করার পর আধ ঘণ্টার কম সময়ে একাধিকবার সিস্টেমে ঢুকে, পোর্টালে বাচ্চাদের মিম আপলোড করে সে প্রমাণ করে দেয় তার দাবি সঠিক। শেষপর্যন্ত ত্রিশ হাজার স্কুলের এই শিক্ষা সংস্থা ত্রুটি মেনে নিয়ে সংশোধনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায়।

নিসর্গ ও তার দুই বন্ধু সার্থক সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত শ্রীবাস্তব একজনের খাতা অন্যের সঙ্গে ট্যাগ হওয়া, স্ক্যানিংয়ের ভুল, টেন্ডার পদ্ধতির গলদ- সবই সামনে এনেছে। এতে ভবিষ্যতের পরীক্ষার্থীরা হয়রানি থেকে বাঁচবে। শোনা যাচ্ছে, আইআইটি কানপুর নিসর্গকে ডেকে বোর্ডের পোর্টালের ত্রুটি সারিয়েছে, তাকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং নবীন হ্যাকারদের জন্য আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করেছে। নিসর্গ মনে করে না, ইঞ্জিনিয়ার হতে প্রথাগত ডিগ্রি লাগে। নবীন সাইবার যোদ্ধাদের আর্থিক, সামাজিক ও প্রতিরক্ষা খাতে কাজে লাগানোর এই সিদ্ধান্ত সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনবে, একথা অনস্বীকার্য।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

হাজার ফলোয়ারের ভিড়েও একাকিত্ব

একসময় মানুষের জীবনে অপেক্ষা ছিল। সেই অপেক্ষার মধ্যেই ছিল আবেগ, টান, আন্তরিকতা এবং সম্পর্কের উষ্ণতা। ডাকপিওনের সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি শুনে মানুষ ছুটে যেত দরজার দিকে। দূরের কারও কণ্ঠস্বর শোনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত টেলিফোন বুথের সামনে। আজ প্রযুক্তি মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে গোটা বিশ্বকে। একটি আঙুলের স্পর্শেই পৌঁছে যাওয়া যায় হাজার মানুষের কাছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ যত বেশি সংযুক্ত হয়েছে, ততই যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে।

মাত্র পাঁচ-ছয় বছর আগেও দুই বন্ধুর রাস্তায় দেখা হলে ভিন্নস্বাদের নানান গল্পে সময় যেন কীভাবে কেটে যেত! এখন হয়তো দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে, কিন্তু দুজনের হাতেই দুটি মুঠোফোন- তারা নিজেদের পছন্দমতো রিলস বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্ক্রল করে চলেছে। সময়, মনোযোগ এবং আবেগের একটি বড় অংশ প্রযুক্তির মায়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ!

প্রযুক্তা দাস, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মাটির চাকা ঘুরুক, বাঁচুক সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গের মৃৎশিল্পে ঐতিহ্য আছে, কিন্তু শিল্পীদের জীবনে ক্রমেই বাড়ছে অনিশ্চয়তা ও সংকট।

সাহানুর হক

সৃষ্টি ও স্রষ্টা। ছবি : মাজিদুর সরদার

বহুকাল থেকে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি বহুমাত্রিক। সেই সংস্কৃতির মঞ্চে মৃৎশিল্পের গুরুত্বও কম নয়। যে কোনও উৎসবের প্রদীপ, পুজোর প্রতিমা, ঘরের হাঁড়ি-কলসি, নানা লোকাচার, বহু ক্ষেত্রেই মাটির উপস্থিতি অনিবার্য। অথচ যে হাত মাটি ছুঁয়ে তাকে নানা রূপ ও আকৃতিতে সাজিয়ে তোলে, সেই মৃৎশিল্পীর জীবন আজ আলোচনার বাইরে। প্রশ্নটি তাই শুধু একটি পেশার অস্তিত্ব নিয়ে নয়, একটি সাংস্কৃতিক ধারার ভবিষ্যৎ নিয়েও। মাটির প্রদীপে উৎসবের আলো জ্বলে, মাটির প্রতিমায় আচার পূর্ণতা পায়, আবার দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনেও মাটির তৈরি সামগ্রীর ব্যবহার ছিল একসময় স্বাভাবিক। সেই দীর্ঘ অভ্যাস বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে মৃৎশিল্পীর বাজারও। উত্তরবঙ্গের লোকজ জীবনে মাটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। রাজবংশী সমাজের নানা দৈনন্দিন আয়োজন, গ্রামবাংলার বিশেষ বিশেষ হিন্দু রীতি এবং বিভিন্ন লোকবিশ্বাসে মাটির সামগ্রীর ব্যবহার তারই সাক্ষ্য বহন করে।

মৃৎশিল্পীদের সামাজিক অবস্থান নিয়েও তাই নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এই পেশা শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। ফলে তাঁদের সৃষ্টিশীলতাকে অনেক সময় নিছক উপযোগী কাজ হিসেবে দেখা হয়েছে, শিল্পের নান্দনিক প্রকাশ হিসেবে নয়। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিসরে এই অবহেলা শুধু মৃৎশিল্পীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাওয়াইয়া গান ও গায়ক, বিষহরা গান ও কীর্তনিয়া, কুষান গান ও শিল্পী, মুখোশ নাচ, লোকনৃত্যশিল্পী, বৈরাতি নৃত্য, লোকনাট্য ও কারুশিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষও উৎসবের সময় স্মরণীয় হন, কিন্তু তাঁদের জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক মর্যাদা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা তুলনায় কম। ফলে লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্নটি অনেক সময় উৎসবের মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকে, শিল্পীর ঘরে পৌঁছায় না। এই ব্যবধানই ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়।

আজ প্লাস্টিক, ফাইবার এবং যন্ত্রনির্ভর পণ্যের বাজারে মাটির জিনিসের চাহিদা কমেছে। জলপাইগুড়ি জেলার মৃৎশিল্প নিয়ে ২০১৮ সালের একটি গবেষণাতেও ৩০টি গ্রামের ৬৭টি ইউনিটের সমীক্ষায় প্লাস্টিকজাত বিকল্পকে বড় প্রতিযোগিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাঁচামালের খরচ, বাজারজাতকরণের সমস্যা, সহজে বাজারে পৌঁছাতে না পারা এবং নতুন প্রজন্মের অন্য পেশার দিকে ঝোঁক। ফলে বহু কারিগর বংশপরম্পরায় চলে আসা কাজ ছেড়ে দিনমজুরি, পরিযায়ী শ্রম বা অন্য জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে কারিগরদের প্রশিক্ষণ, বিপণন সহায়তা, সরঞ্জাম ও আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থাও রয়েছে। মৃৎশিল্পীরা যাতে সেই সুযোগগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তার জন্য স্থানীয় স্তরে তথ্য ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়াও জরুরি। অথচ একটি শিল্প হারানো মানে শুধু একটি পেশার অবসান নয়। তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে একটি অঞ্চলের স্মৃতি, নন্দনতত্ত্ব, বিশ্বাস এবং সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

পুজোর মরশুমে অবশ্য ছবিটা অন্যরকম। সেপ্টেম্বরের আকাশে সাদা মেঘ, নদীপাড়ে কাশবন আর উৎসবের প্রস্তুতির মধ্যে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। প্রতিমা, প্রদীপ কিংবা পুজোর নানা সামগ্রীর চাহিদায় তখন মাটির কাজের গুরুত্ব আবার সামনে আসে। কিন্তু এই কয়েকটি মাসের ব্যস্ততা দিয়ে সারাবছরের জীবিকা চলে না। তাই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে মৃৎশিল্প নিয়ে নথিভুক্তকরণ ও গবেষণা বাড়ানো দরকার। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিকেও এই শিল্পীদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও জনসচেতনতার উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশিক্ষণ, আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা, সহজ ঋণ এবং নিয়মিত মৃৎশিল্পমেলার মতো উদ্যোগ জরুরি।

সর্বোপরি, মৃৎশিল্পকে শুধু পুজোর মরশুমের সাজসজ্জার অংশ হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি উত্তরবঙ্গের লোকজ স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে মানুষগুলি মাটিকে স্পর্শ করে আমাদের ঘর, উৎসব ও বিশ্বাসের নানা উপকরণ তৈরি করেন, তাঁদের শ্রমের মর্যাদাও স্বীকার করতে হবে। কারণ একটি সভ্যতার পরিচয় শুধু তার স্মৃতিস্তম্ভে নয়, সেই সভ্যতাকে প্রতিদিনের জীবনে বাঁচিয়ে রাখা শ্রমজীবী ও শিল্পীদের অবস্থানেও ধরা পড়ে। মাটির শিল্পকে বাঁচাতে হলে তাই মাটির মানুষগুলিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। উৎসবের আলো নিভে যাওয়ার পরেও তাঁদের চাকার ঘূর্ণন যেন থেমে না যায়, সেই দায় সমাজেরও।

(লেখক গ্রন্থাগারিক)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬০

পাশাপাশি : ১। মাকড়সার আরেক নাম ৩। পরের দিন ৫। কৌতুক করে উপবাস ও অনশনকে যা বলা হয় ৭। সাদা ৯। কৃত্রিম, জাল ১১। টাকাপয়সা ও ভূসম্পত্তি, ধনদৌলত ১৪। কীর্তন গানের সংগতে ব্যবহৃত ঘোল ১৫। পূর্ব জন্ম, পরজন্ম।

উপর-নীচ : ১। ঘোড়া বলি দিয়ে সম্পন্ন হত এমন যজ্ঞ বিশেষ ২। দশদিন, দশদিনব্যাপী উৎসব, দশম দিনে অনুষ্ঠিত ৩। চারটি মূল দিকের অন্যতম ৪। বর্তমানে অপ্রচলিত ওজনের পরিমাণবিশেষ ৬। হুঁশ, মনোযোগ ৮। বিবরণ, মুখ ১০। নকলনবিশ, লেখক ১১। সংগীতের রাগিণীবিশেষ, ধানশি ১২। দলযুক্ত, দলের সঙ্গে আছে এমন ১৩। মুক্ত, খোলা বা অকৃপণ।

সমাধান ■ ৪৫৫৯

পাশাপাশি : ১। মিলনি ৩। আম ৫। কুরু ৬। মতন ৮। মহলা ১০। শতেক ১২। থমক ১৪। জপ ১৫। ষড় ১৬। ক্ষমতা।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। নিকুম্ভিলা ৪। মদত ৭। নভ ৯। নথ ১০। শত্রুপক্ষ ১১। কথকতা ১৩। মনিব।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৩৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৪৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট্ট তারা

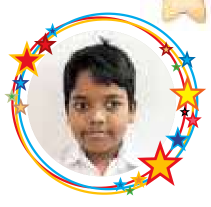

ময়ঙ্ক দাস মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাপীঠ জিএসএফপির চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে শামিল হয়।

বন্ধ ঘরে চুরিতে সাবধানি শহরবাসী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট না করার বার্তা দিয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। একের পর এক ফাঁকা বাড়ি-ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনাকে ঘিরে পুলিশ মহলের মতোই আমআদমির মনে শঙ্কার মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। ভক্তিনগর থানা এলাকার বাংলা বাজারে একটি আবাসনে ঠিকানা ভবেশ মাহাতোর। বৃহস্পতিবার তিনি বলছিলেন, 'গতমাসেই তো পাশের একটি আবাসনে বড়সড়ো চুরি হল। এখনও কেউ ধরা পড়েছে বলে শুনিনি। চুরির সামগ্রীও উদ্ধার হল না। তাই ঠিক করেছি, এবার একবার আমি মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বের হব। পরে স্ত্রী যাবেন মেয়েকে নিয়ে।'

২৬ অগাস্ট মাটিগাড়ার সারদাপল্লিতে একটি ঘটনা নিয়ে পুলিশের অন্দরে চর্চা রয়েছে। পরিবারের কর্তা স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ে গিয়েছিলেন। এরমধ্যেই তাঁদের বাড়িতে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। দশ গ্রামের সোনার বালা সহ পাঁচশো আঠারো গ্রাম রুপোর সামগ্রী চুরির অভিযোগ উঠেছিল। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া একজন দুষ্কৃতীর জামার রং ও নকশার সূত্র ধরে অভিযুক্তদের পাকড়াওয়ের পাশাপাশি খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, চুরির জায়গা চিহ্নিত করতে তারা ফেসবুকে নজর রেখেছিলেন।

যদিও গত দেড় মাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বলছে, ফাঁকা বাড়ি-ফ্ল্যাট চিহ্নিত করতে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার গুটিকয়েক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেইকির পর 'অপারেশন' চালিয়েছে দুষ্কৃতী দল। পুলিশ কমিশনারের বার্তা মানার পাশাপাশি ফাঁকা বাড়িতে চুরির কৌশল রুখতে উৎসবের সময় পুলিশি নজরদারি আরও শক্তপোক্ত হোক, চাইছেন নাগরিকরা।

সেপ্টেম্বরের ১ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত যদি হিসেব ধরা যায়, তাহলে ১৪টি চুরি সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে কমিশনারেটের চারটি থানা (শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, প্রধাননগর ও ভক্তিনগর) এবং এদের অধীনে থাকা ফাঁড়িগুলিতে। অন্য সামগ্রী ছাড়া সবমিলিয়ে ২২১ গ্রাম সোনার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া খোয়া গিয়েছে নগদ ছয় লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশো টাকা। এরমধ্যে শুধুমাত্র মাটিগাড়া থানা এলাকাতেই দশটি চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অধিকাংশ ঘটনা শিবমন্দির ও আশপাশের এলাকায় ঘটা। পরিবারের সদস্যরা কাজের সূত্রে বাইরে থাকার

- খোয়া গিয়েছে প্রায় ৬০০ গ্রাম সোনার গয়না, নগদ ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকা
- প্রায় দু'মাসে শুধু মাটিগাড়া থানায় চুরির এফআইআর ১৫টি
- পরিবারের সদস্যরা কাজে বা বেড়াতে বাইরে থাকার সুযোগেই অধিকাংশ 'অপারেশন'
- কিছু ক্ষেত্রে সমাজমাধ্যমে নজর রেখে বাড়ি চিহ্নিত করার অভিযোগ
- পুজোর দিনগুলিতে সাদা পোশাকের পুলিশ সহ বিশেষ দল সক্রিয় থাকবে

সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অপারেশন চালানোর বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

এরমধ্যে প্রধাননগর থানা এলাকায় গুরুংবস্তির একটি ফ্ল্যাটে স্লাইডিং জানলা খুলে প্রায় চল্লিশ গ্রামেরও বেশি সোনার অলংকার দুষ্কৃতীরা নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। চলতি মাসের ২১ তারিখ ঘটা ওই ঘটনায় অভিযোগকারী দিলকুমারী রাইয়ের বক্তব্য, 'আমি ও আমার বোন ওই ফ্ল্যাটে ভাড়া নিয়ে থাকি। রোজ দুজন একসঙ্গে কাজে বেরিয়ে যাই। বিকেল চারটা নাগাদ বাড়ির মালিক ফোন করে জানান, ফ্ল্যাটের ভেতর ওঁরা কাউকে দেখেছেন। এরপর আমি বাড়ি ফিরে দেখি, আলমারি ভাঙা। সমস্ত সোনার সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে।' শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকার আদর্শনগরেও ফাঁকা বাড়ির সুযোগে বৃহস্পতিবার চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। পরিবারের কর্ত্রী রিংকু ঘোষের অভিযোগ, 'পাশেই আমাদের আরও একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে ছিলাম। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার কোনও ব্যাপার নেই।'

অগাস্টে শিলিগুড়ি থানা ও অধীনে থাকা দুটি ফাঁড়িতে চুরির কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। আশিঘর ফাঁড়ি নিয়ে ভক্তিনগর থানা এবং মাটিগাড়া থানায় পাঁচটি করে মোট দশটি ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে চুরির ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়। প্রধাননগর থানায় সংখ্যাটি চার।

অগাস্টের সঙ্গে সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখ অবধি হিসেব করলে, ২৮টি ঘটনায় অন্য সামগ্রীর পাশাপাশি চুরি যাওয়া সোনার গয়নার পরিমাণ প্রায় ৬০০ গ্রাম। নগদ অর্থ দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা। অর্থাৎ গতমাসে এফআইআর রেকর্ড অনুযায়ী, ৩৭৯ গ্রাম অলংকার উধাও হয়েছে ফাঁকা বাড়ি ও ফ্ল্যাট থেকে। নগদের অঙ্ক চার লক্ষ সতেরো হাজার টাকা।

পুলিশ কমিশনারের আশ্বাস, পুজোর দিনগুলোতে সাদা পোশাকের পুলিশ সহ বিশেষ দল সক্রিয় থাকবে।

দেহ মিলল তরুণীর

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গভীর রাতে ২১ বছরের তরুণী ফোন করেছিলেন মাকে। ফোন ধরতেই ওপার থেকে তিনি বলেন, 'মা আমি আর বাঁচব না। সতেরোটা ট্যাবলেট খেয়েছি। ও আর বাঁচতে দেবে না।' এরপর ফোন কেটে দেন তিনি। বারবার ফোন করেও সাড়া না পেয়ে সারারাত ঘুম হয়নি মায়ের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতের ঘটনার কথা শুনে শুক্রবার সকালে তরুণীর ভাড়াবাড়িতে হাজির হন তরুণীর ঠাকুমা। বারবার দরজায় ধাক্কা দিয়েও সাড়া না মেলায় বাড়ির মালিকদের সন্দেহ হয়। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাঁরা দেখেন, ওই তরুণী ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন।

ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চানন কলোনিতে। প্রিয়া বিশ্বাস নামে ওই তরুণীকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বৃহস্পতিবার রাতেই মৃত্যু হয়েছে প্রিয়ার। ঘটনায় এক তরুণের নাম সামনে এসেছে। তরুণীর মায়ের অভিযোগ, ওই তরুণ প্রায়দিনই প্রিয়াকে ব্ল্যাকমেল করত। বৃহস্পতিবার রাতেও একাধিকবার ফোন করেছিল বলে অভিযোগ। বুধবার মহাবীরস্থানে ঠাকুমার বাড়িতে গিয়েও ফোনে ওই তরুণের সঙ্গে প্রিয়ার ঝামেলা হয়েছিল বলে জানান সম্পর্কে ঠাকুমা।

জোড়া অভিযানে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পৃথক দুটি পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার এবং অবৈধ মদ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ব্রাউন সুগার সহ প্রদীপ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের হেপাজত থেকে প্রায় ২৭৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার, নগদ ৫ লক্ষ ৮ হাজার ৭৫০ টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ এই ব্যক্তির খোঁজ করছিল। শুক্রবার রাতে তিনি হেমন্ত বসু কলোনিতে বাড়ি ফিরতেই পুলিশ সেখানে হানা দেয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রদীপ বাড়ির বাথরুমে লুকিয়ে পড়লেও শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, অতীতেও এই ব্যক্তি মাটিগাড়া থানার পুলিশের জালে ধরা পড়েছিলেন।

অন্যদিকে, এদিন গভীর রাতে বিপুল পরিমাণ মদ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবর পেয়ে গুরুংবস্তি মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে স্কুটারে করে বিপুল পরিমাণ মদ পাচারের অভিযোগে কুলিপাড়ার বাসিন্দা বিজয় মাহাতোকে হাতেনাতে ধরা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার জোড়া অভিযানের দুই ধৃতকেই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : দিনভর নিখোঁজ থাকার পর বছর তেরোর এক নাবালিকা রাতে উদ্ধার হল। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নাবালিকা শিলিগুড়ি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শুক্রবার বেলার দিকে তার পরিবারের তরফে খালপাড়া ফাঁড়িতে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো হয়। এরপরই পুলিশ ওই নাবালিকার খোঁজ শুরু করে। অবশেষে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপির সহযোগিতায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই নাবালিকা শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছে গিয়েছিল। রাতেই তাকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ফার্মাসিস্টস ডে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন ক্লাবে ওয়ার্ল্ড ফার্মাসিস্টস ডে উদযাপন করা হয়। দার্জিলিং জেলার ফার্মাসিস্টরা মিলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ সুজয় মিস্ত্রি এবং সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর। ফার্মাসিস্টদের কতটা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয় এবং কাজের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামীদিনে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও মেডিকেলে ফার্মাসিস্টদের শূন্যপদ পূরণের দাবিও নতুন সরকারের কাছে তুলে ধরার কথা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ফার্মাসিস্টদের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। ফার্মাসিস্টদের নানা বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিকাশ দত্ত, শুভ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার

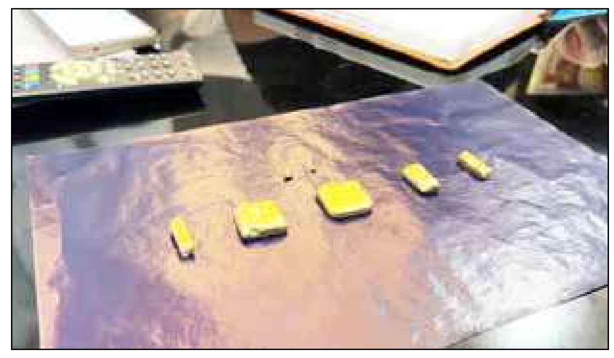

বাজেয়াপ্ত সোনা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক তরুণের কাছ থেকে সাতটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। ঘটনায় শহরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। উদ্ধার হওয়া বিস্কুটগুলির আকারে বিস্তর তফাত রয়েছে। তা নিয়েই পুলিশের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট বানিয়ে পাচার করা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিস্কুটগুলি দেখে সেগুলির উৎস নিয়েও তদন্তকারীদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম প্রেম। বাড়ি বিহারের মুজফফরপুরের সোনাপট্টিতে। শহরের কয়েকজনের কাছ থেকে ওই সোনা নিয়ে বিহারে যাওয়ার কথা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে পুলিশ। সেখানেও ওই সোনা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল বলে মনে করছে পুলিশ। প্রেমকে গ্রেপ্তারের পর শহর ও বিহারের কয়েকজনকে ঘিরে সোনা পাচারের একটি চক্র সক্রিয় হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি পরিষ্কার করতে শুক্রবার প্রেমকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সেখান থেকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে নেয় প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পাচারচক্রের পুরো পরিধি জানতে চাইছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই শহর ও বিহারের মধ্যে সোনা পাচারের একটি চক্রের খবর আসছিল। সেইমতো নজরদারি শুরু হয়। বৃহস্পতিবার রাতে সূত্র মারফত প্রধাননগর থানায় পাচারের চেষ্টার খবর আসে। এরপরই অভিযান চালানো হয়। টার্মিনাস এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করা তরুণকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর তল্লাশি শুরু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণের আশপাশে আরও পাঁচ থেকে ছয়জন তরুণ নজরদারি চালাচ্ছিল। পুলিশের দল তাদের ঘিরে ফেলতেই সুযোগ বুঝে তারা পালিয়ে যায়।

তল্লাশির সময় প্রেমের পকেটে একটি গুপ্ত পকেটের হদিস মেলে। সেখান থেকে কাগজে মোড়া বিভিন্ন আকারের সাতটি বিস্কুট উদ্ধার হয়। সেগুলি থেকে ২০২.১৭ গ্রাম ২৪ ক্যারেটের সোনা পাওয়া যায়। সেগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য ৩৫ লক্ষ টাকা। মাস চারেক আগেও শিলিগুড়ির একটি হোটেল থেকে মহীশূরের এক বাসিন্দাকে সোনা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তকারীদের কথায়, আগের ঘটনায় উদ্ধার সোনার বিস্কুটের সঙ্গে এদিনের বিস্কুটের বিস্তর তফাত রয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার উৎস এবং পাচারের উদ্দেশ্যও তদন্তে খতিয়ে দেখা হবে।

এদিন পুরো বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। তিনি বলেন, 'সোনাগুলো চুরির কি না, নাকি ওই সোনাগুলো অন্য কোনও জায়গা থেকে আসছে, সমস্তটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

বাদল দিনে মাছের খোঁজে। মহানন্দাপল্লিতে শুক্রবার। ছবি : সুশান্ত পাল

চরম পদক্ষেপের চেষ্টা তরুণীর

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : স্বামী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। সেই খবর শুনে অটিজমে আক্রান্ত একমাত্র সন্তানকে নিয়ে কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না স্ত্রী। শেষমেশ বাড়ি ফিরে ছেলের গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। প্রধাননগর থানা এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কাঁদতে কাঁদতে ওই তরুণী বলেন, 'ভেবেছিলাম ছেলেকে মেরে নিজে মারা যাব। ব্লেডও রেখে দিয়েছিলাম। তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না। এর মধ্যেই ভাই ফোন করে বসে।' ঘটনা জানাজানি হতেই পরিবারের সদস্যরা ওই তরুণীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে তাঁর ছেলেও শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তার গলায় দাগ রয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, বর্তমানে ওই কিশোর সুস্থ রয়েছে। ওই তরুণীর স্বামী একসময় একটি প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতেন। ২০২৫ সালে স্ট্রোকের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকেই সংসারে আর্থিক কষ্ট শুরু হয়। চাকরিও চলে যায়। পরে জংশনে টেবিল পেতে লটারি বিক্রি শুরু করেন ওই তরুণ। রবিবার অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে প্রথমে জেলা হাসপাতাল এবং পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

সম কাজে সম বেতন দাবি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সম কাজে সম বেতনের দাবিতে শুক্রবার দুপুরে পথে নামলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) অনুমোদিত শিলিগুড়ি পৌরনিগম কর্মচারী সংঘের সদস্যরা। এদিন শহরের বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে মিছিল করে তাঁরা পুরনিগম চত্বরে পৌঁছান। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরনিগম চত্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত ছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা পুরনিগমের মূল গেট আগলে থাকায় মিছিল সেখানেই থমকে যায়। এরপর বিক্ষোভ শুরু হয়। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি পৌরনিগম কর্মচারী সংঘের সভাপতি রাজীব মণ্ডলের নেতৃত্বে সংগঠনের কয়েকজন সদস্য পুরনিগমের ভেতরে যান। পুর সচিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরেন। সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। রাজীব বলেন, 'পুরনিগমের অধীনে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী সকল কর্মচারীদের বেতন খুবই কম। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে এই মাইনে দিয়ে সংসার চালানো মুশকিল। তাই আমরা সম কাজে সম বেতনের দাবি জানিয়েছি। সেইসঙ্গে সমস্ত কর্মীকে ইএআই ও ইপিএফের আওতায় আনার দাবিও করা হয়েছে।'

ফি আদায়ে প্রযুক্তি

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ফি আদায়ে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। নতুন করে দুর্নীতির ছোঁয়া যাতে না লাগে, সে লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, শহরের বাড়ি, দোকান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ফি আদায়ে পিওএস (পয়েন্ট অফ সেলস) ব্যবস্থা চালু করা হবে। এই বিষয়ে কাজও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পুজো মিটলেই নতুন উদ্যমে ফি আদায়ের কাজ শুরু হবে। সেক্ষেত্রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ফি-র অঙ্ক সামান্য বাড়তে পারে বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাড়ি, দোকান ও প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করা ফি সরাসরি পুরনিগমের আওতাধীনে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। সপ্তাহান্তে প্রতিটি বরোর তরফে ফি আদায় সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পুরনিগমে জমা দেওয়ার নির্দেশও রয়েছে। পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, 'কাজ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। পুজোর পর থেকেই প্রযুক্তির ব্যবহারে ফি আদায়ের কাজ শুরু করা হবে।'

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জুন মাসের শেষদিক থেকে পুরনিগমের রাশ প্রশাসকের হাতে যায়। পুরনিগম সূত্রে খবর, সেই সময় থেকেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের ফি আদায়ের কাজ থমকে রয়েছে। এরই মধ্যে পুর কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, প্রাক্তন ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলারের তরফে ওয়ার্ডভিত্তিক সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির হিসেব সংক্রান্ত তথ্য জমা পড়েনি। মন্ত্রী শংকর ঘোষ প্রকল্পের

শিলিগুড়ি পুরনিগম

অর্থ নয়ছয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করতেই পুর কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি ওই ওয়ার্ডগুলির প্রাক্তন কাউন্সিলারদের নোটিশ পাঠায়। সমস্ত নথি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর প্রকল্পের ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে থাকা অর্থ পুরনিগমের তত্ত্বাবধানে থাকা সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়।

আগামীতে নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য প্রতিটি বরোতে একটি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে। শহরের প্রতিটি বাড়ি, দোকান ও প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করা ফি বরোভিত্তিক অ্যাকাউন্ট হয়ে সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। ফলে ফি আদায়ের হিসেব এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা হবে বলে পুরনিগম সূত্রে খবর।

আগামী দিনে বাড়ি, দোকান সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ফি আদায়ের দায়িত্ব নির্মল সাথী কিংবা সুপারভাইজারদের দেওয়া হবে। এই কাজে নিযুক্ত সকলের হাতে একটি করে পিওএস মেশিন তুলে দেওয়া হবে। সেই মেশিনের মাধ্যমেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফি আদায় করা হবে। তৎক্ষণাৎ প্রিন্টেড রসিদ গৃহকর্তা কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কেউ ডিজিটাল পদ্ধতি এড়িয়ে হাতে হাতে ফি জমা দিতে চাইলে বাধা নেই। সেক্ষেত্রেও প্রিন্টেড রসিদ দেওয়া বাধ্যতামূলক। ফি আদায় সংক্রান্ত সমস্ত নথি দৈনিক সংশ্লিষ্ট বরো অফিসে জমা দিতে হবে। পরে প্রতি সপ্তাহে বরোগুলির তরফে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পুরনিগমে পাঠানো হবে। এই প্রক্রিয়ায় ফি আদায়, রসিদ প্রদান এবং হিসেব জমার কাজও নির্দিষ্ট নিয়মে চলবে। পুরনিগম সূত্রে খবর, পুজোর পর থেকে নতুন করে ফি আদায় শুরু হলেও এই সময়কালের ফি মুকুব করে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রুটের বাইরে ৪০০ টোটো আটক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : টোটোচালকদের মধ্যে রুট বণ্টন হয়ে গেলেই রুটের বাইরে চলা টোটোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুজোর কোঅর্ডিনেশন মিটিংয়েই পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা সমস্ত ট্রাফিক গার্ডে দিনভর অভিযান চলে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন প্রায় চারশো টোটো আটক করা হয়। টোটোগুলির টিআইএন নথিভুক্ত করা হয়েছে। চারশোটির মধ্যে বেশ কিছু রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোও ছিল। ভবিষ্যতে একই টোটো ফের আইন ভাঙলে ধাপে ধাপে জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। কোনও ভুল রুটে যাতে সেগুলি ঢুকে না পড়ে, সেজনই আটক করা টোটোগুলির চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'এদিন আটক করে রাখা টোটোগুলোকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে নম্বর নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছে। ফের আইন ভাঙলে এবারে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, টোটো আটক হওয়ার পরে চালকদের নানা

ই-রিকশা, টোটোচালকদের বিক্ষোভ।

যুক্তিও শোনা যায়। জংশন এলাকায় স্টিকার ছাড়া একটি টোটো ধরা পড়লে চালক বলেন, 'সামনের গ্লাস পরিবর্তন করা হবে। তাই স্টিকার লাগানো হয়নি।' ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে তাঁকে স্টিকার লাগাতে বলা হয়। সেবক রোডে স্টিকার ছাড়া টোটো চালানোর সময় ধরা পড়ে আরেক চালকের বক্তব্য, 'আমার কাছে স্টিকার নেওয়ার জন্য কোনও ফোনই আসেনি। আমার কিছু জানাই ছিল না।'

এদিকে, একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটেশন দেয় শিলিগুড়ি বাজার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ই-রিকশা টোটো ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। মিছিল করে সংগঠনের টোটোচালকরা সেখানে যান। সংগঠনের তরফে বরুণ রায় বলেন, 'আমরা মূলত আটটি দফাকে সামনে রেখে মহকুমা শাসকের অফিসে এসেছি। আমাদের দাবি প্রত্যেক চালককে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে হবে। এছাড়াও আমরা চাইছি, ছয়টি রুটের বাইরেও আরও একটি রুট করতে। রেল হাসপাতাল থেকে ওই রুট গেটবাজার দিয়ে বাবুপাড়া হয়ে শহরের একেবারে মাঝখানে ঢুকবে। আবার সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাবে।'

কী কারণে এমন দাবি? বরুণের বক্তব্য, 'বাবুপাড়া, রেল হাসপাতাল, স্টেশন ফিডার রোডের মতো এলাকায় সেরকম টোটোর ব্যবস্থা নেই। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। তাই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, 'অনেকে অন্য জায়গায় থাকলেও রুট হিসেবে তাঁদের আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছে। ওই রুটের বাইরে বাড়িতে ফেরার পথে যাত্রী নিলেই পুলিশ জরিমানা করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে। তাই এই সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।'

রংদার রোববার

আয়ুধকথা

অস্ত্র মানেই কি শুধু লোহা, ধার আর আঘাত? না। দেবদেবীর হাতে এ কখনও অশুভের বিরুদ্ধে শক্তির প্রতীক, কখনও মানুষের বিশ্বাসের আশ্রয়। সেই অস্ত্রই আবার পুজোর আচার, কারিগরের শ্রম, পুরোনো পরিবারের স্মৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাসের অংশ। আর আজকের দিনে মানুষের হাতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়তো তার মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কিংবা সাহস। পুরাণ থেকে মানুষের জীবন, নানা আঙ্গিকে ছড়িয়ে আছে তার সুদীর্ঘ যাত্রা।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, পার্থপ্রতিম মিত্র ও কৌশিকরঞ্জন খাঁ
রম্যরচনা শিবশংকর সূত্রধর
ছোটগল্প অম্বরীশ ঘোষ
অণুগল্প অঞ্জনা ভট্টাচার্য ও নুর আহমেদ
কবিতা বিমলকুমার টোপ্পো, মনোয়ারা নৌরিন, সুশীল মণ্ডল, দীপক বর্মন, রঞ্জন চক্রবর্তী ও শুভঙ্কর পাল

সেপ্টেম্বর মাসের বিষয় : জীবন যখন সাদা-কালো

পাদুকা পুরাণ

প্রথম : অভিজিৎ শীল
(সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭০ডি

মেলার মাঝে

দ্বিতীয় : রাজদীপ সাহা
(সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭০ডি

কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে

তৃতীয় : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

বিদায়বেলায় জলপাইগুড়িতে

চতুর্থ : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ড্রোন ডিজেআই মিনি৪ প্রো

গুলমার্গে একাকী

পঞ্চম : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর) আইফোন ১৫

একলা পথিক

ষষ্ঠ : বনজিৎ বসাক
(ফুলবাড়ি, গঙ্গারামপুর) আইকিউওও নিও ৯ প্রো

জীবন ও জীবিকা

সপ্তম : প্রমিত দাস
(গোলবাড়ি, হাওড়া) সোনি এ৫৮

গঙ্গাসাগরের মেলায়

অষ্টম : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) নিকন ডি৩১০০

কাজে ডুবে

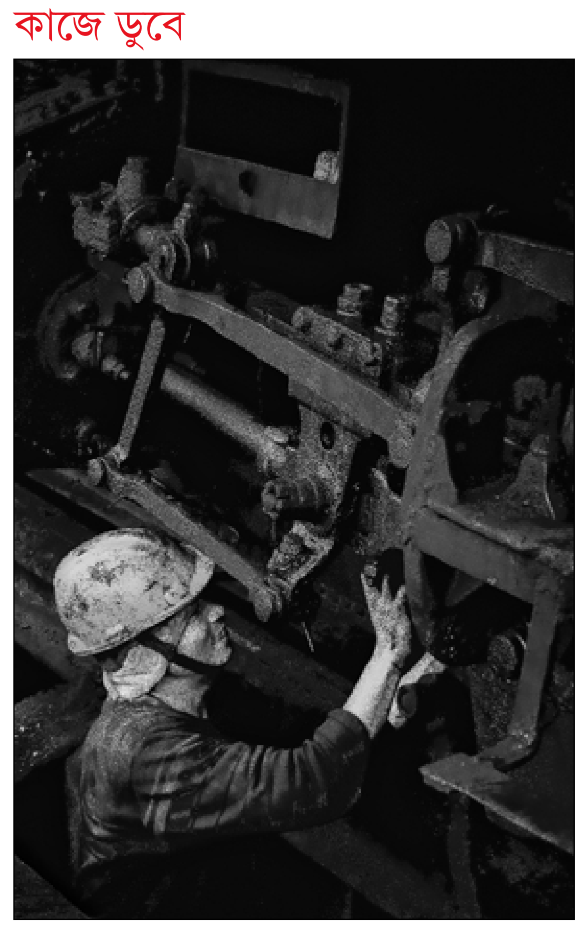

নবম : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

কাশ্মীরে একদিন

দশম : উদয়ন মজুমদার
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি) সোনি এ৬৭০০

গজলডোবার রোজনামচা

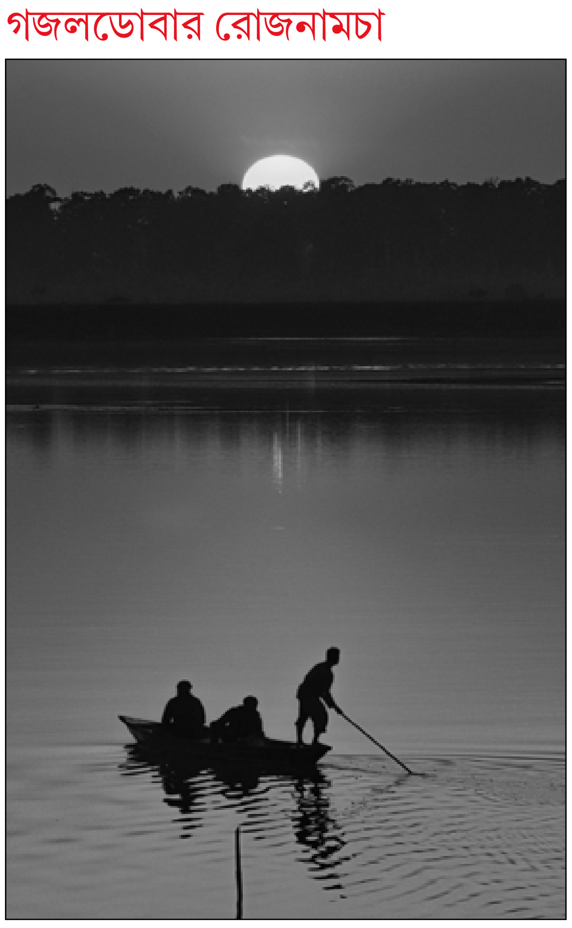

একাদশ : জয়ন্ত ব্যানার্জি
(আমবাড়ি-ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭৭ডি

চিত্র চিরদিন আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

গতিই জীবন

দ্বাদশ : অঙ্কুর রায়
(বুনিয়াদপুর, বংশীহারী) রেডমি ৯ প্রাইম

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

দেবাশীষ আচার্য, সপ্তর্ষি দে, জয়দীপ পাল, দেবাঞ্জলি ভট্টাচার্য, কোহিনূর কর, নারায়ণচন্দ্র সরকার, মাসরুফা ফারহানা আহমেদ, মুন্না বণিক, সুবীর বর্মন, অভিজিৎ দাশ, জয়াশিস বণিক, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, ডঃ সোমা দাশ, সুভান সরকার, প্রিয়ব্রত দে, অভিরূপ ভট্টাচার্য, শেলী দে, তমাদিত্য মজুমদার, তুহিনশুভ্র দাশ, গতিসত্তম সাহা, দেবপ্রিয়া পাল, প্রশান্ত চক্রবর্তী, সৌগত ঘোষ, দেবজ্যোতি চাকলাদার, বনশ্রী বাড়ুই, তনুশ্রী বাড়ুই, আরিফ আলম, শুভঙ্কর ভদ্র, শুচিস্মিতা সমাদ্দার, গৌরব বিশ্বাস, গৌরব পোদ্দার, মণীশ দত্ত ও রিপন সাহা।

চিনা রসুন বাজেয়াপ্ত

নকশালবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে নকশালবাড়ির সাতভাইয়াতে পুলিশের অভিযানে নিষিদ্ধ চিনা রসুন সহ আটক করা হয় এক টোটোচালককে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১০ বস্তা রসুন। এদিন রাতে ওই এলাকায় রসুনের বস্তাবোঝাই টোটোটি আটক করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পরে টোটোচালক কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় টোটো এবং রসুনের বস্তা হেপাজতে নেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই রসুন পানিট্যাঙ্কি থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত রসুন পানিট্যাঙ্কি কাস্টমসের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। আটক টোটোচালকের নাম দিলীপ বর্মন। তিনি পানিট্যাঙ্কির গৌরসিংজোতের বাসিন্দা।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। অমরজিৎ সিং নামে ওই ব্যক্তি সেবক রোড সংলগ্ন গুরুনানক রোডের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে তিনি স্কুটার নিয়ে বর্ধমান রোড হয়ে ফুলবাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। একটি ট্রাক বাঁক নেওয়ার সময় তাঁর স্কুটারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অমরজিৎ রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাঁর মাথায় চোট লাগে। তড়িঘড়ি ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মিছিল

চোপড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ২৮ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত কিষান মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ শাখার ডাকে কলকাতার সমাবেশের সমর্থনে শুক্রবার চোপড়া ব্লকের তিনটি এলাকায় মিছিল ও পথসভা হয়। চুটিয়াখোরের কালীগঞ্জ বাজার, ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এবং দাসপাড়ার নন্দীগছ হাটে আয়োজন করা হয় কর্মসূচির।

বৃষ্টিভেজা পথে। শুক্রবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের ক্যামেরায়।

দায়িত্বে সঞ্জয়, রাজু

কোচবিহার ও শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : তিনদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহার বিমানবন্দরে বিজেপি নেতা সঞ্জয় চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, 'বিধায়ক হতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হয়নি। তোমাকে কাজে লাগাব।' সেই আশ্বাসের পরই শুক্রবার উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পেলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয়। সঞ্জয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে কনভেনর হয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি নেতা রাজু সাহা। শেষ মুহূর্তে নাটাবাড়ি আসনে গ্রেটার কোচবিহার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা বংশীবদন বর্মনের অনুগামী গিরিজাশংকর রায়কে প্রার্থী করায় শিকে ছেঁড়েনি সঞ্জয়ের। তবে এবার তাঁকে দলের শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনর করা হয়েছে। রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহত্রী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই ঘোষণা করেছেন। সঞ্জয় বলছেন, 'দল যা দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

দলীয় সূত্রে খবর, বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা রয়েছে। পাঁচটি জেলার সাংগঠনিক কাজকর্ম দেখাশোনা ও সমন্বয় রক্ষা করাই সঞ্জয়ের দায়িত্ব।

মনোরোগ বিভাগে বিভেদ জানলায়

বাইরে রোগী, ভেতরে ডাক্তার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : এপারে চিকিৎসক, ওপারে রোগী। মাঝখানে একটি জানলা। সেই জানলা দিয়েই চলছে রোগী দেখা, শোনা হচ্ছে তাঁদের সমস্যার কথা। ঘরের ভেতর থেকেই লিখে দেওয়া হচ্ছে রোগীদের প্রেসক্রিপশন। করোনা পরিস্থিতির সময় যে ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল, ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বহির্বিভাগে সেই ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি। রোজ গড়ে ২৫০-৩০০ জনের বেশি রোগী মনোরোগ বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। রোগীদের দাঁড়ানোর জন্য টিনের আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রোগীদের প্রতিদিনের লাইন সেই ছাউনি ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায়। খোলা আকাশের নীচে কখনও প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, কখনও চড়া রোদ মাথায় নিয়েই সাধারণ মানুষকে ডাক্তার দেখানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

শুক্রবারও মেডিকেলে সেই চেনা চিত্র চোখে পড়েছে। শুধু রোগীদের সমস্যাই নয়, বিষয়টি নিয়ে এবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে। মেডিকেলের অন্য বিভাগে যেখানে রোগীদের পাশে বসিয়ে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেখানে মনোরোগ বিভাগে কেন এমন অবস্থা, তা নিয়ে খোদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৌশিক ইশোর প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এদিন মেডিকেল চত্বর ঘুরে দেখার সময় মনোরোগ বিভাগে জানলার ওপার থেকে রোগী দেখার বিষয়টি নজরে এসেছে, যা খুবই দৃষ্টিকটু। চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলব। দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন করা হবে। কেননা এমন বৈষম্য চলতে পারে না। ঘরের ভেতর রোগী দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে জায়গাও রয়েছে।'

এদিন দুপুরে দেখা যায়, মনোরোগ বিভাগের বাইরে অন্তত ১৫০ জন রোগী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চারটি জানলা খোলা। একটি লাইন ছাউনি পার করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। রোগীদের নাম ও কী সমস্যা রয়েছে, তা জানলার ওপার থেকেই শুনে নিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে তা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের সরাসরি বসে কথা বলার সুযোগ থাকছে না। মনোরোগের মতো একটি স্পর্শকাতর চিকিৎসাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কতটা উপযুক্ত, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন রোগীদের পরিবারগুলি।

ইসলামপুর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন ৬৫ বছরের করিম মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'হই-হট্টগোলের মধ্যে চিকিৎসককে সমস্যার কথা কী বলব আর তিনি কী শুনবেন, জানি না। ডাক্তারের পাশে বসতে পারলে সবটা ভালো করে বলতে পারতাম। আমার মতো সকলেরই একই পরিস্থিতি। প্রাইভেটে চিকিৎসককে দেখাতে খরচ বেশি, তাই মেডিকেলে এসেছি।'

এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হয়েছে। কালো মেঘ মাথায় নিয়ে রোগীরা দাঁড়িয়েছিলেন। রাঙ্গাপানির বাসিন্দা রঞ্জনা বর্মন ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। রঞ্জনার কথায়, 'বৃষ্টিতে চারপাশ কাদা হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। যা ভিড়, তাতে বসার উপায় নেই। লাইন ছাড়লে অন্য কেউ এসে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। এভাবে জানলা দিয়ে রোগী দেখা বন্ধ করা হোক।'

এর আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কয়েকজন রোগী উত্তেজিত হয়ে বিভাগে ভাঙচুর চালিয়েছিল। তারপর থেকেই রোগীদের ভেতরে বসিয়ে দেখা চিকিৎসকরা ভয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন বলে খবর।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের জানলার বাইরে লম্বা লাইন। শুক্রবার।

ই-প্রেসক্রিপশন চালু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : হাতে লেখা প্রেসক্রিপশনের বদলে এবার কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থায় চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শুক্রবার থেকে পুরোদমে বহির্বিভাগে চালু হল ই-প্রেসক্রিপশন ব্যবস্থা। প্রথম দিনেই প্রায় দুই হাজার রোগীকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

এতদিন আউটডোরে চিকিৎসক দেখাতে গেলে টিকিট কাউন্টার থেকে রোগীদের একটি ব্ল্যাংক শিট বা কাগজ দেওয়া হত। তাতে রোগীর নাম, বয়স, কোন বিভাগে চিকিৎসক দেখাবেন এবং সেই বিভাগ কোন ঘরে রয়েছে, সেই তথ্য লেখা থাকত। ওই কাগজ নিয়েই সংশ্লিষ্ট বিভাগে যেতে হত রোগীদের।

শুক্রবার থেকে বদলে গিয়েছে সেই ব্যবস্থা। এখন টিকিট কাউন্টারেই রোগীর নাম, বয়স, সমস্যা এবং কোন বিভাগের চিকিৎসককে দেখাতে হবে, সেই তথ্য কম্পিউটারে নথিভুক্ত করছেন হাসপাতালের কর্মীরা। কাউন্টার থেকে রোগীকে দেওয়া হচ্ছে একটি চিরকুট। সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৌঁছালে চিকিৎসক সেই চিরকুট নিয়ে নিচ্ছেন। চিরকুটের নম্বর কম্পিউটারে টাইপ করতেই রোগীর যাবতীয় তথ্য স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। রোগীকে পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক কম্পিউটারেই প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম, পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অন্যান্য পরামর্শ টাইপ করে দিচ্ছেন। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে তার প্রিন্ট আউট প্রেসক্রিপশন রোগীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালের সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেন, 'এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন কাগজের ব্যবহার কিছুটা কমবে, তেমনই ওষুধের নাম বুঝতে সমস্যা হবে না। অনেক সময় হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন বুঝতে রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কম্পিউটারে টাইপ করা প্রেসক্রিপশন হওয়ায় ওষুধের নাম এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে সমস্যা হবে না। এতদিন পরীক্ষামূলকভাবে ই-প্রেসক্রিপশন চলছিল। এবার সমস্ত বহির্বিভাগে এটা চালু হচ্ছে।'

- শুক্রবার প্রথম দিনেই প্রায় দুই হাজার রোগী পেলেন কম্পিউটারাইজড প্রেসক্রিপশন
- এই ব্যবস্থায় কাগজের ব্যবহার কিছুটা কমবে
- পাশাপাশি ওষুধের নাম বুঝতে রোগীদের সমস্যা হবে না বলে আশা কর্তৃপক্ষের

এদিন রেডিওথেরাপি, চর্মরোগ, দাঁত, মনোরোগ, চেস্ট এবং পিএমআর সহ একাধিক বিভাগে ই-প্রেসক্রিপশন দেওয়া হয়েছে। মেডিসিন ও শিশুরোগ বিভাগের বহির্বিভাগেও প্রায় ১০০ জন করে রোগীকে এই ব্যবস্থায় স্লিপ বা টোকেন দেওয়া হয়। এদিকে, মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির তরফে বাজেয়াপ্ত বিভিন্ন যানবাহন মেডিকেল চত্বরে এনে ফেলে রাখা হচ্ছে। সেগুলি অন্যত্র রাখার জন্য মেডিকেল ফাঁড়িকে চিঠি দিয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

আগমনী

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

মন্দিরই যেন দ্বিতীয় বাড়ি

দুর্গাপুজোর দশভুজা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আর কুড়িদিনের অপেক্ষা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। দুর্গাপুজো মানে রোজকার আটপৌরে জীবনের ফাঁকে অনাবিল আনন্দের খোঁজ। তাই সংসারের হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে পুজোর কয়েকটা দিন সারদাপল্লির শ্রী শ্রী ইচ্ছাময়ী কালীবাড়ি হয়ে ওঠে সীমা, শ্যামলী, বিউটি, বাবলি, ঊষা, বনানী, মিনতিদের দ্বিতীয় বাড়ি। ঢাকে কাঠি পড়ার অনেক আগে থেকে শুরু হয় উন্মাদনা ও পুজোর তোড়জোড়। এবার পুজোয় কে কোন দায়িত্ব সামলাবেন, আয়োজনে কী কী নতুনত্ব থাকবে— আড্ডার ফাঁকে এসব নিয়ে চলে জোর আলোচনা। আর পুজো শুরু হয়ে গেলে তো কথাই নেই! প্রতিদিন সকালের গন্তব্য পাড়ার কালীবাড়ি। আর দিন শেষে কে যে কখন বাড়ি ফিরবেন, তার থাকে না কোনও নির্দিষ্ট সময়।

সারদাপল্লির এই পুজো এবার ৪৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। এলাকার প্রায় ১০-১২ জন মহিলা বছরের পর বছর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন পুজো আয়োজনের সঙ্গে। পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে যায় তাঁদের নিরামিষ খাওয়া। উপোস থেকে শুরু করে পুজোর ভোগের জোগাড়, সবজি কাটা, রান্না করা এবং সমস্ত উপচার পরিপাটি করে সাজানোর মতো যাবতীয় কাজ হাসিমুখে হাতে হাত মিলিয়ে সামলান তাঁরাই। পুজো শেষে পুষ্পাঞ্জলি, ভোগের প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পুজোর চারদিন বাড়ির চেয়ে মন্দিরেই যে তাঁরা বেশি আনন্দ খুঁজে পান, এব্যাপারে সকলে সহমত।

১৯৬৯ সালে যখন টিনের চাল দিয়ে ছোট্ট একটি মন্দির তৈরি হয়, তখন থেকেই এই মন্দির দেখে আসছেন ঊষা সান্যাল। তবে গত দশ বছর মন্দিরের সঙ্গে তিনি যেন একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। বাজার সহ বাইরের যাবতীয় কাজ পুরুষ সদস্যরা সামলালেও, অন্দরের হেঁশেলের হাল ধরেন মহিলারা। ঊষা বলেন, 'প্রসাদ বিতরণের মূল দায়িত্ব আমার থাকে। পুজোর দিনগুলোতে তো বাড়িতে যেতেই ইচ্ছে করে না।'

সারদাপল্লির শ্রী শ্রী ইচ্ছাময়ী কালীবাড়িতে স্থানীয় মহিলারা। শুক্রবার।

প্রায় আট বছর পুজোর ভোগ রান্নার গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন বাবলি বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তমীতে মা দুর্গাকে ভাত, ডাল, রকমারি সবজি, পিঠে ও নাড়ু দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। অষ্টমীতে থাকে বাসন্তী পোলাও সহ কিছু বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা। নবমীতে সাধারণ ভোগের আয়োজন থাকলেও দশমীতে মায়ের জন্য পান্তাভাত ও কচু শাক রান্না করা হয়। পুজোর দিনগুলোতে নিজে বাড়িতে যাওয়ার বদলে পরিবারের সদস্যদেরই মণ্ডপে ডেকে নেন তিনি।

মিনতি চট্টোপাধ্যায়ের স্বামী ও ছেলে পুজোয় রোজ প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরোন। মিনতি বলেন, 'আমি কোনও একদিন সময় করে ওদের সঙ্গে মণ্ডপে যাই। বাকি দিনগুলোতে আমার আর সময় হয়ে ওঠে না।' পুজোর লুচি তৈরির দায়িত্ব থাকে রুমা রায়চৌধুরীর কাঁধে। এখন মন্দিরের পাশের মাঠে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। কয়েকদিন পর মায়ের প্রতিমা এসে পৌঁছাবে। সেই অপেক্ষাতে প্রহর গুনছেন সারদাপল্লির ঘরের মেয়েরা।

কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে উমা। বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

পুজো শেষের পর ওঁদের 'উৎসব'

পুজো বিশ্বকর্মা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শরতের হাওয়ায় শহরের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নানা মণ্ডপ। কেউ বাঁশ বাঁধছেন, কেউ কাঠে পেরেক ঠুকছেন। এই শিল্পীদের হাতেই সাজবে শহরের প্রতিটি পুজোমণ্ডপ। রুজির টানে কেউ উত্তরবঙ্গের, কেউ আবার দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা। উৎসবের জন্য তাঁদের হাড়ভাঙা খাটুনি শুরু হয় কয়েক মাস আগে থেকেই। থিম মেকারদের মনের মতো প্যান্ডেল তৈরি করা তাঁদের কাজ। পুজোয় এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ মণ্ডপশিল্পীদের পরিবারেই পুজোর আমেজ আসে একটু ধীরগতিতে।

মহালয়ার পরও কাজ চলে জোরকদমে। তৃতীয়া বা চতুর্থীতে কাজ শেষ হয়। প্রায় ৩-৪ মাস বাইরে থাকার পর টাকা পেয়ে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। পঞ্চমীতে অনেকে যখন ঠাকুর দেখতে বেরোন, তখন তাঁদের হিসেব চলে কার জন্য কত টাকায় জামাকাপড় কিনবেন। ভিনরাজ্যে কাজে গেলে অনেকেই পুজোয় ফিরতে পারেন না।

ঘোগোমালির মাঠে কাজ করছিলেন খড়িবাড়ির রতন বর্মন। ৬-৭ বছর নেপালে ও ভিনরাজ্যে কাজ করায় পুজোয় বাড়ি ফেরা হয়নি। শারদীয়ার পরই মণ্ডপ খুলে কালীপুজোয় নিয়ে যেতে হত। এবার বাড়ি ফিরবেন ভেবেই খুশি তিনি। বলছিলেন, 'পুজো উদ্বোধনের আগের দিন কাজ শেষ হবে। তারপর বাড়ি ফিরে যাব। বাড়িতে বাবা, মা, স্ত্রী রয়েছেন। গিয়ে সকলের জন্য কেনাকাটা করব। ওই সময়ে বাজার থেকে ভালো জামা উধাও হয়ে যায় ঠিকই তবে টাকা আর সময় দুটোই না পাওয়া পর্যন্ত তো আর কেনাকাটা হবে না।'

তৃতীয়া, চতুর্থী নাগাদ বাড়ি ফেরেন ময়নাগুড়ির অখিল ভৌমিক। বাড়িতে তিন মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছে। অখিল বললেন, 'বাড়িতে পৌঁছানোমাত্রই শুরু হয়ে যায় মেয়েদের আবদার। শুধু তো জামা নয়, জুতো, সাজগোজেরও কিছু জিনিস চাই তাদের। ষষ্ঠী-সপ্তমী দুইদিন অল্প অল্প করে বাজার করা হয়। তারপর ঠাকুর দেখা। বাড়ির সবাইকে ঠাকুর দেখতে পাঠিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করি। আবার কালীপুজোয় বেরোতে হবে কাজে।'

শিলিগুড়িতে কাজ পেয়ে এবার দূরের কাজ নেননি ময়নাগুড়ির নিত্যানন্দ রায়। কারণ দর্শিয়ে বলেন, 'পুজো শেষ হলে তাহলে বাড়ি ফিরে যেতে পারব। পরিবারের সঙ্গে একটু বেশি সময় কাটাতে পারব। বাড়ি ফিরে মা-বাবা, ছেলেমেয়েদের জন্য কেনাকাটা করতে হবে। ওরা আমার অপেক্ষায় রয়েছে।' কাজ সেরেই মেদিনীপুরে বাড়ি ফিরবেন শংকর দাস। তিন মাস শিলিগুড়িতে কাজ করছেন। পুজোর দিনে তিনি বাড়ি না গেলে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় হবে না।

সুব্রত সংঘের মণ্ডপে আদি শক্তির রূপ

মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঠিক আগে কী ছিল? এই প্রশ্ন কখনও না কখনও আমাদের সবার মনেই এসেছে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কথিত আছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে শুধু অবিনাশী এবং নিরাকার এক শক্তি ছিল। সেই ভাবনাই ফুটে উঠবে থিম মেকার রবীন্দ্রনাথের ক্যারিশমায়।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : কোথা থেকে সৃষ্টি হল এই মহাবিশ্বের? কী ছিল তার আগে? কথিত আছে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে অস্তিত্ব ছিল এক অবিনাশী এবং নিরাকার শক্তির। ওই শক্তিকে 'আদি শক্তি' বলা হয়। কথিত আছে, দেবী দুর্গা হলেন এই আদি শক্তির প্রতীক। শক্তির এই প্রাচীন উৎসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ বছর সুব্রত সংঘের পুজোর থিম 'আদি শক্তি'।

মণ্ডপ পরিদর্শন করার সময় দর্শনার্থীদের মনে হবে সময় যেন কয়েক যুগ পিছিয়ে গিয়েছে। মনে হবে পুরোনো কোনও মন্দিরে প্রবেশ করছেন। বর্তমানে জোরকদমে মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে।

সুব্রত সংঘের থিম মেকার রবীন্দ্রনাথ বেরা। তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা। প্রায় আড়াই মাস ধরে তিনি মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আদি শক্তি কেবল একটি ভাবনা নয়। আদি শক্তি সৃষ্টি, চেতনা ও জীবনের চিরন্তন উৎস।

এই শক্তির আরাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের সন্ধান পায়। সেই মহাশক্তিকে দর্শনার্থীরা এই মণ্ডপে দেখতে পাবেন।'

মণ্ডপে ঢুকে দর্শনার্থীরা পুরোনো দিনের 'ভাইবস' পাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। মণ্ডপসজ্জা ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন রকমের পাথর ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিমা দেখে প্রাচীন কোনও মন্দিরের পুরোনো ধাঁচের মূর্তি মনে হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

থিম আছে থিম নেই

মণ্ডপে ঢোকার মুখে শিবের একটি মূর্তি থাকবে। মূর্তির পেছনে থাকবে ঝরনাও। দেখে মনে হবে পুরোনো মন্দিরের গা ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে ওই ঝরনা।

এবার সুব্রত সংঘের পুজোর ৬৯তম বর্ষ। পুজোর বাজেট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রত্যেকবারই নতুন কিছু করার ভাবনা থাকে এই ক্লাবের সদস্যদের। আর সেই ভাবনা দেখতে রাত জেগে লাইনে দাঁড়ান আট থেকে আশি। এবারও মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা দেখে দর্শনার্থীরা হতাশ হবেন না, আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার নাথ বলেন, 'প্রথমবার শুনেই ক্লাবের সমস্ত সদস্যের এই আইডিয়াটা পছন্দ হয়ে যায়। মণ্ডপে এসে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হবেন বলে আশা রাখছি। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হবে।' এই পুজোতে জেন-জেডদের আড্ডা জমে। তরুণ প্রজন্মের অনেকে সকাল থেকেই এই মণ্ডপে ভিড় করেন।

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা দেবার্ঘ্য বৈদ্য বলেন, 'ভাগ্যিস! বাড়ির কাছে এরকম একটা পুজো হয়। আড্ডা মারার জন্য আমাদের আর কোথাও যেতে হয় না। সমস্ত বন্ধুরা এখানে আসে। পুজোর বেশিরভাগ সময় এই মণ্ডপেই কাটে। এই পুজোর ভাইবস-ই আলাদা।'

তৃতীয়াতে এই পুজোর উদ্বোধন হবে।

নেপথ্যে জাতীয় রাইফেল সংস্থার সাহসী সিদ্ধান্ত

শুটিংয়ে প্রথম সোনা কমলজিৎ-সুরুচির

শুটিংয়ে প্রথম সোনা জয়ের পর কমলজিৎ ও সুরুচি ইন্দার সিং। আইচিতে।

আইচি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গতবারের এশিয়ান গেমসে শুটিং থেকে ভারতের ঘরে ৭টি সোনা এসেছিল। কিন্তু এবারের এশিয়াডে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পোডিয়ামের শীর্ষস্থানে দাঁড়াতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন ভারতীয় শুটাররা। আক্ষেপ মিটল শুক্রবার সকালে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্ট থেকে দেশকে সোনা এনে দিলেন কমলজিৎ-সুরুচি ইন্দার সিং। এশিয়াডে এই ইভেন্ট থেকে এটাই ভারতের প্রথম সোনা। কমলজিৎদের সোনালি সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে জাতীয় রাইফেল সংস্থার (এনআরআই) এক সাহসী সিদ্ধান্ত।

প্রাথমিকভাবে মিক্সড টিম ইভেন্টে হরিয়ানার সুরুচির সঙ্গে নামার কথা ছিল কেডারলিং বালাকৃষ্ণ উচাগানভের। কিন্তু বৃহস্পতিবার পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত ইভেন্টের যোগ্যতার্জন পর্বে হরিয়ানার ২৩ বছরের কমলজিৎ ভারতের সেরা পারফর্মার ছিলেন। ৫৮০ পয়েন্ট নিয়ে তিনি নবম স্থানে শেষ করেন।

রুপো ৫০ মিটার রাইফেলের থ্রি পজিশনে

১ পয়েন্টের জন্য ফাইনালে উঠতে না পারলেও এনআরআই কর্তারা কমলজিতের উপর ভরসা রাখেন। তাঁকে সুরুচির সঙ্গে মিক্সড টিমে নামার সিদ্ধান্ত নেন। যা এদিন এবারের এশিয়াডে ভারতকে শুটিং থেকে প্রথম সোনা এনে দিল।

সুরুচি নিজে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের ব্যক্তিগত বিভাগে জঘন্য ফল করেছিলেন। কিন্তু এদিন সেই হতাশা ভুলে দুরন্ত মেজাজে শুরু করেন দুই ভারতীয় শুটার। যোগ্যতার্জন পর্বে ৫৮৭ স্কোর করে এশিয়াডে নতুন কোয়ালিফিকেশন রেকর্ড গড়েন কমলজিৎরা। ভাঙেন গত এশিয়াডে সরাবজ্যোৎ সিং ও দিব্যা টিএসের নজির। যোগ্যতার্জন পর্বের আত্মবিশ্বাস ফাইনালেও ধরে রাখেন সুরুচি-কমলজিৎ। ৪৮৪.৬ স্কোর করেন তাঁরা। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ৬.৬ পয়েন্টের ব্যবধান রেখে সোনার পদক গলায় ঝোলানো নিশ্চিত করে ফেলে এই ভারতীয় জুটি।

প্রথমবার এশিয়াডে নেমেই সোনা জয়ের তৃপ্তি নিয়ে ২০ বছরের সুরুচি বলেছেন, 'আমাদের হাত ধরে শুটিংয়ে এবার প্রথম সোনা এল। এই অনুভূতি অসাধারণ। সোনা জয় নিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। গত কয়েকদিনে শুটিংয়ে রুপো, ব্রোঞ্জ এসেছে। কিন্তু ভাবছিলাম, সোনা কেন আসছে না? তারপর মনে হল, সোনার পদক হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর আজ সত্যিই সোনা জিতে গেলাম।'

> গত কয়েকদিনে শুটিংয়ে রুপো, ব্রোঞ্জ এসেছে। কিন্তু ভাবছিলাম, সোনা কেন আসছে না? তারপর মনে হল, সোনার পদক হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর আজ সত্যিই সোনা জিতে গেলাম।
>
> -সুরুচি ইন্দোর সিং

গত বছর বিশ্বকাপে চারটি ব্যক্তিগত সোনা জিতলেও এশিয়াডে ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুরুচি। তবে মিক্সড ইভেন্টের ফাইনালে ওঠার পর সুরুচির কোচ সুরেশ সিংয়ের বিশ্বাস ছিল, তাঁর ছাত্রী এবার সোনা আনবেই। সুরুচির সোনা জয়ের পর সুরেশ বলেছেন, 'ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনালে না উঠতে পেরে সুরুচি হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ও প্রত্যাবর্তন করতে জানে। মিক্সড ইভেন্টের ফাইনালে ওঠার পর আমি ২০০ শতাংশ নিশ্চিত ছিলাম, সুরুচি সোনা জিতবেই। বাস্তবে সেটাই হল।'

২০২৩ সালে ট্রেনিং থেকে অটোরিক্সা করে ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন কমলজিৎ। মাসখানেকের বেশি তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। তাঁর পরিবার ধারদেনা করে হাসপাতালের বিল মিটিয়েছিলেন। সেই অন্ধকার অধ্যায় থেকে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়-ছেলেকে এদিন পোডিয়ামে দাঁড়াতে দেখে আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন কমলজিতের বাবা রতিরাম। বলেছেন, 'কমলজিতের দুর্ঘটনার পর হাসপাতালের বিল দাঁড়িয়েছিল ৪ লক্ষ টাকা। বিল মেটাতে লোন নিয়েছিলাম, পরিচিতদের কাছে হাত পেতেছিলাম। ওই দুর্ঘটনায় কমলজিতের দুই সহযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। ভগবানের আশীর্বাদে কমলজিৎ বেঁচে যায়। আজকে ভগবানই ওকে সোনা জিতিয়ে দিল।' সাত বছরের পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়ে কমলজিৎ বলেছেন, 'পদক জিতে ভালো লাগছে। সাত বছরের পরিশ্রমের ফল অবশেষে পেলাম।'

কমলজিৎদের সোনালি সাফল্যের দিনে পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেলের থ্রি পজিশন ইভেন্ট থেকেও ভারতীয় শুটাররা পদক এনেছেন। ১৭৬২ স্কোর করে রুপো জিতে নেন ঐশ্বর্যপ্রতাপ সিং, নীরজ কুমার ও রুদ্রাংশ পাতিল।

৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে রুপো জিতে ঐশ্বর্যপ্রতাপ সিং, নীরজ কুমার ও রুদ্রাংশ পাতিল। শুক্রবার।

নব্বই মিনিটে তিন পদক অ্যাথলেটিক্সে

রুপো গুলবীরের ■ ব্রোঞ্জ মনপ্রীত, বারানিকার

নাগোয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইভেন্ট এবারের এশিয়াডে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমদিনই মহিলাদের ১০ হাজার মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সীমা কুমারী। ৪x৪০০ মিটার রিলের মিক্সড ইভেন্টেও রুপো আদায় করে নেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। সাফল্যের রেশ শুক্রবারও বজায় থাকল। ১ ঘণ্টা ২১ মিনিটের মধ্যে অ্যাথলেটিক্স থেকে তিন পদক এল ভারতের ঝুলিতে।

পুরুষদের ১০০ মিটারে অনিমেষ কুজুর ও গুরিন্দারবীর সিংয়ের ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হওয়া ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের হতাশ করেছিল। কিন্তু বিকাল ৪.২৮ মিনিটে মহিলাদের শটপাটে মনপ্রীত কাউরের ব্রোঞ্জ জয় ভারতবাসীর মুখে হাসি ফোটায়। ১৭.১৭ মিটার ছুড়ে কেরিয়ারের প্রথম এশিয়ান গেমস পদক জিতে নেন ৩৬ বছরের মনপ্রীত। ভারতের তৃতীয় মহিলা হিসেবে এশিয়ান গেমসে শটপাটে পদক জিতলেন পাতিয়ালার এই অ্যাথলিট। অথচ ডোপিংয়ের জন্য একসময় চার বছর মনপ্রীত নির্বাসিত ছিলেন। সিনিয়ার পর্যায়ের টুর্নামেন্টে ফেরেন ২০২১ সালে। হ্যাংঝৌয়ে পঞ্চম স্থানে থেমেছিলেন। চলতি বছরের কমনওয়েলথ গেমসে অল্পের জন্য পদক মিস করেন। এদিন ব্রোঞ্জ জয়ে অতীতে সব হতাশা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল মনপ্রীতের।

মনপ্রীতের পর পালা ছিল গত দুই বছরে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠা গুলবীর সিং। হ্যাংঝৌ এশিয়াডে পুরুষদের ১০ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। এবারের কমনওয়েলথে ৫ ও ১০ হাজার মিটারে যথাক্রমে ব্রোঞ্জ ও রুপো এসেছিল গুলবীরের। শুক্রবার ভারতীয় সময় বিকাল ৫.৩১ মিনিটে নাগোয়ার মিজুহো পার্ক অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে গতবারের এশিয়াডের ব্রোঞ্জ রুপোতে বদলে নিলেন তিনি। ২৮ মিনিট ২৯.৩৮ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে পোডিয়ামের দ্বিতীয় স্থান দখল করেন ২৮ বছরের গুলবীর।

গুলবীরের উচ্ছ্বাসের রেশ কাটার আগেই বিকাল ৫.৪৯ মিনিটে ইতিহাস গড়লেন তামিলনাড়ুর বারানিকা এলানগোভান। ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে এশিয়ান গেমসে পোল ভল্টে ব্রোঞ্জ জিতে নেন তিনি। ৩.৮৫ মিটার দিয়ে শুরু করার পর তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৪.২৫ মিটার লাফিয়ে পোডিয়ামের তৃতীয় স্থান নিশ্চিত করে ফেলেন ২৯ বছরের বারানিকা। চলতি বছরের শুরুতে তিনি দুইবার জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন। সেই আত্মবিশ্বাস এদিন বারানিকার পারফরমেন্সে ধরা পড়ল।

অ্যাথলেটিক্সে পদকের হ্যাটট্রিকের দিনে পুরুষদের ৪০০ মিটারে ফাইনালে উঠেছেন বিশাল টিকে। মহিলাদের ৪০০ মিটারে ফাইনালে জায়গা পাকা করেছেন কিরণ পাহাল ও প্রাচী। কাবাডিতেও ভারতের দিনটা ভালো গিয়েছে। নবমবার পুরুষ দল ফাইনালে উঠল। এদিন সেমিফাইনালে তারা ৬৬-২৮ পয়েন্টে থাইল্যান্ডকে হারিয়েছে। মহিলারা ৪৮-২৪ পয়েন্টে নেপালকে চূর্ণ করে খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। সেমিফাইনালে উঠেছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। এদিন তারা ৩-১ গোলে জাপানকে হারিয়েছে। বক্সিংয়ে পুরুষদের ৬০ কেজিতে শচীন সিওয়াচ ৪-১ ব্যবধানে মহম্মদ আদনানকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন। তবে বিদায় নিয়েছেন প্রীতি পাওয়ার (মহিলাদের ৫৪ কেজি)।

ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে রাউন্ড অফ ৩২-এ হেরে ছিটকে গিয়েছেন গতবারের সোনাজয়ী সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। বিদায় নিয়েছেন এমআর অর্জুন-আমসাকরুণান হরিহরণ। তবে মহিলাদের ডাবলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। মিক্সড ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা পেয়েছেন তানিশা ক্রাস্টো-ধ্রুব কপিলা।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	৯৮	৩৭	২৪	১৫৯
২	জাপান	২৮	৪৩	৪৪	১১৫
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	১৩	১৭	৩৪	৬৪
৪	কাজাখস্তান	৮	৮	১৪	৩০
১২	ভারত	২	৯	১২	২৩

১০ হাজার মিটার দৌড়ে রুপো জয়ের পর গুলবীর সিং।

ছেলেকে 'ভয়ডরহীন' ক্রিকেটের গুরুমন্ত্র বীরুর

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'ডর না মানা হ্যায়'। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, পাকিস্তানের মুলতান হোক দেশের চেনা পিচ। ব্যাট হাতে বাইশ গজে বরাবর একটাই স্লোগান- ভয় পাওয়া নয়, প্রতিপক্ষকে আতঙ্কে রাখো। নিজের ক্রিকেটার পুত্র আর্যবীরকেও সেই গুরুমন্ত্রই দিয়েছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে প্রথমবার ডাক পেয়ে মোটামুটি সফল আর্যবীর প্রসঙ্গে বীরু বলেছেন, 'ওকে নিয়ে আমি গর্বিত। ওকে বলেছি, মাঠে নামলে চাপ থাকবে। কিন্তু চাপ সরিয়ে নিজের সহজাত ক্রিকেট খেলতে হবে। সঠিকভাবে নিজেকে মেলে ধরো। বড় স্কোর যদি নাও আসে চাপ নিও না। নিজেকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বড় রান আসবেই। কিন্তু বড় স্কোরের জন্য ছটফট করলে হিতে বিপরীত।'

অনূর্ধ্ব-১৯ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তিন ম্যাচে ১০৯ রান করেছেন। বড় স্কোর না এলেও ছোট ছোট ইনিংসে প্রভাবিত করেছেন। শেহবাগের বিশ্বাস, ছোট ছোট সাফল্যগুলি এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পুত্রকে নিয়ে আরও বলেছেন, 'ভারসাম্য খুব জরুরি। মানুষ যেমন ভালোবাসবে, তেমনই খেলার সমালোচনাও করবে। কিন্তু পালটা মুখ খুলতে নেই। নিজে যা করছ, সেখানেই ফোকাস রাখা জরুরি। ভালো করলে ঠিক রান পাবে। নাহলে নয়। স্কিল, পরিশ্রমই শেষকথা, বাইরের কে কী বলল, তা নয়।'

বাবার গুরুমন্ত্র মেনেই একের পর এক ধাপ পেরোচ্ছেন আর্যবীর। বীরুর কথায়, 'ইতিমধ্যে দিল্লির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছে। কখনও রান পেয়েছে, কখনও ব্যর্থ। কিন্তু আর্যবীরের সবথেকে বড় গুণ, কোনও কিছু ওকে প্রভাবিত করে না। তবে বয়স অল্প, মাঝেমধ্যে কিছুটা মনমরা থাকে। সবে ১৮। শিখছে। শেখার আরও অনেক বাকি।'

এদিকে, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি অবসর বিতর্কেও মুখ খুলেছেন। শেহবাগের কথায়, ক্রিকেটার আসবে, যাবে, কিন্তু ক্রিকেট চিরকালীন। 'অনেকে বলে, আমি বিরাটের জন্য খেলা দেখি, রোহিতের জন্য খেলা দেখি। ওরা অবসর নিলে আরও দেখবে না। আগেও সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, শচীন তেন্ডুলকারকে নিয়েও একই কথা শুনতাম। কিন্তু মানুষ এখনও খেলা দেখা ছাড়েনি। আগের মতোই ক্রিকেটে মজে। আসলে কেউ অবসর নিলে তাঁর ভক্তরা খেলা দেখবে না, এমনটা ঘটে না। ঘটলে, ক্রিকেট এত দিনে বন্ধ হয়ে যেত।'

স্কোয়াশে নিশ্চিত আরও তিন পদক

টেবিল টেনিসে ব্রোঞ্জ দিয়া-মনুষের

নাগোয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : অবশেষে এশিয়ান গেমসে টেবিল টেনিসে পদক এল ভারতের ঝুলিতে। মিক্সড ডাবলসে শুক্রবার ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন দিয়া চিতালে-মনুষ শা।

শুক্রবার দিনের শুরুতেই মিক্সড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের চার নম্বর ওং চুন তিং-ডো হোই কেমকে ৩-১ (১১-৬, ১৩-১৫,১১-৯, ১১-৫) গেমে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছিলেন দিয়া-মনুষ। সেমিফাইনালে অবশ্য বিশ্বের দুই নম্বর চিনের ওয়াং চু কিন-সুন ইং শার কাছে ৪-০(১১-৮,১১-৫,১১-৮,১১-২) গেমে পরাজিত হন তাঁরা। ফলে ব্রোঞ্জ পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে। ব্রোঞ্জ পদক জয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতের অন্যতম কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি হোয়াটসঅ্যাপ কলে বলছিলেন, 'দারুণ অনুভূতি। দিয়া ও মনুষের পারফরমেন্সে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। ওরা দীর্ঘদিন ধরে দেশকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছে। দুইজনের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।'

এদিকে স্কোয়াশ থেকে ভারত তিনটি পদক নিশ্চিত করেছে। মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন ভারতের জোৎস্না চিনাপ্পা-ভেলাভান সেন্থিলকুমার। তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে ১১-৩, ১১-৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফিলিপিন্সের ডেভিড পেলিনো-জেমিকা আরিবাদোকে।

এই নিয়ে টানা সাতবার এশিয়ান গেমস খেলছেন জ্যোৎস্না। ঝুলিতে রয়েছে পাঁচটি পদক। এদিন ষষ্ঠ পদক নিশ্চিত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে সোনার স্বাদ পাওয়া হয়নি। এবার কি তাহলে পদকের রং বদলাবে? ভারতীয় বর্ষীয়ান স্কোয়াশ তারকা বলেছেন, 'এশিয়ান গেমসে সোনা জেতাটা সবসময়ই স্পেশাল। তবে এখনই সোনা নিয়ে ভাবছি না। একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের অনাহাত সিং সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন। শেষ আটের লড়াইয়ে তিনি হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় তনভি খান্নাকে ১১-২, ১১-৫, ১১-৩ পয়েন্টে। পাশাপাশি পুরুষদের সিঙ্গলসের শেষ চারে পৌঁছে পদক পাকা করেছেন অভয় সিং। জাপানের রিওনোসুকে তসুকুকে ১১-৪, ১১-৩,১১-৬ পয়েন্টে হারিয়েছেন ভারতীয় তারকা। সেমিফাইনালে অভয় খেলবেন পাকিস্তানের ইরফান মহম্মদের বিরুদ্ধে।

টেবিল টেনিসের মিক্সড ডাবলসে পদক নিশ্চিত করার পর মনুষ শা ও দিয়া চিতালে।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ফের কোর্টে কুস্তিগিররা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : গত ৩ অগাস্ট যৌন হেনস্তার মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন সর্বভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং। এবার সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোর্টে আবেদন করলেন কুস্তিগিররা।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ছয়জন কুস্তিগিরের আনা যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। কিন্তু গত মাসে আদালত কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতিকে বেকসুর খালাস দেয়। তারই বিরুদ্ধে পালটা আবেদন কুস্তিগিরদের। তাঁরা আবেদনে জানিয়েছেন, পুরোনো দিনের ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে ব্রিজভূষণকে বেকসুর খালাস করা হয়েছে। শনিবার সকাল দশটায় বিশেষ বিচারক দিগ্বিনয় সিংয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

দিল্লির কোচ দাহিয়া

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের লক্ষ্যে নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে দিল দিল্লি। বিজয় দাহিয়াকে কোচ হিসেবে ফিরিয়ে আনা হল দলে। দাহিয়ার পাশে দিল্লি দলের মেন্টরের দায়িত্ব পেয়েছেন বিরাট কোহলির ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মা।

১১ অক্টোবর রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে দিল্লি। প্রতিপক্ষ বাংলা। খেলা কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমীর মাঠে। তার আগে আজ আসন্ন মরশুমের জন্য দলের কোচ হিসেবে দাহিয়ার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে দুইটি টেস্ট ও ১৯টি একদিনের ম্যাচ খেলা বিজয় ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে।

হার বাঁচাল ব্রাজিল

ক্যানবেরা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের ব্যর্থতার ক্ষত এখনও দগদগে। ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির লক্ষ্য, নতুন করে ব্রাজিল দলের পুনর্গঠন করা। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে নতুন সফর শুরু সেলেকাওদের। এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল ব্রাজিল। বলা ভালো, শেষমুহূর্তে হার বাঁচালেন আন্সেলোত্তির ছেলেরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রাফিনহা, মার্কুইনহোসদের মতো তারকাদের ছড়াছড়ি। তারপরেও হতশ্রী পারফরমেন্স পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে নেস্তোরি ইরানকুন্ডার গোলে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের একদম শেষ লগ্নে রাফিনহার কর্নার থেকে গোল শোধ করেন রায়ান। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৯ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি খেলবে ব্রাজিল। ওই ম্যাচ খেলেই ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে তারা। ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদরা খেলবেন ভিনিসিয়াস-রাফিনহাদের বিরুদ্ধে।

অস্ট্রেলিয়ার কোনর মেটক্যাফের কাছে আটকে গেলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

জাতীয় সেরা বাংলার মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ডঃ টি আও ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে হারিয়েছে মণিপুরকে।

১৪ মিনিটে গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেয় উত্তরবঙ্গের দিয়া বিশ্বাস। ৫০ মিনিটে মণিপুরের হয়ে গোল শোধ করে নর্মদা দেবী। অবশেষে টাইব্রেকারে বাংলা ৩-২ ফলে জয়লাভ করে। গোলকিপার অন্বেষা নিয়োগী দুইটি পেনাল্টি বাঁচিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

সবাধিক গোলদাতা উত্তরের দিয়া

প্রতিযোগিতায় ৫ গোল করে দলের সর্বাধিক গোলস্কোরার দিয়া। উত্তর দিনাজপুরের নন্দঝাড় থেকে উঠে এসেছে ১৫ বছরের মেয়েটি। অনেক ছোটবেলায় দিয়ার বাবা প্রয়াত হন। মা চা বাগানে কাজ করেন। স্থানীয় কোচিং ক্যাম্পে চন্দন পালের প্রশিক্ষণে ফুটবল শুরু দিয়ার। মূলত উইংয়ে খেললেও গোলটা ভালোই চেনে। সুনীল ছেত্রীই তার আইডল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দিয়া বলছিল, 'চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আরও বড় ফুটবলার হতে চাই। জাতীয় দলে খেলতে চাই।'

রোনাল্ডোর সুযোগ নষ্টেও জিতল পর্তুগাল

লিসবন, অ্যামস্টারডাম ও অসলো, ২৫ সেপ্টেম্বর : ওয়েলসকে হারিয়ে উয়েফা নেশনস লিগে যাত্রা শুরু করল পর্তুগাল। ঘরের মাঠে ১-০ গোলে ম্যাচ জিতল জর্জে জেসুসের দল। তবে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করে আরও একবার শিরোনামে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল পর্তুগালের। ২৩ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় তারা। বক্সের বাইরে থেকে জোয়াও ফেলিক্সের নীচু শট ওয়েলসের এক ফুটবলারের পায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢুকে যায়। গোটা ম্যাচজুড়ে পর্তুগাল গোল লক্ষ্য করে ১৯টি শট নিলেও গোলসংখ্যা আর বাড়েনি। বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন রোনাল্ডো। প্রথমার্ধে তাঁর ভলি বারের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বল জালে জড়ালেও অফসাইডের জেরে বাতিল হয় গোল। ৬৫ মিনিটে সিআর সেভেনকে তুলে নেন জেসুস। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ওই সময় ওয়েলসের রক্ষণে চাপ বাড়াতে একজন গতিশীল ফুটবলারের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেই রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়া।'

অন্যদিকে, নেশনস লিগের প্রথম ম্যাচে জয় হাতছাড়া করল জার্মানি। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল তারা। এই ম্যাচ দিয়েই জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন জাভি হার্নান্ডেজ ও জুরগেন ক্লপ। জার্মানির ডাগআউটে ছিলেন ক্লপ। অন্যদিকে, অরেঞ্জ আর্মির ডাগআউটে প্রাক্তন বার্সেলোনা কোচ জাভি। ৩২ মিনিটে ফেলিক্স এনমেচার গোলে এগিয়ে যায় জার্মানরা। ম্যাচের যোগ করা সময়ে গোল শোধ করেন কোডি গাকপো। ম্যাচ ড্র করেও সন্তুষ্ট জাভি। তিনি বলেছেন, 'জার্মানির তুলনায় আমরা ভালো খেলেছি। ছেলেদের মানসিকতায় আমি মুগ্ধ।' এদিকে, রবিবার গ্রিসের বিরুদ্ধে নেশনস লিগে ফের মাঠে নামবে জার্মানি। তার আগে ক্লপের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জামাল মুসিয়ালা ও কাই হাভার্জের চোট।

নেশনস লিগের অন্য ম্যাচে ডেনমার্ককে ৩-২ গোলে হারাল নরওয়ে। সৌজন্যে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোল। ১৪ মিনিটে অস্কার ববের করা গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। চার মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান হাল্যান্ড। ২৫ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন ডেনমার্কের ডামসগার্ড। ৬০ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরান রাসমাস হোজলুন্ড। শেষমেশ অবশ্য ৭৪ মিনিটে হাল্যান্ডের করা গোলই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়।

নরওয়ের জয়ে নায়ক হাল্যান্ড, ড্র করল জার্মানি

ফলাফল

নেদারল্যান্ডস ১-১ জার্মানি
নরওয়ে ৩-১ ডেনমার্ক
পর্তুগাল ১-০ ওয়েলস
সার্বিয়া ১-২ গ্রিস
লিচেনস্টাইন ০-২ লিথুয়ানিয়া
অ্যান্ডোরা ১-২ মাল্টা
কসোভো ১-০ আয়ারল্যান্ড
অস্ট্রিয়া ৩-১ ইজরায়েল

গোল না পেয়ে হতাশ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অলরাউন্ডার নীতীশে আস্থা

বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় মরকেল

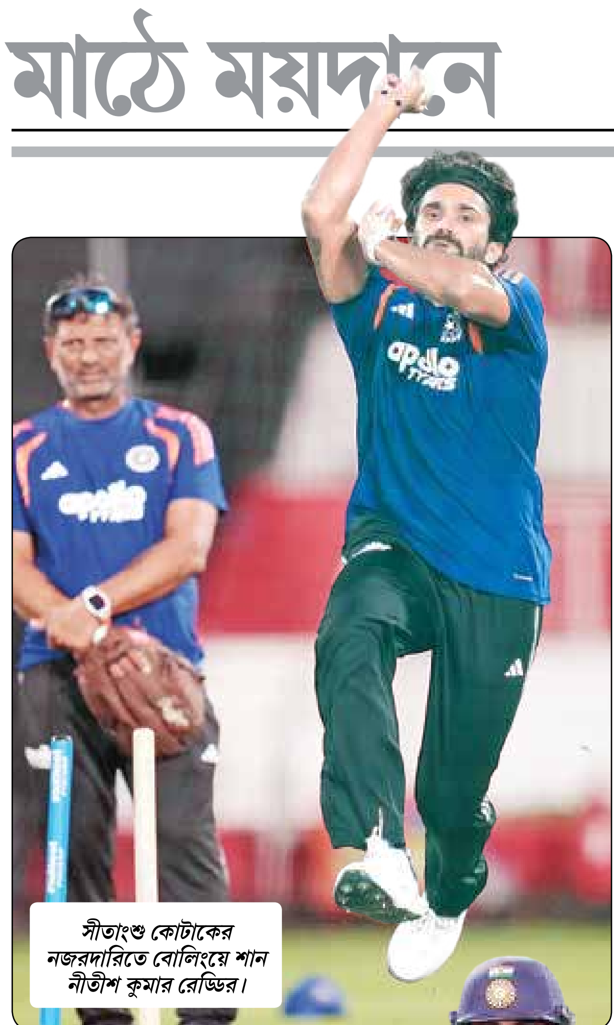

সীতাংশু কোটাকের নজরদারিতে বোলিংয়ে শান নীতীশ কুমার রেড্ডির।

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর : মঞ্চ প্রায় প্রস্তুত। হাজির দুই দলও। চলছে শেষ পর্বের অনুশীলন।

রবিবারের তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ডের মাঠে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সৌজন্যে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। রোকো শো দেখার জন্য রবিবার গ্যালারি ভরে যাবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

আর তার মধ্যেই নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে চলছে স্বপ্ন দেখার পালা। সম্প্রতি চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকেই নীতীশ দারুণ ছন্দে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও নীতীশকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। বোলিং কোচ মর্নি মরকেল আলাদাভাবে সময় দিচ্ছেন নীতীশকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অলরাউন্ডার নীতীশে আস্থার কথা শুনিয়েছেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ। মর্নির কথায়, 'নীতীশ দুর্দান্ত প্রতিভা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর শুরুটাও দারুণ হয়েছিল। মাঝে চোট নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর থেকে নীতীশ দুরন্ত ছন্দে।'

বলের গতি বেড়েছে। সঙ্গে ডেলিভারির সময় নানা অ্যাঙ্গেল তৈরি করছেন নীতীশ। যা ব্যাটারকে অনেকসময় বিভ্রান্ত করছে। মরকেল বলছেন, 'আমরা সবসময় এমন একজনকে দলে চাই, যে ভারসাম্য বাড়াবে। নীতীশ সেই কাজের জন্য উপযুক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে ওর বোলিং, ব্যাটিং স্কিল দেখে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, নিজেকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ও তৈরি। আমরা নীতীশের সঙ্গে থাকার পাশে ওকে বুঝিয়েছি ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রাখতে।'

ব্যাটিং অনুশীলনে শুভমান গিল।

নিয়মিত চোটআঘাতের কারণে হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়মিতভাবে টিম ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায় না। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য হার্দিককে প্রবলভাবে চাওয়া হচ্ছে দলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত হার্দিক নিউজিল্যান্ডের বিমানে উঠতে পারবেন কি না, অজানা দুনিয়ার। এমন অবস্থায় তাই নীতীশকে বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিলরা।

নীতীশ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশাপূরণ করতে পারবেন কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে দলের বোলিং কোচ মরকেল মনে করছেন, রবিবারের গ্রিন ফিল্ড স্টেডিয়ামে বড় রানের ম্যাচ হবে। মাস খানেক আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচের সময় যেমন ছিল পিচ, এখনও গ্রিন ফিল্ডের বাইশ গজ ঠিক তেমনই। মরকেলের কথায়, 'এখানে রবিবারের ম্যাচ নিয়ে দুর্দান্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে রয়েছে। আমার মতে, রবিবার বড় রানের ম্যাচও হবে। পাশাপাশি বোলারদের জন্যও কিছুটা সুবিধা থাকবে শুরুর দিকে।' এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটার ধ্রুব জুরেল আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ফাঁস করেছেন অগাস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টের সময় যশস্বী জয়সওয়াল কেন হেলমেট দিয়ে গুঁতো মেরেছিলেন বিপক্ষ পেসার অসিথা ফার্নান্ডোকে। জুরেল জানিয়েছেন, যশস্বীকে আউট করার পর ছাপার অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন অসিথা। তাই লঙ্কা পেসারকে তেড়ে গিয়ে গুঁতো মেরেছিলেন জয়সওয়াল।

বিশ্বকাপ খেলা পানামার সঙ্গে ড্র

ভারত-১ (রায়ান)
পানামা-১ (ভ্যালেন্সিয়া)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : 'আমরাও পারি,' এই বোধ, এই আত্মবিশ্বাসটা জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে খুব দরকার। তবেই এক পায়েও এভারেস্টের চূড়োয় পৌঁছানো যায়। তবেই পানামার মতো সদ্য বিশ্বকাপে খেলে আসা দলের সঙ্গে ১-১ করা যায়।

পানামা সদ্য বিশ্বকাপে খেলা দল। এরকম একটা দলের বিপক্ষে ভারত জিতবে, এমন ভাবনা সম্ভবত কারোই ছিল না। বরং একটা অসম লড়াই করতেই আনোয়ার আলি, মনবীর সিং, রায়ান উইলিয়ামসরা

অসাধারণ গোল রায়ানের

শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নামছেন, এমনই ধারণা ছিল। এমনকি অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, এরকম সব ম্যাচ খেলে লাভ কী? এই বিশ্বাসের অভাব থেকেই এদিন বেঙ্গালুরুতে গ্যালারি প্রায় খালি। কিন্তু খালিদ জামিলের ছেলেরা বহুদিন পর এদেশের ফুটবল সমর্থকদের সত্যিকারের গর্বিত হওয়ার মতো কিছু করে দেখালেন। ভারতীয় দলকে সমর্থন জানানোর পরিবর্তে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সমর্থকরা দেখতেই পেলেন না, কী অসম্ভব রণংদেহী মেজাজে মাঠে নামলেন বিক্রম প্রতাপ সিং, আশিক কুরুনিয়ানরা। প্রথমার্ধে ভারত ১-০ এগিয়ে যাবে, কে কবে স্বপ্ন দেখেছেন? ৪১ মিনিটে আকাশ মিশ্র ক্রসটা তুলতেই দুই ডিফেন্ডার জোসেফ করডোবা ও ভিক্টর মুলিন্সের মাঝখান থেকে ছিটকে বেরোলেন রায়ান। চেনা মাঠে গতি বাড়িয়ে ডান পায়ের মাপা শটে এক সদ্য বিশ্বকাপ খেলে আসা দলের বিপক্ষে দেশকে এগিয়ে দেন সদ্য ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়া এই অজি।

প্রথমার্ধে বল পজেশন থেকে পাস, সবেতেই এগিয়ে পানামা। কিন্তু ভারতকে যতটা খারাপ অবস্থায় দেখতে হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তেমনটা হল না। আনোয়ার ও বিজয় ভার্গিসকে দুই সেন্টার ব্যাক হিসাবে রেখে দল সাজান খালিদ জামিল। ভারতীয় ফুটবলে আনোয়ার এক অনন্য উপহার। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় তাঁকে হারিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবং পেয়ে নিজেদের মনোবল বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পানামার আক্রমণের সামনে তাঁর সঙ্গে বিজয়কেও যথেষ্ট পরিণত লেগেছে। চিরকালই কোচ হিসাবে খালিদের ডিফেন্স সংগঠন বেশ ভালো। এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সময়েই শুরু হবে বলে প্রায় সব দলই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে অনেকদিন। কলকাতার তিন প্রধানের তো আইএফএ শিল্ড ধরলে তিনটি টুর্নামেন্ট খেলা হয়ে গেল! ফলে সব ফুটবলারই ছন্দে আছেন এখন। যার ফয়দা প্রথমার্ধে তুলে নেন মনবীর-আকাশ মিশ্ররা। এদিন মাঝমাঠে আপুইয়ার সঙ্গে সাহাল আব্দুল সামাদ নয়, শুরুতে রিকি সাবংকে রাখেন খালিদ। দুইজনেই ঠিকঠাক খেললেও

৪১ মিনিটে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেওয়ার পর রায়ান উইলিয়ামস।

জিকসন সিং থাকলে হয়তো আরও একটু জমাট হত মাঝমাঠ। নম্বর ১০ পজিশনে রায়ানের মতোই একজনকে এতদিন খুঁজছিল ভারত। তবু সম্ভবত

ভারত

গুরপ্রীত, অভিষেক, আনোয়ার, বিজয়, আকাশ (পরমবীর), বিক্রম, রিকি (অনিরুদ্ধ), আপুইয়া, আশিক (জয়), রায়ান (সাহাল) ও বিক্রম প্রতাপ (এডমুন্ড)।

১৩৯ নম্বরে থাকা ভারতকে একটু বেশিই খাটো করে দেখায় প্রথমার্ধের শেষদিকে গোলটা খায় পানামা। এরপর বিরতির পর আর কোনও রেয়াত করেনি পানামা। এই সময়ে রীতিমতো চাপে ছিল ভারতীয় ডিফেন্স। ৫০ মিনিটে জিওভানি র‍্যামোসের শটে গুরপ্রীত সিং সান্ধু দুর্দান্ত সেভ না করলেও তখনই ১-১ হয়ে যায়। যা শেষপর্যন্ত ৬৮ মিনিটে। সামনে দাঁড়ানো আপুইয়া কিছু বোঝার আগেই বিরতির পর পরিবর্তন হিসাবে নামা ওমর ভ্যালেন্সিয়ার আচমকা নেওয়া দূরপাল্লার শট গুরপ্রীতের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে ভারতের গোলে।

এরপরেও ভারতের সামনে অন্তত দুটো নিশ্চিত গোলের সুযোগ ছিল। দুই ক্ষেত্রেই পরিবর্ত এডমুন্ড লালরিনডিকার পা এবং বলের সঠিক সংযোগ ঘটেনি। এদিন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় ব্রাজিল পিছিয়ে থেকে কোনওক্রমে ড্র করে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তুলনাই হয় না। তবু হয়তো ওই ফল বাড়তি মনোবল জুগিয়েছে রায়ানদের।

সিএবি-র তিন শূন্য পদে নির্বাচন কবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাওয়া যায়নি অজস্র প্রশ্নের জবাব। আর সেই না পাওয়া প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেই চলছে চাপানউতোরের আজব খেলা।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শাসক গোষ্ঠী কোনওভাবেই নির্বাচন করতে চাইছেন না। কারণ, খুঁজতে গিয়ে নানা দিক সামনে আসছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য দিক হিসেবে সিএবি-র অন্দরমহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, সভাপতি সৌরভ নির্বাচনকে 'ভয়' পান। অতীতেও যখনই নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সিএবিতে, রাজনৈতিক 'আশীর্বাদ' নিয়ে পাশ কাটিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুভেন্দু অধিকারী, একই খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন মহারাজ। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? প্রশ্নের জবাব নেই।

কাটছে না সংশয়

সচিব পদ শূন্য। যুগ্মসচিব পদ শূন্য। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের একটি পদও খালি। এমন অবস্থায় গতকালের বার্ষিক সাধারণ সভার পর থেকে বারবার প্রশ্ন উঠছে, কবে হবে সিএবি-র নির্বাচন? আদৌ হবে তো? শাসক গোষ্ঠীর তরফে নিয়মিতভাবে দাবি করা হচ্ছে, নির্বাচনের বিষয়টি আবার এক বছর পর ভাবা যাবে। আপাতত যেমন চলছে, তেমনই চলবে। বিরোধী শিবিরের তরফে দাবি তোলা হচ্ছে, পরপর দুইবার কেউ মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি এমন যুক্তি দেখিয়ে নির্বাচনের মঞ্চ এড়িয়ে যাওয়ার পর সিএবি-র বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর 'প্রশাসনিক ব্যর্থতার' দিকটিই সামনে আসছে।

বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সংবিধান তথা গঠনতন্ত্র বলছে, সচিব-যুগ্ম সচিবের মতো পদ সর্বাধিক ৬০ দিন খালি রাখা যেতে পারে। তার মধ্যেই নির্বাচনি প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে হবে। গতরাতের ইডেন গার্ডেন্সে এজিএমের পর সভাপতি সৌরভ বলেছিলেন, 'খালি থাকা পদ পূরণ করার জন্য ৬০ দিন পার হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। নতুনভাবে এই নিয়ম কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা আর আছে বলে মনে হয় না।' সিএবি সভাপতির এমন 'মহারাজকীয়' মন্তব্য সামনে আসার আগেই এজিএমে হাজির থাকা রাজ্যের শাসকদলের

কলকাতায় পুদুচেরির পিছিয়ে পড়া শিশুদের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

বিধায়ক তথা মনোহরপুকুর মিলন সমিতির প্রতিনিধি সৌরভ শিকদার অন্য কথা শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সচিব ও যুগ্ম সচিবের মতো পদ দীর্ঘসময় খালি রাখা যায় না। সিএবি-র গঠনতন্ত্রে থাকা নিয়ম মেনেই সব কিছু করতে হবে। আগামী দুই মাসের মধ্যে সিএবি-র নির্বাচন হবে না, কীভাবে ধরে নিচ্ছেন আপনারা?'

এর মধ্যেই গতকালের এজিএমে প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া বনাম বিশ্বরূপ দে ও স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের তুমুল তর্কাতর্কির রেশ এখনও রয়েছে সিএবি-র অন্দরে। এই সবের মধ্যেই আজ সকালে ইডেনে হয়ে গেল এক হাই প্রোফাইল বৈঠক। ১০ অক্টোবর মহালায়া। সেদিন ইডেনে দেবী দুর্গার আবাহনের বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে। হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়েই মূলত বৈঠক হয় আজ।

উত্তরসূরিদের লড়াইয়ে চোখ সুনীল ছেত্রীর। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে।

এবার ব্রাজিল ম্যাচে ফোকাস ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকা দলগুলির বিপক্ষে খেললে আত্মবিশ্বাস বাড়বে, লড়াই করার ক্ষমতা বাড়বে। ম্যাচ শেষে নিজের এই গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির কথা যখন বলছেন খালিদ জামিল তখনও হাসি নেই তাঁর মুখে। দেখে কে বলবে, সদ্য ৪৪ নম্বরে থাকা বিশ্বকাপের একটা দলের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকে ড্র করেছে তাঁর দল! বাড়তি উচ্ছ্বাস অবশ্য দেখা গেল না গোলস্কোরার রায়ান উইলিয়ামসের মধ্যেও। তিনি বলেছেন, 'আমরা ঠিক করেই নেমেছিলাম যে আমরা শুধু বসে বসে ওদের খেলা দেখব না। বরং আমরা চেষ্টা করব লড়তে, গোল করতে। আর ঠিক সেটাই করেছি।' নিজের গোল সম্পর্কে কী সহজে সত্যি কথাটা বলে দেন এই অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা ভারতীয়, 'আকাশের (মিশ্র) কাছ থেকে যখন বলটা পেলাম তখনও বুঝিনি যে এতটা জায়গা পেয়ে যাব। সত্যি বলতে কী ওদের গোলকিপার আমাকে প্রচুর জায়গা দিয়ে দেয়। আর সেটাকেই কাজে লাগাই।' এখন তাঁদের প্রত্যেক ফুটবলারকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেককে বলের জন্য ঝাঁপাতে হবে বলে মনে করছেন রায়ান। পরবর্তী ম্যাচ ৩ অক্টোবর কলকাতায়। ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য মুখিয়ে আছেন বলে রায়ানের মন্তব্য, 'এবার সামনে ব্রাজিল ও তারপর উরুগুয়ে। এখানেই থেমে গেলে চলবে না। ওই দুই ম্যাচেও ভালো খেলতে হবে।' ম্যাচের পর সব ফুটবলারদের প্রশংসা শোনা গেল খালিদের মুখে।

'এ' দলের টক্করে ভারতের অজি বধ

পুদুচেরি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আধিপত্য রেখে চারদিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলকে ১৬২ রানে হারাল ভারত। গতকাল তৃতীয় দিনের শেষে জয়ের রাস্তা তৈরি করে নেয় দেবদত্ত পাডিক্কালের নেতৃত্বাধীন 'এ' দল। শুক্রবার চতুর্থ তথা শেষ দিনে ৩৬৩ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে ২০০-তে গুটিয়ে যায় পিটার হ্যান্ডসকোম্বের অজি ব্রিগেড।

গতকাল দুই ওপেনারকে সাজঘরে পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা। আজ নির্ণায়ক দিনে প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ দেননি শামস মুলানি (৫৫/৩), তুষার দেশপান্ডে (১৬/৩), অংশুল কম্বোজ (২৫/২), তনুশ কোটিয়ানরা (৫৭/২)। নাথান ম্যাকসুইনি (৩৫) ও ফার্গাস ও'নিল (৪৭) ছাড়া রান পাননি বাকি অজি ব্যাটাররা।

সেমিতে তরুণ

ধূপগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের এসআরএমবি ধূপগুড়ি কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বাতাবাড়ি তরুণ সংঘ। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে আশ্রমপাড়া ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাকডেমিকে হারিয়েছে। পৌর মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। তরুণের বাবু ওরাওঁ ও ডুয়ার্সের কল্যাণ রায় গোল করেন। ম্যাচের সেরা ডুয়ার্সের গোলকিপার অভিমানিক মুন্ডা। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে তুলসীপাড়া ওয়ারিশ এফসি ও কাদম্বিনী টি গার্ডেন।

জিতল ভিএনসি

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জোনের খেলায় ভিএনসি এফএ ৪-৩ গোলে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। ভিএনসি-র রাহুল অসুর, রাহুল মণ্ডল, অভিজিৎ বাসফোর ও ম্যাচের সেরা রীতেশ বাসফোর গোল করেন। গ্রিনের জোড়া গোল অনীশ মাহালির। অন্যটি অভয় তিরকির।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রীতেশ বাসফোর। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হোপদের পারিশ্রমিকে কাটছাঁট

ভারত সিরিজ আমাদের 'আয়না' দেখাবে : স্যামি

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর : রবিবার ভারত সিরিজ শুরুর আগেই বড়সড়ো ধাক্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের। পারিশ্রমিকে ২৫ শতাংশ কাটছাঁট হচ্ছে। আর্থিক সমস্যায় ধুঁকছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। যার জেরেই খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকে কোপের সিদ্ধান্ত উইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের। চিফ এগজিকিউটিভ ক্রিস ডেহরিং এক বিবৃতিতে আর্থিক সমস্যার কথা তুলে ধরে এই ঘোষণা করেছেন।

দেশীয় বোর্ড যখন পারিশ্রমিকে কাটছাঁটের মতো পদক্ষেপ করছে, তখন খেলোয়াড়দের চোখ ভারত-বধে। লক্ষ্যপূরণে টিমগেমে জোর হেডকোচ ডারেন স্যামির।

জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন ক্যারিবিয়ান ওপেনার জন ক্যাম্পবেল।

প্রাক্তন অলরাউন্ডারের অকপট স্বীকারোক্তি, আইসিসি টুর্নামেন্টে সাফল্য পেতে হলে ভারতকে হারানোর মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। রবিবার থেকে ছাত্রদের সেই পরীক্ষার মুখে ফেলতে চান স্যামি।

ওডিআই সিরিজের প্রাক্কালে এদিন বলেছেন, '২৪ বছর ভারতে কোনও সিরিজ জিতিনি আমরা। এবার পারলে দারুণ হবে। সুযোগ, ওডিআই ফরম্যাটে নিজেরা এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা বুঝে নেওয়ার। দল ও প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্য ইতিহাস তৈরির মঞ্চ। ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতা সবসময় স্পেশাল। গত ২৪ বছরে যা আমরা পারিনি। বিশ্বাস, সবাই মিলে ঝাঁপালে সম্ভব।'

স্যামির কথায়, এই সিরিজ ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে আয়না দেখাবে তাঁর দলকে। যুক্তি, আইসিসি টুর্নামেন্ট জিততে হলে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতকে হারাতে হবে। এবার ভারতের হোম কন্ডিশনে খেলার পরীক্ষা। যা দলের বাস্তব অবস্থানটা পরিষ্কার করে দেবে। ফেব্রুয়ারিতে যোগ্যতা পর্বে যা সাহায্য করবে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে। র‍্যাংকিংয়ে সেরা আট দলের মধ্যে না থাকায় সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট মেলেনি প্রথম দুইবারের চ্যাম্পিয়নদের। স্যামি অবশ্য আত্মবিশ্বাসী শাই হোপ, আমির জ্যাঙ্গো, শেরফানে রাদারফোর্ড, আলজারি জোসেফদের নিয়ে। বলেছেন, 'শাই সেঞ্চুরি করেছে। আমির জ্যাঙ্গো, রাদারফোর্ডও বড় স্কোর পেয়েছে। বোলিং ব্রিগেডে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জোসেফের। আরও অনেকে রয়েছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই তিন ম্যাচে সবাইকে সুযোগ দিতে চাই।'

নবাগত বছর উনিশের রিস্টস্পিনার ভিটেল লায়েস নজর কেড়েছেন গত জুলাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক সিরিজে। পাঁচ ম্যাচে ৮ উইকেট নেন। শেষপর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে কিউয়িরা জিতলেও ভিটেলদের লড়াই থেকে অক্সিজেন খুঁজছেন স্যামি। লক্ষ্য এবার, নবীন-প্রবীণের মিশেলে তৈরি ব্রিগেড নিয়ে ভারতকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলা।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ শুরু

রাঙ্গালিবাজনা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানস্রাং ক্লাবের পবিত্রা গুরুং চ্যাম্পিয়ন ও পাপাই আলম রানার্স ফ্রেন্ডশিপ কাপ ১৬ দলীয় ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ খয়েরবাড়ির দৈজিং ক্লাব ৭-০ গোলে চূর্ণ করে পশ্চিম মাদারিহাটের আদিবাসী নার্সারি ক্লাবকে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উপজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা সরোজিত নার্জিনারি। চন্দন কার্জির রয়েছে জোড়া গোল। অন্য দুইটি গৌরব কার্জি ও শুভদীপ কার্জির। শনিবার খেলবে দক্ষিণ মাদারিহাটের আদিবাসী ক্লাব ও ফালাকাটার পূর্ব দেওগাঁওয়ের নেতাজি সংঘ।

ম্যাচের সেরা সরোজিত নার্জিনারি। -মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ম্যাচের সেরা হয়ে আশিস ছাপাগাইন। -সোমনাথ দত্ত

হারল ইউপিএস

ওদলাবাড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার নেপালের বিওয়াইসি ফুটবল দল ২-০ গোলে চেংমারি ইউপিএস ইলেভেনকে হারিয়েছে। শান্তি কলোনির ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা আশিস ছাপাগাইন। শনিবার খেলবে ভুটান এফসি ও কোচবিহারের এসএসএসি।

জয়ী যুব সংঘ

নাগরাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সুলকাপাড়ার খয়েরবাড়ির ন্যাশনাল ক্লাবের ফুটবলে শুক্রবার তেসিমলা যুব সংঘ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিএফএ গোল্ডেন বয়কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের যুব সংঘের প্রণাম থাপা। শনিবার খেলবে রিয়াত একাদশ ও লুকসান কাঞ্চন ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রণাম থাপা। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন বিকি থাপা। -মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

সেমিফাইনালে দলসিংপাড়া

বীরপাড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মংরা ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন হেমরাজ ভুজেল। ম্যাচের সেরা দলসিংপাড়ার বিকি থাপা। রবিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে কার্সিয়াংয়ের মিক্সড আপ বয়েজ ও রানিডাঙ্গা এসএসবি।

সাপ্তাহিক লাকি ড্র

শাড়ির ডালা
হেয়ার ড্রায়ার
ফুড কুপন
10,000 টাকার গিফটি
ও আরও অনেক কিছু

গ্রহরত্নে 10% ছাড়!**

কস্টিউম গয়নায় 25% পর্যন্ত ছাড়!

রুপোর গয়নায় 10% ছাড়!

হিরের গয়নায় 50% পর্যন্ত ছাড়!# (মজুরিতে)

সোনার গয়নায় ₹7000 + ₹1000 প্রতি 10 গ্রামে ছাড়!* (মজুরিতে)

সুবর্ণ সুযোগ! পুরোনো সোনা দিন, হলমার্ক* সোনার রেট নিন ও মজুরিতে অতিরিক্ত ₹1000 ছাড় পান (প্রতি 10 গ্রামে)

অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য

Gifty উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট নেই

অনলাইনে কিনুন
স্ক্যান করুন www.anjalijewellers.in
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ৯১৪৭১ ৮২০১৪ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বউবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়াবাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া রঘুনাথপুর - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২ ৯৩৯৯৭ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ তমলুক - ৬২৯২৩ ৩৪২৭২ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ বারুইপুর - ৯১৪৭৩ ৮৬০৯২ বালুরঘাট - ৯১৪৭৩ ৬৪৫৭৬ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১। এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

ফলো করুন: anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | @anjalijewellers41233